উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮১,১০৬.৬৫ (+১০৭.২৫)

নিফটি : ২৫,০৪৪.৬৫ (+৫৮.২৫)



ট্রেনে-বাসে আগুন, অশান্ত বাংলাদেশ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ ২৮° / সর্বনিম্ন ১৬°	সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১৬°	সর্বোচ্চ ২৭° / সর্বনিম্ন ১৫°	সর্বোচ্চ ২৮° / সর্বনিম্ন ১৫°



বুদ্ধবাবু সৎ, কিন্তু দলটা... : শুভেন্দু ৫



রামায়ণে সীতার অ্যাকশন, রেগে লাল মুকেশ ৮

২৪ কার্তিক ১৪৩৩ বুধবার ৫.০০ টাকা 11 November 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 172

হেরিটেজ জমিতে শিব মন্দির

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : প্রশাসনের নাকের ডগায় হেরিটেজ জমি দখল! একদিকে ১৮০৭ সালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের তৈরি ঐতিহাসিক হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, অন্যদিকে তার ঠিক উলটোদিকে সাগরদিঘির ঘাটের একাংশ দখল করে গজিয়ে উঠেছে আরও একটি শিব মন্দির। বাঁশ ও টিন দিয়ে ছাউনি তৈরি করে সেখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে শুরু হয়েছে পুজো। কোচবিহারের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী পর্যটনস্থলে এভাবে সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে এমন নির্মাণকাজ চললেও প্রশাসনের নজর এড়িয়ে গেল কীভাবে?

মঙ্গলবার সাগরদিঘি চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দিরের ঠিক উলটোদিকে ঘাটের একটি অংশে বাঁশের কাঠামো তৈরি করে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছে। তার ভিতরে রাখা হয়েছে শিবলিঙ্গ। সেখানে পুজোও শুরু হয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দার উদ্যোগেই এই নির্মাণ বলে অভিযোগ। অথচ হেরিটেজ এলাকার মধ্যে এমন নির্মাণের জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও দিনভর ওই কাঠামো বহাল থাকায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

কোচবিহারের সাগরদিঘি শুধু জলাশয় নয়, শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দিঘির চারপাশেই রয়েছে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার ও সদর মহকুমা শাসকের দপ্তর সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়। এমন একটি সংরক্ষিত ঐতিহ্যবাহী এলাকায় সরকারি জমি দখল করে নির্মাণের অভিযোগ সামনে আসার পরেও কেন দ্রুত পদক্ষেপ করা হল না, সেই প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

১৮০৭ সালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ সাগরদিঘির পাশে হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। দীর্ঘদিন ধরে সেই মন্দিরে পুজো দিয়ে আসছেন অসংখ্য ভক্ত। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই মন্দিরে পুজো দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরেই এক ব্যক্তি উলটোদিকে নতুন মন্দির তৈরি করেছেন। যদিও সেই অভিযোগের সত্যতা স্বাধীনভাবে যাচাই করা যায়নি। হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দিরের পুরোহিত অবধেশ ঝাঁ-র অভিযোগ, 'জেলা শাসকের দপ্তরের এক কর্মী আগে এই মন্দিরে পুজো দিতেন। পুজোর নামে অনেক টাকাও তুলতেন। *এরপর দশের পাতায়*



- সাগরদিঘির ঘাট দখল করে বাঁশ-টিনের ছাউনি, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করে পুজো
- জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নির্মাণ, অনুমতি নেওয়া হয়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর
- রাজ আমলের মন্দিরের উলটোদিকে নতুন মন্দির তৈরিতে ক্ষুব্ধ বাসিন্দা ও রয়্যাল ফ্যামিলি ট্রাস্ট

শীতের শ্রীনগর



শীতল জলে প্রাতর্ভ্রমণ পরিযায়ী পাখিদের। ডাল লেকে মঙ্গলবার। -পিটিআই

ভাইফোঁটার জোড়া আয়োজনে প্রশ্ন পদ্মে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : ভাইফোঁটাতেও আমরা-ওরা? কোচবিহারে বিজেপির দুই নেতৃত্বের উদ্যোগে একই সময়ে দু'জায়গায় ভাইফোঁটার আয়োজন ঘিরে এই প্রশ্নই জেরালো হয়েছে। বুধবার সকাল ১১টায় দলের জেলা কার্যালয়ে জেলা সাধারণ সম্পাদক মিনতি ঈশোরের উদ্যোগে প্রতিবারের মতো এবারও ভাইফোঁটার অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। মন্ত্রী মালতী রাভা, মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী অর্পিতা নারায়ণ সহ অন্যদের সেখানে উপস্থিত থাকার কথা। একই সময়ে দলীয় কার্যালয় থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে দেবীবাড়ির মাঠে বিধায়ক তথা স্পিকার রথীন্দ্র বসুর উদ্যোগেও ভাইফোঁটার আয়োজন হয়েছে। সেখানে ফোঁটা দেওয়ার জন্য বিজেপির জেলা সহ সভাপতি দীপা চক্রবর্তী সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।



একই দলের উদ্যোগে এত কম দূরত্বে, একই সময়ে দুটি অনুষ্ঠান হওয়ায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের প্রশ্ন উঠেছে।

জেলা কার্যালয়ের আয়োজনটি দলের জেলা সাধারণ সম্পাদকের উদ্যোগে হলেও দেবীবাড়ির অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বিধায়ক তথা স্পিকার। একই দলের দুই নেতৃত্বের উদ্যোগে একই সময়ে পৃথক অনুষ্ঠান কেন রাখা হল, তা নিয়ে কর্মী ও স্থানীয় মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। দুই আয়োজনের মধ্যে কোনও সমন্বয় হয়েছিল কি না, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়।

মিনতি ঈশোর ও অর্পিতা নারায়ণ বরাবরই মন্ত্রী মালতী রাভার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। অন্যদিকে, দীপা চক্রবর্তী স্পিকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। এই পরিস্থিতিতে দুই অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে মিনতি ঈশোর বললেন, 'আমরা বরাবরই পার্টি অফিসে ভাইফোঁটার আয়োজন করি। *এরপর দশের পাতায়*

প্রণবের প্রধানমন্ত্রিত্বে আপত্তি সোনিয়ার



স্মৃতিকথায় বাঙালির স্বপ্নভঙ্গের কারণ ফাঁস

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : দু'বার বাঙালির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ ব্যর্থ হয় সংশ্লিষ্টদের দলের বাধায়। ইচ্ছে থাকলেও জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রিত্বের সম্ভাবনা আটকে দিয়েছিল তাঁর দল সিপিএম। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের ইচ্ছেয় বাদ সাধেন তৎকালীন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি। ফলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে অভ্যস্ত আদ্যোপান্ত দুই বাঙালির আর দেশের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে বসা হয়নি।

জ্যোতি বসু সম্পর্কে সিপিএমের আপত্তির কথা বহুল প্রচারিত। কিন্তু প্রণব সম্পর্কে সোনিয়ার অনিচ্ছা নিয়ে জল্পনা থাকলেও এতদিন নিশ্চিত ছিল না। সেই হাটে হাঁড়িটা ভেঙে দিলেন খোদ সোনিয়াই। কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সনের স্মৃতিকথা 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ'-এ সেই তথ্য *এরপর দশের পাতায়*



উত্তরের খোঁজে

তীব্র আতঙ্কে যখন পশু আর মানুষে ফারাক নেই

রূপায়ণ ভট্টাচার্য



উন্নয়নের ভারতে, 'সুনার বাংলা'য় এখন দুটো ভয়াবহ দৃশ্য ভাবনার খোরাক হয়ে যায়। এক দৃশ্যে মানুষ, অন্যটায় পশুপাখি।

এক দল ছুটছে একটু জায়গার জন্য। অন্য দল ছুটছে একটু আশ্রয়ের খোঁজে। এক দল বুকে আতঙ্ক নিয়ে গাদাগাদি ট্রেনে দাঁড়িয়ে। আতঙ্কিত অন্য দল রাস্তায় দিগবিদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। একদল প্রতিবাদ করতে পারে, সেই প্রতিবাদ শোনার লোক নেই। অন্য দল প্রতিবাদও করতে পারে না। শুধু কাঁপতে পারে। কুঁকড়ে যেতে পারে। অসহায় চোখে তাকিয়ে থাকতে পারে।

আশ্চর্য সমাপতন, দুই ছবির পিছনেই আমাদের প্রশাসন। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের গাফিলতি।

কালীপুজোর সপ্তাহে সামাজিক মাধ্যম ভরে উঠেছিল এমন সব দৃশ্যে, যা দেখলে মনে হয়, আমরা আধুনিক সভ্যতার দিকে এগোচ্ছি, না মধ্যযুগীয় বিশৃঙ্খলার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছি! অথবা আরও, আরও পিছনে।

প্রথম ছবিগুলো ভারতীয় রেলের। শুধু চিরাচরিতভাবে বিহার *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এনকাউন্টার তদন্তে সিজ পুলিশের গাড়ি

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর : রায়গঞ্জের আবদুলঘাটা এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলার মূল অভিযুক্ত দিলীপ রায়ের মৃত্যুর পর এনকাউন্টার ঘিরে রাজ্য ফরেন্সিক ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা তদন্তে নামলেন। তাঁরা মঙ্গলবার বিকেলে রায়গঞ্জ থানার ব্যবহৃত পুলিশের গাড়িটি সিজ করেন। এনকাউন্টারের ঘটনা কীভাবে ঘটেছিল, তা যাচাইয়ের পাশাপাশি ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য গাড়িটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

৯ নভেম্বর ভোররাতে বাংলা-বিহার সীমান্তের গৌরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ারপুকুর ঘাট, কুলিক নদীর সংলগ্ন এলাকায় পুলিশ অভিযান চালায়। পুলিশের দাবি, সেই সময় দিলীপ রায় তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালান। পুলিশও পালটা গুলি চালায়। অভিযুক্তের ছোড়া গুলিতে পুলিশের গাড়ির টায়ার ফেটে যায় এবং গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পালটা গুলিতে দিলীপ গুরুতর জখম হন। পরে তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এদিন পুলিশের গাড়িটি পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেন। গাড়ির গায়ে গুলির দাগ এবং সেগুলি কোন দিক থেকে লেগেছে, সেদিকে ব্যালিস্টিক বিশেষজ্ঞদের নজর ছিল। গুলির চিহ্নের সঙ্গে দিলীপের ব্যবহৃত বলে পুলিশের দাবি করা নাইন এমএম পিস্তলের *এরপর দশের পাতায়*



শ্যামা কাঁধে ঘাটের পথে। বীরভূমে কালীপুজোর বিসর্জন যাত্রা। মঙ্গলবার। -পিটিআই



- এনকাউন্টারের সত্যতা যাচাইয়ে মঙ্গলবার পুলিশের গাড়ি সিজ করল ফরেন্সিক দল
- ময়নাতদন্তে উদ্ধার দুটি বুলেট ও দেহের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে
- সন্ধ্যায় পরিবারের হাতে অভিযুক্তের দেহ তুলে দেওয়ার পর বন্দর শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়

বাঘিনীর ভুটানযাত্রা রুখতে তৈরি ব্যান্ডপার্টি!

ডুয়ার্স রানিকে নিয়ে ল্যাজেগোবরে বন দপ্তর। তার বিদেশযাত্রা আটকাতে হাজির ঢাক-তাসা, কুনকি। সেইসঙ্গে সুড়ঙ্গ-রহস্য নিয়েও চাপে। এবার তদন্তে নামছে এনটিসিএ।

অভিজিৎ ঘোষ

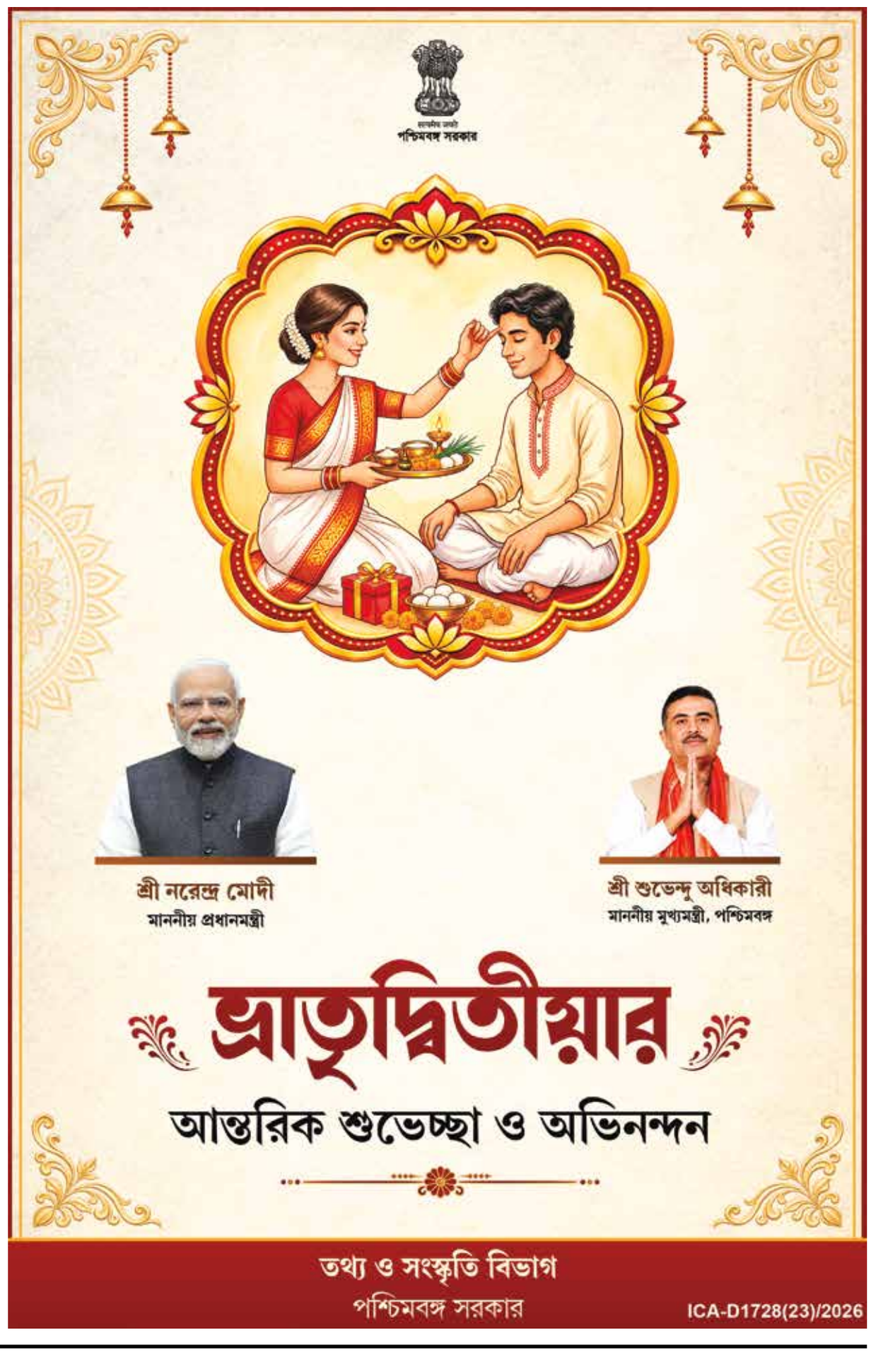
আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর : বাঘের পথ আটকাতে এখনই ঘুমপাড়ানি গুলি নয়। বরং বাজবে ঢাক-তাসা। ভুটানের দিকে পা বাড়ালেই নাকি বেজে উঠবে বাদ্যযন্ত্র! সামনে এগিয়ে আসবে কুনকি হাতির দল। বিহার থেকে আসা বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলে আটকে রাখতে এখন এমনই অভিনব কৌশল বন দপ্তরের। উদ্দেশ্য একটাই, কোনওভাবেই ভুটানের সীমানা পেরোতে দেওয়া যাবে না তাকে। কারণ, বাঘিনীর বর্তমান ডেরা থেকে ভুটান সীমান্তের দূরত্ব মাত্র পাঁচ কিলোমিটার। সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত চুনিয়াঝোরা এলাকায় অবস্থান করছে বক্সার বাঘিনী বিটিআর টিএফ-১। আর সেখান থেকে অসমের দূরত্ব প্রায় ২২-২৫ কিলোমিটার। অর্থাৎ অসমের তুলনায় ভুটান এখন অনেকটাই কাছে। ফলে অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর এবার বাঘিনী কি পাড়ি দেবে ভুটানে? এই আশঙ্কাতেই নতুন করে তৎপরতা শুরু হয়েছে বক্সায়।

বাঘিনীকে বক্সার জঙ্গলের মধ্যেই ধরে রাখার চেষ্টা অবশ্য সহজ নয়। কারণ, সে যে পথে এগোবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা বন দপ্তরের হাতে নেই। তাই নজরদারির পাশাপাশি নানা উপায় খুঁজছেন বনকর্তারা। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক আধিকারিকের বক্তব্য, 'বিভিন্ন উচ্চগ্রামের শব্দে বাঘিনীকে পথ পরিবর্তনে বাধ্য করা যেতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই ঢাক, তাসা সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র নিয়ে কার্যত ব্যান্ডপার্টির দল তৈরি রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কুনকি হাতির সাহায্যে কিছুটা ভয় দেখিয়েও তাকে ভুটানের দিকে এগোনো থেকে আটকানোর চেষ্টা হতে পারে।'



প্রতীকী ছবি

রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ বলছেন, 'বাঘিনী বক্সায় রয়েছে। রেডিও কলারের মাধ্যমে লোকেশন পাওয়া যাচ্ছে। বাঘিনী যেন লোকালয়ে না চলে যায় অথবা অসমে বা বিহারে না ঢুকে পড়ে, সেইজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হচ্ছে।' তবে বাঘিনীকে নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আটকে রাখা যে কঠিন, তা মেনে নিয়েছেন বনমন্ত্রীও। *এরপর দশের পাতায়*



কমলা নয়, আখরোটে আগ্রহ বক্সায়

চাষের পরিবেশ নিয়ে সংশয়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর : কমলার বিকল্প আখরোট। বক্সায় এমন সম্ভাবনাই তৈরি হয়েছে। কমলা উৎপাদন আগের মতো না হওয়ায় চাষিদের অনেকেই আখরোট চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। চাষিরাও মনে করছেন, কমলা চাষের বিকল্প অর্থকরী ফসল হয়ে উঠতে পারে আখরোট। আখরোট চাষে চিলিং আওয়ার্স বা শীতকালীন তীব্র ঠান্ডার প্রয়োজন বলে জানান উদ্যানপালন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা। আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা পাহাড়ের তাপমাত্রা শীতকালে কমলেও শূন্য ডিগ্রি বা তার নীচে পৌঁছায় না। ফলে বক্সায় আখরোট চাষে কতটা অনুকূল পরিবেশ রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

তবে কৃষকদের দাবি মেনে বক্সায় আখরোট চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর। অরুণ রাই নামের এক চাষির কথায়, 'বক্সার মাটি ও জলবায়ু আখরোট চাষের অনুকূল বলেই মনে করছি। বিশেষ করে এখানকার মাটি ও আবহাওয়ায় আখরোট চাষ বিকল্প জীবিকা হয়ে উঠতে পারে।' গাছের চারা হতে পারে এমন বীজের ব্যবস্থা করার কথা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের বলেছেন চাষিরা। অর্থাৎ এখানকার চাষিরা কমলার পাশাপাশি আখরোট চাষে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আখরোট চাষের জন্য চিলিং আওয়ার্স বা শীতকালীন তীব্র ঠান্ডার প্রয়োজন— যে পরিবেশ কাশ্মীর ও হিমাচলপ্রদেশে দেখা যায়। সেই পরিবেশে আখরোটের ফলন ভালো হয়। এছাড়াও ৮০০ থেকে ১০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ফলন হওয়ার সময় আবার শুষ্ক আবহাওয়া জরুরি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি থেকে ২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস আবশ্যক। পরিবেশগত দিক থেকে কিছুটা মিল থাকলেও বক্সা পাহাড়ে তেমন তীব্র ঠান্ডা দেখা যায় না। ফলে আখরোট চাষ নিয়ে চাষিরা আগ্রহ দেখালেও তা কতটা ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। তবে চাষিদের সঙ্গে কথা বলে পরীক্ষামূলকভাবে আখরোট চাষ করা যেতে পারে বলে মনে করছে উদ্যানপালন দপ্তর।

সম্প্রতি কমলা চাষে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে চাষিদের। তারপরে আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে আখরোট চাষকে গুরুত্ব দিতে চাইছেন তাঁরা। কয়েক বছর ধরেই চাষিরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছেন। এমনকি উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের কাছে আখরোট চাষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দাবিও করেছিলেন তাঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলা উদ্যানপালন

দপ্তরের আধিকারিক সুমন কর বলেন, 'আখরোট চাষের অনুকূল পরিবেশ বক্সায় রয়েছে কি না, তা দেখতে হবে। বিশেষ করে তীব্র ঠান্ডা বা চিলিং আওয়ার্স প্রয়োজন। বক্সায় সেই আবহাওয়া তেমন দেখা যায় না। তবে এই বিষয়ে চাষিদের সঙ্গে কথা বলা হবে।'

বক্সা পাহাড়ের আদমা, চুনাভাটি, লেপচাখা, তাসিগাঁও, লামনা সহ একাধিক গ্রামে কমলার বাগান রয়েছে। কমলা চাষে একসময় সাফল্য পেয়েছে বক্সা। এখন আখরোট চাষকে বিকল্প জীবিকা হিসেবে বেছে নিতে চাইছেন চাষিদের অনেকে।


প্রতীকী।



- স্থানীয় চাষিরাও মনে করছেন, কমলা চাষের বিকল্প অর্থকরী ফসল হয়ে উঠতে পারে আখরোট
- বীজের ব্যবস্থা করার কথা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তাদের বলেছেন চাষিরা
- দাবি মেনে বক্সায় আখরোট চাষের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে চাইছে উদ্যানপালন দপ্তর



১৩ হাজার বেতনের কর্মীর বদলিতে চাপ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর : মাসের শেষে হাতে আসে সাড়ে ১৩ হাজার টাকা। সেই টাকাতেই চলে সংসার, সন্তানের পড়াশোনা, বাড়ির সদস্যদের ওষুধপত্র থেকে নিত্যদিনের যাবতীয় খরচ। কোনওরকমে দিন গুজরান হয়। এবার সেই সামান্য আয়ের চাকরিটুকু সামলাতেই নতুন চিন্তা। আচমকা বদলির নির্দেশ এসেছে। যেতে হবে অন্য ডিপোতে। সেখানে কোথায় থাকার জায়গা মিলবে, যাতায়াতের খরচই বা কীভাবে জোগাবেন, পরিবারকে কীভাবে সামলাবেন? এমনই হাজারো প্রশ্নে এখন ঘুম উড়েছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের (এনবিএসটিসি) চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একাংশের।

সংস্থার তিন দফায় প্রকাশিত বদলির তালিকায় ২০০ জনের ওপরে নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে চালক ও কনডাক্টররা রয়েছেন। রায়গঞ্জ ডিপো থেকেই বদলি হয়েছেন প্রায় ১৮ জন। কর্মীদের অভিযোগ, সংস্থার ইতিহাসে একসঙ্গে এত সংখ্যক চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে অন্যত্র বদলির নজির নেই। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে এই তালিকায় কোনও স্থায়ী কর্মীর নাম না থাকা নিয়ে। এমনকি, বছরখানেক আগে অন্য জায়গা থেকে বদলি হয়ে আসা কর্মীদেরও ফের নতুন জায়গায় বদলি করা হয়েছে।

সংস্থার চারটি ডিভিশনের অধীনে রয়েছে ২৯টি ডিপো। সেখানে স্থায়ী কর্মী ৩০২ জন, চুক্তিভিত্তিক কর্মী ১৬৬৪ জন এবং এজেন্সির মাধ্যমে নিযুক্ত কর্মী ৪৪৬ জন। সংস্থার পরিষেবা সচল রাখার ক্ষেত্রে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অথচ তাঁদেরই একাংশের অভিযোগ, বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পরিস্থিতি বিবেচনা করা হয়নি। রায়গঞ্জ ডিপোর কনডাক্টর প্রদীপ দাসের কথাতেই ধরা পড়ছে সেই অসহায়তা। বয়স ৫৯ বছর। কম্পিউটার ও অ্যাকাউন্টসের কাজে দক্ষ হওয়ায় তাঁকে রায়গঞ্জে অ্যাকাউন্টস বিভাগে রাখা হয়েছিল। চাকরির মেয়াদ আর ১৩ মাসও নেই। সম্প্রতি হার্টে স্টেন্ট বসেছে। এই অবস্থায় তাঁকে কনডাক্টর হিসেবে রানাঘাটে বদলি করা হয়েছে। প্রদীপের কথায়, 'সামান্য বেতন পাই। তার উপর শরীরও ভালো নেই। এত দূরে গিয়ে কীভাবে থাকব, বুঝতে পারছি না।' এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা বছরখানেক আগে এক ডিপো থেকে অন্য ডিপোতে বদলি হয়ে এসেছিলেন। ফের তাঁদের নতুন জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

এনবিএসটিসি-তে স্থায়ীরা বহাল, কোপ চুক্তিভিত্তিকদের ঘাড়ে

বদলি নিয়ে ক্ষোভের পাশাপাশি উঠেছে রাজনৈতিক পক্ষপাতের অভিযোগও। ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতেই কি বদলির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে? প্রশ্ন কর্মীদের। যদিও সেই অভিযোগ মানতে নারাজ ভারতীয় মজদুর সংঘের জেলা সম্পাদক তথা রায়গঞ্জ ডিপোর চুক্তিভিত্তিক মেকানিক চঞ্চলচন্দ্র দাস। তাঁর বক্তব্য, 'আমরা এই বদলির তীব্র বিরোধিতা করছি। বদলির ক্ষেত্রে আমাদের মতামত নেওয়া হয়নি। যাঁরা অসুস্থ তাঁদের বদলির বিষয়টি অবশ্যই দেখা হবে। আরও একটি বদলির তালিকা বের হবে।'

নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অশ্বিনী রায়ের অবশ্য দাবি, 'এত বড় বদলির তালিকা আগে হয়নি। দু-একটি বদলি নিয়ে অভিযোগ থাকতে পারে, বাকিগুলি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। তবে কারও ব্যক্তিগত সমস্যা থাকলে তা বিবেচনা করা হবে। নতুন বদলি নীতিও চালু করা হচ্ছে। তাতে কর্মীদের কাজের সুবিধা হবে।'

রাধিকাপুরে ডিআরএম

কালিয়াগঞ্জ ও রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রাধিকাপুর রেলস্টেশন মঙ্গলবার ঘুরে দেখলেন কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম কিরেন্দ্র নাড়া। নির্মীয়মাণ স্টাফ কোয়ার্টার ও লুপলাইনের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন চিনি। ডিআরএম জানান, কাজের গতি দেখতে তিনি প্রতি মাসে একবার রাধিকাপুরে আসেন। রাধিকাপুর থেকে দিল্লি ও বেঙ্গালুরুমুখী ট্রেনে প্যান্ট্রি কারের দাবি নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার আশ্বাস দেন তিনি।

তবে নির্ধারিত কর্মসূচি থাকলেও কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে যাননি ডিআরএম। রায়গঞ্জ স্টেশনেও তাঁর ট্রেন থামেনি। রায়গঞ্জ স্টেশন চত্বরে রেলের নিয়ম অমান্য করে স্থানীয় একটি ক্লাবের কালীপুজো নিয়ে অভিযোগ থাকলেও তিনি সরাসরি কাটিহার ফিরে যান। উত্তর-পূর্ব রেলের ইউজার্স কনসালটেটিভ জোনাল কমিটির সদস্য অঙ্কুশ মৈত্র জানান, তিনি অভিযোগের কথা শুনেছেন।

নতুন স্টেশন ভবন নির্মাণ

টেন্ডার নোটিশ নং ঃ সিপিএম-জিএস-এমএলডি-এসএলটি-২০২৬-১২; তারিখ ঃ ০৮-১১-২০২৬, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ সিপিএম-জিএস-এমএলডি-এসএলটি-২০২৬-১২; কাজের নাম ঃ এবিএসএস -এর অধীনে মুরকংসেলেক, শিলাপাথর ও বেমাজিতে নতুন স্টেশন ভবনের ব্যবস্থা/নির্মাণ। আনুমানিক মূল্য ঃ ৮,২৭,৯৩,৩৩৯.২৩/- টাকা; টেন্ডার বন্ধ ও খোলার তারিখ ও সময় ৩০-১১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিপিএম/জিএস/এমএলডি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির দিকে মানুষের সেবায়

লামডিং মণ্ডলে এসএগুটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৪৪-এলএমজি-২০২৬-২৭ তারিখঃ ০৬-১১-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নামঃ গুয়াহাটি স্টেশন এলাকায় আরএলডিএর দ্বারা সামহিক হল নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএগুটি সম্পদসমূহের স্থানান্তরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৩১,২৮,৩৬১.৩৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬২,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩০-১১-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রগতিতে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার- ৪৮৬, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ) অভিজতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৬। কাজের নাম ঃ "আচারি কলোনি এবং রেল কুঞ্জ/ভাগলপুর স্টাফ কোয়ার্টারগুলোর উন্নয়ন ও মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৯,৮৪,৪৭৪.১৮ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৯৯,৭০০.০০ টাকা। টেন্ডারফিার মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড ঃ সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/অফিস/এমএলডিটি। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-245/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

জরুরি নিয়োগ

আবেদনকারীকে অবশ্যই দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুরের বসবাসকারী হতে হবে।

ড্রাইভার কাম অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রয়োজন (অবিলম্বে)। থাকার সুবিধাসহ ফুলটাইম চাকরি। যোগ্যতা : বয়স : 30+ (35-এর নীচে), অবিবাহিত/বিবাহ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি/ পরিবার থেকে আলাদা, কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ, হিন্দু ও ভদ্রচরণ, অভিজ্ঞতা : SUV ও অটোমেটিক গাড়ি (Toyota Hybrid Hyryder) চালানোর অভিজ্ঞতা, নম্র, ভদ্র ও দায়িত্ববান। বেতন : 14,000/- (ব্যক্তির আচরণের উপর নির্ভরশীল) থাকা, জল, বিদ্যুৎ, গ্যাস ফ্রি। অভিজ্ঞতার কাগজ আনতে হবে। যোগাযোগ : 9735031765. অতি জরুরি নিয়োগ। (C/124425)

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞপ্তি নং. সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: ই-টেন্ডার নং. ঃ এমএলডিটি_ এসএনটি_২৬-২৭_২৯_৩টি, তারিখ ঃ ০৬.১১.২০২৬। কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের অধীনে ০৯টি ব্লক সেকশনে (১৭টি স্টেশন) অবস্থিত ডেলট্রন মেক ইউনিভার্সাল ফেইল-সেফ ব্লক ইন্টারফেস (ইউএফএসবিআই)- এর ২ বছরের জন্য বার্ষিক মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ২৯,৫৬,০৯৮.০০ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৫৯,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ সকাল ১১.০০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা। MLD-243/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৪৮৫, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পোঃ কলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পঃবঃ), অভিজতাসম্পন্ন ও আর্থিকভাবে সচ্ছলতা রয়েছে এমন নামী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং. ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৮৫। কাজের নাম ঃ (ক) "সুলতানগঞ্জে কোয়ার্টারগুলোর মানোন্নয়ন (৩২টি)" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "ভাগলপুর এবং সাহেবগঞ্জে রেলওয়ে হেলথ্ ইউনিটের মানোন্নয়ন" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। (গ) "মির্জাটৌকি স্টেশনে নতুন ইলেকট্রনিক ইন-মোশন ওয়েব্রিজ স্থাপনের প্রস্তাব" সংক্রান্ত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪৬,৫৭,২৫৩.৫৪ টাকা। বায়না মূল্য ঃ ৯৩,২০০.০০ টাকা। টেন্ডারফিার মূল্য ঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.১১.২০২৬ তারিখ থেকে ৩০.১১.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত দুপুর ৩.৩০টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ ওয়েবসাইট - www.ireps.gov.in ও নোটিশ বোর্ড : সিনি.ডিইই(জি)/ইআর/ অফিস/এমএলডিটি । দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেওয়া বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র ভালোভাবে দেখে নেন। কোনো অবস্থাতেই হাতে হাতে জমা করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-244/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway

Eastern Railway Headquarter

ফেস্টিভ্যাল স্পেশাল ট্রেন

উৎসব-২০২৬ চলাকালীন অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে:

ট্রেন নং. ০৩০২৭ হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি ১৮-১১-২০২৬ এবং ২৫-১১-২০২৬ (বুধবার)			ট্রেন নং. ০৩০২৮ নিউ জলপাইগুড়ি থেকে হাওড়া ১৯-১১-২০২৬ এবং ২৬-১১-২০২৬ (বৃহস্পতিবার)	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	২৩:৫০	হাওড়া	০০:১৫	—
০০:৫০	০০:৫২	ব্যান্ডেল	২৩:০৮	২৩:১০
০৬:২০	০৬:৩০	মালদা টাউন	১৭:১০	১৭:২০
০৮:২৫	০৮:২৭	কিশনগঞ্জ	১৩:৫৫	১৩:৫৭
১০:৪৫	—	নিউ জলপাইগুড়ি	—	১২:৪৫

অন্যান্য স্টপেজ ঃ নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ, জঙ্গিপুর রোড, বারসোই এবং আলুয়াবাড়ি রোড।

গঠন ঃ ফার্স্ট ক্লাস কাম এসি টু-টায়ার (একটি), এসি-২ টায়ার (দুটি), এসি-৩ টায়ার (পাঁচটি), স্লিপার ক্লাস (সাতটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (চারটি), এলএসএলআরডি (একটি) এবং এলডব্লিউএলআরএম (একটি) = ২১ টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতির দিকে মানুষের সেবায়

ভাড়া

শিলিগুড়িতে সরকারি কিংবা বেসরকারি অফিসে Maruti Swift গাড়ি ভাড়া দিতে ইচ্ছুক। 98323-82131. (C/124270)

কর্মখালি

কোচবিহার শহরে Personal গাড়ি চালানোর জন্য Driver চাই। যোগাযোগ - 9433249775.

•

English Oriental Academy, An English Medium School Affiliated to C.B.S.E, New Delhi, Hapania, Dafahat, Aurangabad, Murshidabad Affiliation No.- 2430171 Requires 1) PGT - English, Geography, Chemistry, Physics, Economics, Pol. Science. 2) TGT - Hindi. 3) NTT 4) Teacher cum Hostel Warden. Apply with CV through email. Contact:- 6294587954. office.englishoriental@gmail.com Place of Walk-in-Interview:- 8A, Royd St. Esplanade, Taltala, Kolkata, West Bengal - 700016. (C/124271)

ছয়টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচের পুনরুদ্ধার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. M277COACHRENOVATION2627; তারিখঃ 04-11-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নামঃ ছয়(০৬)টি দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ভিন্টেজ কোচকে "এটি যেমন ছিল" তেমন ঐতিহ্যবাহী মর্যাদায় পুনরুদ্ধার করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৭২,৯৯,২৪৯.৭৮ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪৬,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-১১-২০২৬ তারিখের ১১:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিরেক্টর/দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে, কার্শিয়াং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রগতিতে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৮৭২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৮৭৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

For Sale

1. Sale Tata LPT 1112-2024-WB- 73 -H-0609.Ph-035632 96252. (C/124422)

কিডনি চাই

O+ কিডনি চাই 35 বছর বয়সের মধ্যে। স্বহৃদয় পুরুষ বা মহিলা ডোনার চাই। অতিস্বত্বর যোগাযোগ করুন। আমাদের ঠিকানা কোচবিহার। M.No. 8016140555. (C/124421)

অ্যাফিডেভিট

আমি পূরবী দাস, স্বামী সত্যজিৎ মণ্ডল, ঠিকানা বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার এত দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমার সঠিক নাম পূরবী দাস, কিন্তু আমার পাসপোর্ট যাহার নম্বর P6754348 তারিখ 30.12.2016 আমার নাম পূরবী দাস মণ্ডল হিসাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাই গত 04.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে affidavit করে যার No- 44AA 043462 পূরবী দাস মণ্ডল এবং পূরবী দাস একই ও অভিন্ন ব্যক্তি করা হল. (B/S)

•

আমি রীতা ঘোষ, স্বামী অজয় ঘোষ, ৭৭ বছর, নিবাস 17 কালিদাস চক্রবর্তী লেন, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লী, পোঃ রবীন্দ্র সরণী, জেলা জলপাইগুড়ি। আমার স্বামীর PPOতে আমার কন্যার নাম ঋতুপর্ণা ঘোষের বদলে সোমা ঘোষ উল্লেখ আছে। গত 06/11/26 Ld ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে No. 25AC 362781 সোমা ঘোষ এবং ঋতুপর্ণা ঘোষ উভয়েই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হেতু আমার কন্যা হিসাবে পরিচিত হল. (C/124269)

•

আমি Milan Rishi পিতা মৃত Surendra Rishi, মধ্য খাগরাবাড়ি, Ward No. 7 মধ্য খাগরাবাড়ি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি। আমার শিক্ষাগত কাগজপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 4.11.26 তারিখে জলপাইগুড়ি 1st Class Judicial ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 30427) বলে Milan Rishi ও Milan Roy এবং পিতা Surendra Rishi ও Surendra Roy একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইল. (S/C)

হারিয়ে যাচ্ছে খজাগরের 'খন'

সৌরভ রায়

কুশমণ্ডি, ১০ নভেম্বর : একজন গান ধরেছেন, 'ভাশুরও নেহ চরণ সেবার জল / কাঁচো চুলে স্বামী মরা-মন বড় চঞ্চল'। উঁচু হয়ে বসে বাদ্যযন্ত্রীরা সহ বাকিরা দোহার ধরে একই লাইন গাইছেন। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেহট গ্রামের বাসিন্দারা গান শুনে মুগ্ধ হচ্ছেন। এক বিধবা, যাঁর অল্পবয়সে স্বামী মারা গিয়েছেন, তাঁর কথাই উঠে এসেছে খজাগর গানের মাধ্যমে। 'ভাশুর-ভাউশানি' খন পালাগান শুনে বাড়ির কাজ ফেলেই বেরিয়ে এলেন মালতী সরকার।

মালতীর কথায়, 'বছরের এই সময়টাতে খজাগরের দল আসে গ্রামে। গানগুলোর মধ্যে দিয়ে গল্পের বিভিন্ন অংশ এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তোলা হয়, শুনলেই মন ভালো হয়ে যায়।'

একসময় লক্ষ্মীপুজোর পরদিন থেকে পাড়ায় পাড়ায় শোনা যেত খজাগরের গান। দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তেন শিল্পীরা। বাড়ির উঠোনে কিংবা পাড়ার কোনও খোলা জায়গায় বসত গানের আসর। গ্রামবাসীও অপেক্ষা করতেন সেই আসরের জন্য।

সময়ের সঙ্গে বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, কমেছে লোকসংস্কৃতির চর্চা। কুশমণ্ডির এই দলটি বেঁধেছেন কাশীডাঙ্গার ১০-১২ জন শিল্পী সুজিত সরকার। তাঁর সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন বিখ্যাত মুখোশ দলের ঢাকি গণকাহার গ্রামের টুকু সরকার, নিজের হারমোনিয়াম নিয়ে এসেছেন আনন্দ সরকার সহ চুনিয়াকুণ্ডি ও চাপড়া গ্রামের শিল্পীরা। গায়কের সঙ্গে 'ছোকরা' সেজেছেন খোদ দলপতি সুজিত। তিনি জানালেন, এখনও পুরুষরাই মহিলাদের চরিত্রে অভিনয় করেন। এটাকে 'ছোকরা' সাজা বলে।


কোজাগরি শেষে খজাগর দল। কুশমণ্ডিতে।

উত্তরের রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির একটি অন্যতম দিক এই খজাগর। সেই লোকসংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট। শিল্পী জিতেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'আমরা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে এগিয়ে চলেছি ঠিকই। কিন্তু আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অবক্ষয় যে ঘটেছে, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।' তাঁর সংযোজন, '১৫ বছর আগেও দেখতাম প্রায় রোজই নতুন নতুন দল এসে খজাগর গান গেয়ে যেতেন। এখন তো লক্ষ্মীপুজোর পর হয়তো কোনও একদিন একটা দল এল গান শোনাতে।'

একই আক্ষেপ করলেন প্রবীণ খন পালাগান ও রাজবংশী সমাজ গবেষক খুশি সরকারও। তাঁর কথায়, 'নতুন প্রজন্ম নিজের লোকসংস্কৃতিকে ধারণ করতে লজ্জা পাচ্ছে, এটাই হতাশ করেছে আমাকে।' তাঁর আক্ষেপ, রাজবংশী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ এই লোকসংস্কৃতি এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছাবে, তা ভাবতে পারেননি।

সুজিতকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কতদিন ধরে এই খজাগর গান গাইছেন? উত্তর এল, '১৫ বছর ধরে। বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে মানুষের কাছে গিয়ে ১৫ বছর ধরে গান শোনাচ্ছি।' তিনদিন ধরে গান শোনান, আর তিনদিন ধরে চলে টাকা সংগ্রহ। তিনদিনে ছয় থেকে আট হাজার টাকা উঠে যায়।

শেষ সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে একজনের বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আরাধনার পাশাপাশি সামান্য লৌকিক আচার পালনের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় খজাগর। এই আচারের নাম 'খোঁজাখুঁজি ঝালান'।

সামনের বছরও খজাগর দল নিয়ে পাড়ায় বেরোবেন, সেই আশাতেই রয়েছেন সুজিতের দলের লোকজন। তবে কেবল কয়েকজন শিল্পীর উদ্যোগে কতদিন এই ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব, সেই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

আজ

ছটঘাটে সীমান্ত গেটের দাবি

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার চ্যাংরাবান্ধায় ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত ধরলা নদীর ছটঘাট পরিদর্শন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক দধিরাম রায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেখলিগঞ্জের এসডিও লোপসাং তামাং, এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, বিডিও নরেশরাজ রাই, চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনির্মল গুহ, বিএসএফের কোম্পানি কমান্ডার সহ অন্য আধিকারিকরা। আন্তর্জাতিক সীমান্তে অবস্থিত এই ছটঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন বিধায়ক দধিরাম রায়। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি অনুযায়ী ছটঘাট এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার পর সেখানে গেটের দাবি নিয়ে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের আশ্বাস দেন তিনি। প্রসঙ্গত, বিগত দিনে ছটঘাটে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের আক্রমণের নজির রয়েছে।

বিএসএফের নিয়ম অনুযায়ী, সীমান্তের এক কিলোমিটারের মধ্যে একটা গেট হতে পারে। যেহেতু চ্যাংরাবান্ধা বাজার শ্মশানঘাট এলাকায় একটা গেট হচ্ছে, তাই ছটঘাটের গেট হওয়া নিয়ে সমস্যা ছিল। গ্রামবাসীদের আবার শ্মশানঘাট হয়ে ছটঘাটে যেতে সমস্যা হবে বলে দাবি। তাই তাঁরা আর একটি গেটের দাবি করে বিএসএফের কাছে আবেদন করেছিলেন। এদিন বিধায়কের কাছেও সেই দাবি রাখেন গ্রামবাসী। চ্যাংরাবান্ধা ছটপুজো কমিটির পক্ষ থেকে গোলাপ কানুর বক্তব্য, 'দূরদূরান্তের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডালা মাথায় নিয়ে হেঁটে, গন্ডি কেটে ছটঘাটে আসেন ভক্তরা। পুজোর সামগ্রী আনতে হয় ভ্যান বা টোটো করে। বাজার শ্মশানঘাট হয়ে ছটঘাটে আসতে হলে ঘুর পথে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়তে হবে। সেই কারণেই ছটঘাটে একটি বিকল্প গেটের জন্য আমরা দাবি রেখেছি।'

বিধায়ক দধিরাম রায় বলেছেন, 'জনগণের সুবিধায় সীমন্তের এই ছটঘাটের গেটের জন্য প্রয়োজনে বিএসএফের নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের আইজির সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' এদিকে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছটঘাটের নিরাপত্তা নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেতুর আর্জি

নয়ারহাট, ১০ নভেম্বর : এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সেতু নির্মাণের আর্জি। মাধ্যম, শীতলকুচির বিধায়ক। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গিলাডাঙ্গা ও মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ির মাঝে জলঢাকা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের দাবি দীর্ঘদিনের। দেড় দশক আগে সরকার বদলালেও মানুষের দাবি গুরুত্ব পায়নি। মঙ্গলবার বিধায়ক সাবিত্রী বর্মনের মাধ্যমে এই আর্জি জানানোর পর নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছেন সেতু নির্মাণ উদ্যোগ কমিটির সদস্যরা। কমিটির সভাপতি শ্যামল বর্মন, যোগেন লস্কর এবং মনোজ বর্মন বিধায়কের সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র তুলে দেন। বিধায়কও দিয়েছেন আশ্বাস। তাঁর কথা, 'সাধারণ মানুষের স্বার্থে জলঢাকা নদীর তপসিতলা ঘাটে অনেক আগেই সেতু নির্মাণ করা উচিত ছিল। এর আগের কোনও সরকার বাসিন্দাদের দাবিকে মান্যতা দেয়নি।' বিধায়কের সংযোজন, 'আমি নিজেও সেতু নির্মাণের দাবির বিষয়টি আগে বিধানসভায় পেশ করেছি। এদিনের বিষয়টিও মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব।'

জলঢাকা নদীর সংশ্লিষ্ট এলাকায় সেতু নির্মাণের দাবিতে দুই প্রান্তের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে জোট বেঁধে আন্দোলন করে আসছেন। নতুন সরকারের আমলে তেমন কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় সেই আন্দোলন আরও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। শীতলকুচির বিধায়ক কিছুদিন আগে বিধানসভায় দাবির বিষয়টি পেশ করার পরপরই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শনে এসেছিলেন। এবার এলাকাবাসীর তরফে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে লিখিত আর্জি জানানো হল।

বিতর্ক ও নতুন ভাবনার মধ্যে শুরু রাসমেলার আয়োজন



কোচবিহারের সাগরদিঘি।

মেলায় আরতি সাগরদিঘিতে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : একদিন বা দু'দিন নয়। রাসমেলার সময় একটানা ১৫ দিন ধরে সাগরদিঘিতে আরতি হবে। মঙ্গলবার আসন্ন রাসমেলার প্রস্তুতি নিয়ে জেলা শাসকের দপ্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকের পর এই কথা জানালেন বিধানসভার স্পিকার তথা কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্র বসু। পাশাপাশি এদিন তিনি জানিয়েছেন, এবিএন শীল কলেজের মাঠে সার্কাস ও জেনকিন্স স্কুলের মাঠে এক্সপো হওয়ার কথা থাকলেও বিভিন্ন কারণে সেখানে সেগুলি করা হচ্ছে না। এছাড়াও রাসমেলায় এবার আর কী কী হতে চলেছে, সেই নিয়ে একগুচ্ছ সিদ্ধান্তের কথা জানান তিনি। এছাড়া রাসমেলার স্বার্থে রাজ্য সরকারের তরফে কয়েক কোটি টাকা মেলার আশ্বাসও নাকি পাওয়া গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাসমেলায় আরতি হওয়ায় তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই মনে করছে প্রশাসন। এছাড়া জানা গিয়েছে, মেলায় এবার ড্রোন শো হবে। আবার কোচবিহারের যেসব বাসিন্দা এখন বাইরে রয়েছেন, তাঁদের মেলায় নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রশাসন উদ্যোগ নেবে। মোবাইল নম্বর, সোশ্যাল মিডিয়া ও ই-মেল মারফত প্রশাসন যোগাযোগ করে মেলাতে আসার জন্য তাঁদের আমন্ত্রণ জানাবে।

কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা নিয়ে এদিন জেলা শাসকের দপ্তরে প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। স্পিকার ছাড়াও সেখানে ছিলেন নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতী রাভা, জেলা শাসক জিতিন যাদব সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মালতী বলেন, 'রাসমেলায় আয়োজন করা হবে গৌরীমেলা। সেখানে প্রায় ৫৫টি স্টল থাকবে। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দোকান বসবে সেখানে।' এছাড়া মেলার আধুনিকীকরণ করতে রাসমেলায় যা যা ঘটবে, সে সব কিছুর আপডেট অনলাইনে দেওয়া হবে। পাশাপাশি রাসমেলায় প্রেস কর্নার থাকবে। সেখানেও মেলায় ঘটা বিভিন্ন বিষয় সংবাদমাধ্যমকে জানানো হবে।

অন্যদিকে মেলার ক'দিন শহরের সমস্ত হেরিটেজ ভবনকে আলো দিয়ে সাজানো হবে। মেলায় সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া রাসমেলার একটি ওয়েবসাইটও তৈরি হবে। পাশাপাশি আগামী বছর রাসমেলা যাতে আরও ভালোভাবে আয়োজন করা যায়, সে কারণে এবার মেলা থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করবে প্রশাসন। মেলায় একটি প্রদর্শনীর আয়োজনের কথাও বলা হয়। রথীন্দ্র বলেন, 'আমরা বিভিন্ন পর্যটন এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করছি, যাতে বাইরে থেকে মেলা দেখতে আসা পর্যটকদের মেলা দেখার পাশাপাশি পর্যটন প্যাকেজের মধ্যে কোচবিহারের পর্যটনস্থলগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয়, সেই চেষ্টাও আমরা করছি।' তাঁর কথায়, মেলাকে আরও সুন্দর করার পাশাপাশি ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন মাধ্যমে রাসমেলাকে বিশ্বের দরবারে ভালোভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হবে।

১৬ লক্ষ বকেয়া নিয়ে প্রস্তুতি

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : গতবার রাসমেলার মাঠের একাংশ লিজ নেওয়া এজেন্সি বিরাট অঙ্কের টাকা মেটায়নি। পুরসভার আয়ে পড়েছে কোপ। সেই ধাক্কা নিয়েই শুরু হল এবারের রাসমেলার প্রস্তুতি। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় রয়েছে। অথচ গত বছরের রাসমেলার বকেয়া ১৬ লক্ষ টাকা এখনও পুরসভাকে দেয়নি মাঠের একাংশের টেন্ডার নেওয়া একটি এজেন্সি। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, ওই এজেন্সিকে বারবার টাকা মেটাতে বলা হয়েছে। তবে এখনও সমস্যা মেটানো যায়নি। এব্যাপারে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা।

জানা গিয়েছে, রাসমেলার মাঠের কিছুটা অংশে স্টল বসানোর জন্য টেন্ডার ডেকে লিজ দেওয়া হয়। নাগরদোলা এবং বন্দুক ফাটানোর খেলার স্টলগুলি যে লাইন বরাবর বসে সেখানকার স্টলের হিসাব হয় সেইমতোই। গত বছর নাগরদোলার দিকের মাঠ লিজ নিয়েছিল ওই এজেন্সি। ১৬ লক্ষ টাকা বকেয়া রেখেছে তারাই। পুরসভার তরফে বহুবার ওই এজেন্সিকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। এমনকি পুরসভায় প্রশাসক বসার পর আবারও নতুন করে নোটিশ পাঠানো হয়। পুর প্রশাসক তথা সদর মহকুমা শাসক গোবিন্দ নন্দী বলেন, 'নোটিশ দেওয়া ছাড়াও ওই এজেন্সিকে হিয়ারিংয়েও ডাকা হয়। তখন এজেন্সির তরফে বলা হয়েছিল, এবছরের রাসমেলার আগেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু তা হয়নি।'

পুরসভার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এবার ওই এজেন্সি বকেয়া না মেটালে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে প্রশ্ন উঠছে, বারবার নোটিশ পাঠানোর পরেও কাজ না হওয়ায় এতদিন কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না? এমনিতেই টোল ও কয়েক জায়গায় পার্কিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পুরসভার আয়ের পথ অনেকটাই কমেছে। তার ওপর এই হারে বকেয়া পড়ে থাকলে সমস্যা আরও বাড়বে বলেই পুরসভার অন্দরে গুঞ্জন। এই অবস্থায় ওই এজেন্সির থেকে টাকা আদায়ে পুরসভার তৎপরতা প্রয়োজন বলেই মনে করা হচ্ছে। এর আগে এব্যাপারে পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেছিলেন, 'চুক্তি অনুযায়ী ওই এজেন্সি আমাদের দুটি কিস্তি দিয়েছিল। আরেকটি কিস্তি বাকি ছিল। তারপর তা দিয়েছে কি না আমার জানা নেই।' পরবর্তীতে চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা জানান, তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরেই নির্বাচন



কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা। -ফাইল চিত্র

> **নোটিশ দেওয়া ছাড়াও ওই এজেন্সিকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়। তখন বলা হয়েছিল, এবছরের রাসমেলার আগেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হবে।**
>
> **গোবিন্দ নন্দী** পুর প্রশাসক

শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও বোর্ড মিটিংয়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। ফিন্যান্স অফিসারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। তেমন হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অথচ তথ্য বলছে, তার কিছুই হয়নি। এতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও কেন ওই এজেন্সির বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হল না, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি পুর কর্তৃপক্ষ। ফলে বিরোধীরা কটাক্ষ শানাচ্ছে।

এ বিষয়ে সিপিএম জেলা কমিটির সদস্য মহানন্দ সাহা বলেন, 'পুরসভা কার স্বার্থে এই এজেন্সিকে আড়াল করছে? প্রতিবছর রাসমেলার সময় পুরসভার টেন্ডার দুর্নীতির কথা উঠে আসে। এবছরটা কিছুটা অন্যরকম হবে আশা করা গিয়েছিল। সাধারণ মানুষের করের ১৬ লক্ষ টাকা বকেয়া রেখে আবার তাকেই কাজ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে না তো? অবিলম্বে টাকা আদায় করে ওই এজেন্সিকে কালো তালিকাভুক্ত করা উচিত। পুরসভার এই নরম মনোভাব দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দিচ্ছে।'

এবার দূষণ কম, দাবি শংকরের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : কালীপুজোর দিনকয়েক আগে থেকে শিলিগুড়ি শহর ও সংলগ্ন এলাকায় দেদার বাজি ফাটায় আতঙ্কে দিন কেটেছে সচেতন নাগরিকদের। চায়ের ঠেক থেকে সমাজমাধ্যমের ওয়ালে চোখ-কান পাতলে সেই আভাস কিছুটা মিলছে। বিশেষ করে পুজো ও তার পরদিন লাগাতার শব্দ এবং নিষিদ্ধ আতশবাজি ফাটানোয় ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল চারপাশ।

প্রায় প্রত্যেকেরই দাবি, এবার শিলিগুড়িতে রেকর্ড পরিমাণ শব্দবাজি ফাটানো হচ্ছে। সোমবার সারারাত সূর্যনগর মাঠ, শক্তিগড়, প্রধাননগর, সুভাষপল্লির একাংশে দেদারে বিকট শব্দ শোনা গিয়েছে।

যদিও শহরের বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের দাবি, 'অন্যবারের তুলনায় এবার শব্দবাজির দাপট কম।' তিনি দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য দেখিয়ে দাবি করেন, বিগত বছরগুলির তুলনায় এবছর শিলিগুড়ির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) অনেকটাই কম ঝুঁকিপূর্ণ। কোথা থেকে কীভাবে শব্দবাজি এলে, ইংরেজি নববর্ষে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। শংকরের সঙ্গে অবশ্য একমত নন পরিবেশপ্রেমী, শহরবাসীর বড় অংশ।

পরিবেশপ্রেমী অভিযান সাহার বক্তব্য, 'এবার দেদারে শব্দবাজি ফাটছে। কোথাও পুলিশ বা পরিবেশ দপ্তরের লোকজনকে বাধা দিতে দেখিনি। আমাদের তো সমস্যা হচ্ছেই, পশুপাখির কথা একবার ভাবুন। ওদের অবস্থা তো আরও ভয়ংকর।' তাঁর দাবি, 'শহর থেকে শ্যামাপোকা উধাও হয়ে গিয়েছে। সেই ইস্যুতে কেউ কথা বলে না।' শিলিগুড়ি কলেজের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায়ের মতেও, বাজি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারকে আরও কড়া পদক্ষেপ করতে হবে।

মন্ত্রী শংকর মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের সামনে জানান, ২০২১ সালের ৪ নভেম্বর কালীপুজোর দিন গড় একিউআই ছিল ১৩০। ৮ নভেম্বর ২০২৬ কালীপুজোর দিন গড় একিউআই ছিল ৮৩। এছাড়া, শব্দ দূষণ প্রসঙ্গে তাঁর দাবি, ২০২২ সালের ২৪ অক্টোবর কালীপুজোর দিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত ১২০-১২৪ ডেসিবল ছিল শব্দের মাত্রা। অন্যদিকে, ২০২৬ সালের ৮ নভেম্বর পুজোর দিন একই সময়ে মাত্রা ছিল ১০৭-১১০।

শিলিগুড়ির বিধায়কের কথায়, 'প্রশাসনের উদ্যোগ আর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির আবেদন সত্ত্বেও বাজি ফেটেছে। বয়স্ক, অবোলা জীবদের সমস্যা হচ্ছে। তবে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও শব্দবাজি ফাটানো ১০০ শতাংশ বন্ধ করা সম্ভব নয়।' এরপরই তিনি বলেন, 'সামনে ইংরেজি বর্ষবরণ। বছরভর শব্দবাজি ফাটে। আগামীতে যেন এই ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তা নিয়ে দ্রুত পুলিশ ও পরিবেশ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।'

শিলিগুড়িতে দূষণ পরিমাপক যন্ত্রের খোঁজ করতে গিয়ে প্রথমেই ধাক্কা লাগে। পুরনিগমে যে যন্ত্রটি একসময় বসানো ছিল, তা এখন আর নেই। অন্যদিকে, নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তরফে এক আধিকারিক বাবুপাড়ায় একটি যন্ত্র বসানো রয়েছে বলে দাবি করলেও এদিন সেখানে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়নি।

অভিযোগ

দিনহাটা, ১০ নভেম্বর : দিনহাটা-২ ব্লকের নাজিরহাট এলাকায় এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে মারধরের অভিযোগ উঠল এক বিজেপি কর্মীর বিরুদ্ধে। পালটা ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের বিরুদ্ধেও মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিশাল বর্মন নামে সিভিক ভলান্টিয়ার। তাঁর কথায়, 'প্রশান্ত সিংহ নামে এক বিজেপি কর্মীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির শুরু। এরপর আমার বাড়িতে এসে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় গালিগালাজ করে। আমার বৃদ্ধ বাবাকেও মারধর করে।'

এদিকে প্রশান্তর পালটা অভিযোগ, 'বিশালই আমাকে প্রথম গালিগালাজ ও মারধর করে। তবে কে ওর বাবাকে ধাক্কা দিয়েছে আমি জানি না। আমার বিরুদ্ধে মারধরের যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যে।' ঘটনায় ইতিমধ্যে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উৎসবের রাতে দুর্ঘটনা কাড়ল দুই প্রাণ

মাথাভাঙ্গা, ১০ নভেম্বর : চারদিকে যখন উৎসবের রোশনাই, তখন এক লহমায় সব আলো নিভে গেল পশ্চিম বাইশগুড়ি গ্রামে। সোমবার রাতের এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা কেড়ে নিল গ্রামের দুই তরতাজা প্রাণ। দুটি বাইক এবং একটি সাইকেলের সংঘর্ষে মৃত্যু হল জয় দে (২৭) এবং বিশ্বনাথ সাহার (৫৬)। গত শুক্রবারই শহরের ময়নাতলি মোড়ে বাইক দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই, পঞ্চানন মোড়ে এই জোড়া মৃত্যুতে ট্রাফিক পুলিশের নজরদারিও মানুষের প্রশ্নের কাঠগড়ায়।

মঙ্গলবার গ্রামের শ্মশানে যখন জয় এবং বিশ্বনাথের নিথর দেহ পৌঁছায়, তখন গোটা গ্রাম যেন ভেঙে পড়েছিল সেখানে। সাতাশ বছরের ছেলেকে অকালে হারিয়ে বাবা ঝুনু দে'র চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে, তিনি বাকরুদ্ধ। অন্যদিকে, স্বামী বিশ্বনাথ সাহাকে হারিয়ে কান্না থামছে না স্ত্রী টুটুমণি সাহার। ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'ওই রাস্তাটিতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে বলে আমি বারবার সাবধানে চলাফেরা করতে বলেছিলাম। ও সাইকেল নিয়ে সাবধানেই যাতায়াত করত, কিন্তু এক নিমেষেই আমার সব শেষ হয়ে গেল!'

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে এলংমারি থেকে মোটরবাইক ও সাইকেলের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইক থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন চালক জয় ও আরোহী লিটন। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি সাইকেলের পিছনে থাকা আরও একটি মোটরবাইকে সজোরে ধাক্কা মারে। সেই বাইকে ছিলেন রাজীব দাস ও বাবলু সিং। তাঁরাও ছিটকে পড়েন রাস্তায়।





মৃত বিশ্বনাথ সাহা ও জয় দে (নীচে)।

রক্তাক্ত অবস্থায় পাঁচজনকেই উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান স্থানীয়রা। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পরেই জয়কে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। গুরুতর জখম বিশ্বনাথবাবুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। কোচবিহার নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। আহত লিটন, রাজীব ও বাবলু বর্তমানে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মাথাভাঙ্গা থানা জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে পুলিশের খাতায় এটি নিছক দুর্ঘটনা হলেও, উৎসবের আবহে প্রিয়জন হারানোর এই শূন্যতা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না পশ্চিম বাইশগুড়ি গ্রাম।

পুকুরে এখনও প্রতিমার কাঠামো

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

কুচলিবাড়ি, ১০ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা একটি গ্রাম। দুর্গাপুজোর বিসর্জন এবং ছটপুজোর জন্য এই এলাকার বাসিন্দারা উপনচৌকি হাইস্কুলের বিপরীতে থাকা স্কুলের পুকুরটি ব্যবহার করেন। এবারও ওই পুকুরে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয়েছে। কিন্তু পুজো শেষ হওয়ার প্রায় এক মাস পরেও প্রতিমার কাঠামোগুলো পুকুর থেকে তোলা হয়নি। এর ফলে পুকুরের জল দূষিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পুজোর এতদিন পরেও প্রতিমার কাঠামো পুকুর থেকে না তোলার ফলে দৃশ্য দূষণ হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। সামনেই ছটপুজো। ছটব্রতীদের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পুকুর থেকে প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলার ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

এ প্রসঙ্গে উপনচৌকি হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিপুল বর্মন বলেন, 'বিদ্যালয়ের পুকুরটি মাছ চাষের জন্য এলাকার একটি সংস্থাকে লিজে দেওয়া হয়েছে। এখন স্কুল বন্ধ, তাই বিষয়টি আমার জানা ছিল না। স্কুল খোলার পর এই বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতে জানাব।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা উপনচৌকি হাইস্কুলের প্রাক্তনী গৌতম রায় বলেন, 'পুকুরটি স্কুলের সম্পত্তি। স্থানীয় মানুষও পুকুরটি ব্যবহার করেন। পুজো শেষ হওয়ার পর প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। এখনও পুকুরে প্রতিমার কাঠামো পড়ে থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক। এর ফলে জল এবং পরিবেশ দূষিত হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা চাই দ্রুত এই কাঠামোগুলো জল থেকে তুলে ফেলা হোক। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কেশরীমোহন রায় বলেন, 'বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।' স্থানীয় বাসিন্দা অনুভব দত্তর কথা, 'স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য পুকুরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সামনেই ছটপুজো। অনেক পুণ্যার্থী এই পুকুরের ধারে ছটপুজো করবেন। ছটের আগে পুকুর থেকে প্রতিমার কাঠামো তুলে ফেলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।'



উপনচৌকি হাইস্কুলের বিপরীতে থাকা পুকুরটি থেকে সরানো হয়নি প্রতিমা।

JIS COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES

JISCOVAS MOGRA | WB

JIS GROUP Educational Initiatives

FIRST EVER SELF-FINANCED VETERINARY COLLEGE IN WEST BENGAL

ADMISSIONS OPEN 2026-2027

AFFILIATED TO:
WEST BENGAL UNIVERSITY OF ANIMAL & FISHERY SCIENCES, KOLKATA
APPROVED BY:
ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF WEST BENGAL
RECOGNISED BY:
VETERINARY COUNCIL OF INDIA UNDER DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING, MINISTRY OF FAHD, GOVERNMENT OF INDIA.

COURSE: BACHELOR OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL HUSBANDRY (BVSc & AH) DEGREE COURSE

DURATION: 5&1/2 YEARS including One Year Internship

Intake: 80 Seats

ELIGIBILITY:

- INDIAN STUDENT THRO' NEET RANK ONLY WITH 50% MARKS IN PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY OR BIOTECHNOLOGY AND ENGLISH IN HS/12th EXAM.
- NRI & FOREIGN STUDENTS CAN APPLY AS PER RULE.

81700 08553 | 93309 06153

APPLY NOW info.jiscovas@jisgroup.org

Mogra, Hooghly. 712148.



পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সুখবিহার।। *মিরিক লেকে ছবিটি তুলেছেন গঙ্গারামপুরের দীপক অধিকারী।*

মোয়ামারিতে দাদা খুনের পুনর্নির্মাণ

জমি নাকি পরকীয়া চর্চা কারণ নিয়ে

শিবশংকর সূত্রধর ও রূপক রায়

কোচবিহার ও দেওয়ানহাট, ১০ নভেম্বর: দেওয়ানহাটে ভাইয়ের হাতে দাদার খুনের ঘটনার মূল অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করাল পুলিশ। মঙ্গলবার মূল অভিযুক্ত ধীরেন বাদ্যকরকে নিয়ে পুলিশ এলাকায় যেতেই প্রতিবেশীরা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। শিলনোড়া দিয়ে সেদিন রাতে কীভাবে দাদা নৃপেন বাদ্যকরের মাথায় আঘাত করেছিলেন, সেটা ধীরেন অভিনয় করে দেখান। ঘটনাস্থল থেকে লুকিয়ে রাখা সেই শিলনোড়াটি উদ্ধার করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। রক্তের নমুনাও সংগ্রহ করা হয়। পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'খুনের ঘটনায় এর আগেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন মূল অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলে নিয়ে এসে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হল।'

কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাটের মোয়ামারি এলাকায় গত ৭ নভেম্বর রাতে খুন হন নৃপেন। অভিযোগের তির তাঁর ভাই ধীরেনের দিকে। নৃপেনের খুনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে সেদিনই ধীরেন, নৃপেনের আরেক ভাই জিতেন বাদ্যকর এবং জিতেনের স্ত্রী সরস্বতী বাদ্যকরকে গ্রেপ্তার করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

খুনের কারণ হিসেবে উঠে আসে দুটি তত্ত্ব, জমি নিয়ে বিবাদ এবং পরকীয়া। নৃপেন এবং ধীরেন আবাস যোজনার অধীনে ঘর পেয়েছিলেন। আলাদা জায়গা না থাকায় একই জমিতে পাশাপাশি দুটি ঘর বানানো হয়। এই জমির দখল নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে বিবাদ চরমে ওঠে বলে খবর স্থানীয় সূত্রে। পরকীয়ার কারণেও এই খুন হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগে মাঝেমাঝেই বাড়িতে অশান্তি হত বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। নৃপেনের পরকীয়ায় জড়িয়ে থাকার সন্দেহে তিন মাস আগে তাঁর স্ত্রী সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছেন। খুন প্রসঙ্গে মৃতের স্ত্রী নমিতা বাদ্যকর বলেন, 'দোষীদের কঠোর এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

অন্যান্য দিন ওই বাড়ি থেকে চিৎকার শোনা গেলেও, খুনের সময় অর্থাৎ শনিবার রাতে সেরকম কোনও আওয়াজ পাননি বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের পর পুলিশ কার্যত নিশ্চিত হয়, ভারী কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করে নৃপেনকে খুন করা হয়েছিল। এদিন দুপুরে কোতোয়ালি থানার এসআই রাজীব ভাগলের নেতৃত্বে পুলিশকর্মীরা ধীরেনকে নিয়ে এলাকায় প্রবেশ করতেই স্থানীয়রা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। কয়েকজন অভিযুক্তকে মারতে উদ্যত হন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয় বাসিন্দা বাপ্পা বাদ্যকর বলেছেন, 'এরকম ঘটনা ঘটায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। অভিযুক্তদের কঠিন শাস্তি হওয়া উচিত।'

এদিন ওই বাড়ি থেকে তদন্তকারীরা কয়েকটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃত নৃপেন বাদ্যকর শীতলকুচিতে বাদ্যযন্ত্র তৈরির কাজ করতেন। ঘটনার দিন বাড়িতে এসেছিলেন। তবে কী কারণে এই খুন, তা এখনও রহস্যে মোড়া।

মৃতের শ্যালক রঞ্জিত বাদ্যকরের বক্তব্য, 'শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে প্রায় তিন মাস ধরে দিদি তাঁর সন্তানদের নিয়ে আমাদের বাড়িতে থাকছে। শ্বশুরবাড়িতে এলে দিদিকে মেরে ফেলা হবে বলে হুমকি দেওয়া হত।'



ধীরেন বাদ্যকরকে নিয়ে খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ পুলিশের। মঙ্গলবার।

বসে আঁকো

ফুলবাড়ি, ১০ নভেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি নবীন সংঘের ৫৩তম বর্ষের কালীপুজো উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ক্লাব প্রাঙ্গণে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ছিল। ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এলাকার পড়ুয়ারা অংশ নেয়। ক্লাবের সম্পাদক টোটন দত্ত জানান, মোট ৬২ জন প্রতিযোগী এই আসরে অংশ নেয়। কালীপুজোর আয়োজন ঘিরে ক্লাবের এই উদ্যোগে উৎসাহ দেখা যায়।

স্বাস্থ্য শিবির

দেওয়ানহাট, ১০ নভেম্বর : জেলা স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্ট ও বজরংবলী সেবা ও শিক্ষা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেওয়ানহাট বাজার বড়বাসা চত্বরে চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার আয়োজিত এই শিবিরে প্রায় ১০০ জন সাধারণ মানুষের চোখ ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা শিবিরে এসে পরিষেবা নেন।

ঘাটে বিধায়ক

মেখলিগঞ্জ, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতু সংলগ্ন তিস্তা নদীর পাড়ে ছটঘাট পরিদর্শন করেন বিধায়ক দধিরাম রায়। ছটপুজোর আয়োজন কীভাবে পরিচালিত হবে, তা খতিয়ে দেখেন তিনি। পাশাপাশি ঘাটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়েও পরিদর্শনে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে জানা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল, ছটপুজো কমিটির সভাপতি গোপালপ্রসাদ সাহা সহ পুলিশের আধিকারিকরা।

কম্বল বিলি

পারডুবি, ১০ নভেম্বর : কালীপুজো উপলক্ষ্যে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি পঞ্চায়েতের এগারোমাইল আসামটারি এলাকায় জোনাকী সংঘের উদ্যোগে প্রায় ১০০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পারডুবি পঞ্চায়েতের প্রধান অক্ষয় বর্মন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরবিন্দু বিশ্বাস, সমাজসেবী প্রতাপ সরকার প্রমুখ।

পুরভোটের আগে ছন্নছাড়া তৃণমূল

লড়তে নারাজ অপর্ণা-সাবির

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১০ নভেম্বর : বছর ঘুরতেই পুরভোটের সম্ভাবনা। সেকথা মাথায় রেখে এখন থেকেই সংগঠন গোছাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসকদল বিজেপি। পিছিয়ে নেই বিরোধী সিপিএম ও কংগ্রেসও। ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই লড়ছে তারাও। কিন্তু দিনহাটার পুর বোর্ড তৃণমূলের দখলে থাকলেও কালীঘাট বা ঋতব্রত, কোনও শিবিরেই তেমন কোনও হেলদোল নজরে আসছে না। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের দুই শিবিরেই নীচুতলার কর্মীদের মনোবল তলানিতে ঠেকেছে। সেকারণে আগামী দিনহাটা পুরভোটে বর্তমান চেয়ারপার্সন, ভাইস চেয়ারম্যান লড়তে চাইছেন না। একই অবস্থান একাধিক কাউন্সিলারের। পুরসভার চেয়ারপার্সন অপর্ণা দে নন্দীর কথায়, 'ভোটে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই।'

দিনহাটায় কার্যত ছন্নছাড়া দুই তৃণমূল শিবিরই। আবার অনেক তৃণমূল কাউন্সিলার বিজেপি শিবিরে নাম লেখানোর জন্য অপেক্ষা করে আছেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁদের অনীহার কারণ হিসেবে মাথার ওপর দলের কোনও নেতা না থাকার মতো বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসছেন কাউন্সিলাররা। এমনকি তৃণমূলের কোন শিবিরে কে থাকবেন, তা নিয়েও দোটানায় রয়েছেন অনেক।

ভাইস চেয়ারম্যান তথা উদয়নের বিশ্বস্ত সঙ্গীদের একজন সাবির সাহা চৌধুরীও ভোটে দাঁড়াবেন না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। সাবিরের বক্তব্য, 'বর্তমানে দিনহাটায় কোনও সংগঠন নেই। যেখানে সঠিক নেতৃত্ব নেই, সেখানে কাদের ভরসায় লড়ব।'

তবে শুধু চেয়ারপার্সন বা ভাইস চেয়ারম্যানই নন, ভোটে দাঁড়াতে অনীহা একাধিক কাউন্সিলারেরও। দিনহাটা পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম সরকারের কথায়, 'এখনও সাংগঠনিক স্তরে কোনও আলোচনা হয়নি। তবে দাঁড়ানোর সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বাবলু সাহার বক্তব্য, 'ভোটে দাঁড়ানোর কোনও ইচ্ছে নেই।' ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রমেন বর্মনও বলছেন, 'এখনও এবিষয়ে কিছু ভাবিনি।'

একসময় বাম দুর্গ হিসেবে পরিচিত ছিল দিনহাটা। তবে ২০১৫ সালে উদয়ন গুহ তৃণমূলে যাওয়ার পর পুরসভা বকলমে তৃণমূল হাতে চলে যায়। এরপর দু'বছর প্রশাসক দিয়ে চলার পর ২০২২ সালে পুরভোট হয়। সেবছর উদয়নের দাপটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৬টি ওয়ার্ডেই তৃণমূল কংগ্রেস জয়লাভ করে। পুর বোর্ড গঠন হলে চেয়ারম্যান হন গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। এরপর পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান দুর্নীতির দায় নিয়ে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেন গৌরীশংকর। নতুন চেয়ারপার্সন হন অপর্ণা দে নন্দী। যদিও ২০২৭-এর পুরভোট নিয়ে বর্তমান দিনহাটা পুর বোর্ডের সদস্যদের সেরকম কোনও উৎসাহ নেই বললেই চলে।

যদিও এবিষয়ে সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের কটাক্ষ, 'আগের যে পুর বোর্ড তা তো পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। তাই কোন মুখে ভোটে লড়বে। তাদের তো ওয়ার্ডের অধিকাংশই মানুষই চেনেন না।'

বিজেপির শহর মণ্ডল সভাপতি বিদ্যুৎ মজুমদারের কথায়, 'কে কোথায় দাঁড়াবে তা দল ঠিক করবে। এবিষয়ে বলার কিছু নেই। তবে পুর এলাকায় মূলত আমরা সংগঠনে জোর দিচ্ছি।'



- ২০২২' এর পুরভোটে বিনা প্রতিদ্বিন্দ্বতায় ১৬টি ওয়ার্ডেই জেতে তৃণমূল
- পুর বোর্ড গঠন হলে চেয়ারম্যান হন গৌরীশংকর মাহেশ্বরী
- তবে পুরসভার বিল্ডিং প্ল্যান দুর্নীতির দায় নিয়ে চেয়ারম্যান পদ ছেড়ে দেন গৌরীশংকর, নতুন চেয়ারপার্সন হন অপর্ণা

কে কোথায় দাঁড়াবেন তা দল ঠিক করবে। এবিষয়ে আমার বলার কিছু নেই। তবে পুর এলাকায় মূলত আমরা সংগঠনে জোর দিচ্ছি।

বিদ্যুৎ মজুমদার
দিনহাটা শহর মণ্ডল সভাপতি বিজেপি



হলদিবাড়ি বাজারের চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের অভিযান।

চিনির দর নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ

হলদিবাড়ি, ১০ নভেম্বর : চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে বড়সড়ো পদক্ষেপ করল হলদিবাড়ি ব্লক প্রশাসন। মঙ্গলবার হলদিবাড়ি বাজার সহ ব্লকের বিভিন্ন হাটে বিশেষ যৌথ অভিযান চালানো হয়। এদিনের এই বিশেষ অভিযানে শামিল হন হলদিবাড়ির বিডিও মৃত্যুঞ্জয় দত্ত, হলদিবাড়ি থানার আইসি সুকমল ঘোষ সহ খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা।

সম্প্রতি খোলা বাজারে চিনির অতিরিক্ত দাম নিয়ে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে আমজনতার। এই পরিস্থিতিতে কালোবাজারি ও ফড়েদের কারসাজি রুখতে এদিন হলদিবাড়ি পুলিশ, খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক ও ব্লক প্রশাসন যৌথ অভিযান চালাল। হলদিবাড়ির একটি নামকরা বহুজাতিক সংস্থার স্টোর পরিদর্শন করেন আধিকারিকরা। সেই স্টোরে প্রতি কিলোগ্রাম চিনি ৬৭ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছিল। খোলা বাজারে চিনির দাম যেখানে ৬০ থেকে ৬২ টাকা সেখানে কেন অতিরিক্ত দামে চিনি বিক্রি হচ্ছে, জানতে চাওয়া হয়। এরপর দলটি হলদিবাড়ি বাজারের বিভিন্ন বড় পাইকারি ও খুচরো দোকানে হানা দেয়।

ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে, চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই অভিযান। আগামীতেও এরকম অভিযান চলবে। বেআইনিভাবে পণ্য মজুত করে কৃত্রিম সংকট তৈরির চেষ্টার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পড়ে মদের বোতল, গর্ভনিরোধক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার বেলা তখন সাড়ে ৩টে। রায়গঞ্জের কুলিক বনাঞ্চলে গিয়ে দেখা গেল যত্রতত্র মদের বোতল, গর্ভনিরোধক ছড়িয়ে। বনাঞ্চল সংলগ্ন মণিপাড়া পার্কেও একই ছবি। রীতিমতো গা ঘিনঘিনে একটি পরিস্থিতি। বনাঞ্চলের যে অংশটি এই পার্ককে জড়িয়ে রয়েছে, ওই সময়ই সেখানে বেশ কয়েকজনকে প্রকাশ্যে মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করতে দেখা গেল। সেখান থেকে সামান্য দূরে শিয়ালমণি ফরেস্টেও একই ঘটনার অ্যাকশন-রিপ্লে। এই বনাঞ্চলের দেখাশোনা করার জন্য বনকর্মীরা রয়েছেন। কিন্তু এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে কুলিক বনাঞ্চল ঘুরলেও কারও দেখা মেলেনি।

এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ পক্ষীনিবাস হিসেবে পরিচিত রায়গঞ্জের কুলিক বনাঞ্চল ও সংলগ্ন পার্কগুলির নিরাপত্তার দিকে এখন সবার নজর। রায়গঞ্জের এক কিশোরী গত ৩ নভেম্বর বিকেলে সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকদের দাবি, অভিযুক্ত দিলীপ রায় তাকে রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পার্ক, ইকো পার্ক, কুলিক পক্ষীনিবাস সহ একাধিক জায়গায় নিয়ে যান। পরে কুলিক ফরেস্টের গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ ও খুন করেন।

৫ নভেম্বর জঙ্গল থেকে কিশোরীর বিবস্ত্র ও পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে রায়গঞ্জ থানায় মামলা দায়ের হয়। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করে। পুলিশের দাবি, দিলীপকে ধরতে গেলে তিনি পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালান। পালটা গুলিতে দিলীপের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট এই জায়গাগুলির নিরাপত্তার বিষয়টি শহরের চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিউনিসিপ্যাল পার্ক রায়গঞ্জ শহরের পূর্ব কলেজপাড়ায় রয়েছে। ভিতরটি আগাছায় ভরা, একাধিক যন্ত্রাংশ অকেজো। খুদেরা এই পার্ক থেকে মুখ ফিরিয়েছে। টিকিট কেটে ভিতরে ঢোকার ব্যবস্থা রয়েছে।



এনকাউন্টারস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে ফরেন্সিক দল। -দিবাকর সাহা

আর এই সুবাদে এখানে অনৈতিক অনেককিছুই হচ্ছে। সম্প্রতি একটি হাইস্কুলের ছ'জন ছাত্রী বেশ কয়েকজন নাবালক ও তরুণকে নিয়ে এই পার্কে এসে জন্মদিনের পার্টি করে। মদ্যপান চলে। শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। সেদিন হুল্লোড়ের মাত্রা এতটাই বেশি হয়ে গিয়েছিল যে আশপাশের বাসিন্দারা হস্তক্ষেপ করেন। কথাবার্তা বচসায় গড়ায়। পরে ওই ছাত্রী, নাবালক ও তরুণদের সংলগ্ন একটি স্কুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে ব্যক্তিগত জামিনে সবাই মুক্তি পায়। খোদ শহরের বুকে একটি পার্কে এই ঘটনাতেই এখানকার পরিস্থিতি কী তা পরিষ্কার। এদিন শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন পার্কে গিয়ে কোনও জায়গাকেই সেভাবে সুরক্ষিত বলে মনে হয়নি।

ক্যাফেতে আগুন

বক্সিরহাট, ১০ নভেম্বর : মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় এলাকার একটি সাইবার ক্যাফেতে আগুন লেগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে বক্সিরহাট দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছানোর আগেই দোকানটি পুড়ে যায়। সকালে বাপন ঘোষের বন্ধ দোকান থেকে আগুনের শিখা দেখতে পান পথচারীরা। স্থানীয়রা জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকল ও বক্সিরহাট থানার পুলিশ পৌঁছায়। শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে দমকলের প্রাথমিক অনুমান।

আহত ১

চ্যাংরাবান্ধা, ১০ নভেম্বর : সোমবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা পঞ্চায়েতের গোপালেরহাট এলাকায় ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে টোটোর ধাক্কায় গুরুতর আহত হন সবজি বিক্রেতা দীনেশ বর্মন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, চৌরঙ্গি এলাকার বাসিন্দা দীনেশ সবজি বিক্রি করে ভ্যান নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় দ্রুতগতির একটি টোটো তাঁর ভ্যানে ধাক্কা মারে। ভ্যান উলটে সবজি নষ্ট হয়। টোটোচালক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যান। স্থানীয়রা দীনেশকে উদ্ধার করে চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।

গাঁজা গাছ নষ্ট

বক্সিরহাট, ১০ নভেম্বর : অবৈধ গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার অভিযানে নামে বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ভানুকুমারী-২ পঞ্চায়েতের জোড়াই মোড় এলাকায় প্রায় এক বিঘা জমিতে গাঁজার চাষ করা হয়েছিল। পুলিশকর্মীরা জমিতে থাকা গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে ধ্বংস করেন। এলাকায় অবৈধ মাদক চাষ বন্ধ করতেই এই অভিযান চালানো হয়।

রক্তের দাগে খুনের আশঙ্কা পিলখানায়

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : রক্তের দাগ! রাস্তার ওপর ছোপ ছোপ রক্ত। সেই দাগ এগিয়ে গিয়েছে ধানখেতের দিকে। কোথাও রক্তের ছিটে, কোথাও আবার জমাট চিহ্ন। কিন্তু রক্ত এল কোথা থেকে? ধানখেতের ভিতরে কি লুকিয়ে রয়েছে কোনও রহস্য? খুনের ঘটনা নয় তো? মঙ্গলবার সকালে এমনই একের পর এক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে থাকে কোচবিহার শহর লাগোয়া পিলখানায়। খবর যায় পুলিশের কাছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্তে নামে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু যত সময় গড়ায়, ততই বাড়তে থাকে রহস্য। শেষপর্যন্ত সেই রহস্যের কিনারা হতেই বদলে যায় গোটা ছবিটা। কোনও খুন বা অপরাধের ঘটনা নয়, রক্তের দাগের নেপথ্যে রয়েছে একটি আহত শেয়াল! এই খবর সামনে আসতেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন বাসিন্দারা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কয়েকটি জায়গায় রক্তের দাগ পড়ে থাকার খবর পেয়ে তল্লাশি শুরু হয়। রাস্তা থেকে ধানখেতের দিকে ছড়িয়ে থাকা চিহ্ন ধরে খোঁজখবর চালান আধিকারিকরা। দিনভর অনুসন্ধানের পর এক বাসিন্দার নজরে আসে আহত শেয়ালটি। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ওই শেয়ালের রক্ত থেকেই গোটা এলাকায় বিভ্রান্তি ছড়ায়। পরে সেটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

কোতোয়ালি থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'বেশ কয়েকটি জায়গায় রক্তের দাগ দেখা গিয়েছে বলে খবর এসেছিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাসিন্দাদের একজনের নজরে একটি আহত শেয়াল এসেছে। পরে সেটিকে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।'

তবে রক্তের দাগ দেখে বাসিন্দাদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণও ছিল। সম্প্রতি কোচবিহারে বেশ কয়েকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে। সেই স্মৃতি থেকেই বড় কোনও অপরাধের আশঙ্কা করেছিলেন

শেষমেশ সামনে এল আহত শেয়াল

অনেকে। গুড়িয়াহাটি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পিলখানার ডাবরি এলাকায় রাস্তার পাশেই রয়েছে ধানখেত। মঙ্গলবার সেখানেই রাস্তা থেকে ধানখেতের দিকে রক্তের দাগ দেখা যায়।

এর মধ্যে স্থানীয়দের আরও একটি অভিযোগ সামনে এসেছে। তাঁদের দাবি, যে জায়গায় রক্তের দাগ বেশি মিলেছে, সেখানে নিয়মিত নেশার আসর বসে। ফলে ঘটনাকে ঘিরে সন্দেহ ও আতঙ্ক আরও বেড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দা আনন্দ রাজভরের বক্তব্য, 'এখানে অনেকেই ব্রাউন সুগারের নেশা করে। এত রক্ত দেখে সবাই ভেবেছিল হয়তো বড় কোনও ঘটনা ঘটেছে। তারপর পুলিশে খবর দেওয়া হয়। তারা এসে তল্লাশি চালান।'

আহত শেয়ালের সন্ধান মেলায় আপাতত রহস্যের অবসান। তবে নেশার আসর নিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ এবং এলাকার নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েই গিয়েছে। পুলিশের তরফে নেশার আসর বন্ধ করতে নজরদারি বাড়ানোর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।



পিলখানায় রক্তের দাগে তদন্তে পুলিশ। মঙ্গলবার। -জয়দেব দাস।

জুয়ার আসরে হানা, ধৃত ২৪

পুণ্ডিবাড়ি ও শীতলকুচি, ১০ নভেম্বর : কালীপুজো ঘিরে অবৈধ জুয়ার আসরের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ২০ জনকে গ্রেপ্তার করল পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। কোচবিহার-২ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অভিযানে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকাও বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। অন্যদিকে, মঙ্গলবার পশ্চিম শীতলকুচি এলাকায় জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে চার জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে শীতলকুচি থানার পুলিশ। অন্যদিকে, মঙ্গলবার পশ্চিম শীতলকুচি এলাকায় জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে চার জুয়াড়িকে গ্রেপ্তার করেছে শীতলকুচি থানার পুলিশ।

প্রতি বছর কালীপুজো ও তার পরবর্তী সময়ে কোচবিহারের গ্রামীণ এলাকায় একাধিক জায়গায় জুয়ার আসর বসার অভিযোগ ওঠে। এতে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন বহু সাধারণ মানুষ। জুয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনাও ঘটে। এই বেআইনি কারবার বন্ধ করতে এবার আগেভাগেই অভিযান শুরু করে পুলিশ। কালীপুজোর পরেও পুলিশের অভিযান অব্যাহত ছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে চকচকা চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা, মধুপুর, টাকাগাছ ও পুণ্ডিবাড়ি সহ ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। গ্রামীণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আড়ালে, নদীর পাড়ে, বাঁশঝাড়ের নীচে কিংবা জনবসতি থেকে দূরের নির্জন এলাকায় রাতের অন্ধকারে আসর বসানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ। পুলিশের নজর এড়াতে জুয়াড়িরা নানা কৌশল নিত বলেও জানা গিয়েছে। এলাকাবাসীর আশা, অভিযান চললে এই কারবার অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসবে।

মঙ্গলবার পুলিশ পশ্চিম শীতলকুচিতে জুয়ার বোর্ডে হানা দিয়ে চার জুয়াড়ির সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করে নগদ ৩,৩১০ টাকা। পুলিশের এই পদক্ষেপে খুশি স্থানীয়রা। এলাকায় পুলিশের নিয়মিত নজরদারি চালানোর দাবিও জোরালো হয়ে উঠেছে।

জানলায় বন্দি একরাশ বিস্ময়...



মঙ্গলবার গাজোলে পঙ্কজ ঘোষের তোলা ছবি।

চিকিৎসায় গাফিলতি, প্রাণ গেল শিশুর

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১০ নভেম্বর : সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল দু'মাসের শিশুকে। কিন্তু বাড়ি ফেরার পরই ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। পরদিন সকালে হাসপাতালে নিয়ে গেলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসকও তাকে সুস্থ বলে বাড়ি ফেরানোর পরামর্শ দেন বলে অভিযোগ। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যেই ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। শেষপর্যন্ত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে মঙ্গলবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল। ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভে শামিল হন বিজেপির নেতা-কর্মীরাও। পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসপাতালে ছুটে আসে পুলিশ।

সুস্থ বলে ছুটি, ফেরার পথেই মৃত্যু



শিশুমৃত্যুতে ফালাকাটা হাসপাতালে উত্তেজনা। মঙ্গলবার।

মৃত শিশুর নাম রায়ান মণ্ডল। তার বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের বেলতলি ভান্ডানিতে। শিশুটির বাবা রাজকুমার মণ্ডলের অভিযোগ, চিকিৎসায় গাফিলতির কারণেই তাঁর সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন ঘোষ, জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক অভীক সাহা এবং হাসপাতালের সহকারী সুপারের বিরুদ্ধে ফালাকাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তিনি।

অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮ নভেম্বর অসুস্থ রায়ানকে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন ঘোষের অধীনে তার চিকিৎসা চলছিল। অভিযোগ, পরদিন ৯ নভেম্বর সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ শিশুটিকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। কিন্তু বাড়ি ফেরার পরই ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। এরপর মঙ্গলবার সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ শিশুটিকে নিয়ে ফের হাসপাতালে যান রাজকুমার। অভিযোগ, জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক অভীক সাহা শিশুটিকে পরীক্ষা করে সুস্থ বলে জানান। বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পরামর্শও দেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরোনোর সময় ফের অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশুটি। তড়িঘড়ি তাকে আবার জরুরি বিভাগে নিয়ে যান পরিবারের সদস্যরা। সেখান থেকে হাসপাতালের ওপরতলায় আউটডোরে বসা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের লোকজন।

এদিকে, হাসপাতাল সুপার লাকি দেওয়ানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

ইডি দপ্তরে সন্দীপ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : নতুন করে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতির ফাইল খুলেছে ইডি। মঙ্গলবার এই মামলায় ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। পরণে সাদা ও গোলাপি রঙের শার্ট, কপালে লাল টিকা, হাতে দুটি ফাইল সহ সকাল ১১টায় ইডি দপ্তরে পৌঁছোন সন্দীপ। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট থেকে আর্থিক দুর্নীতি কাণ্ডে জামিন পেয়েছিলেন তিনি। তারপরেই এই ঘটনায় ইডির ডাক পেয়েছিলেন আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। এদিন অবশ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলেননি সন্দীপ।

তবে তাঁর জামিনের পর থেকে রীতিমতো রাজ্য সরকার ও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। ঘটনার ২৭ মাস পরেও

আন্দোলন নিয়ে নিশানা মুখ্যমন্ত্রীর

ন্যায়বিচার না পাওয়ার অভিযোগে পথেও নামছে চিকিৎসকদের সংগঠনগুলি। সোমবার রাসবিহারী মোড়ে সভা করে রাজ্য সরকারকে তুলোধনা করেছে অভয়া মঞ্চ। এদিন অবশ্য অভয়া মঞ্চকে 'আরশোলা', 'ছারপোকা' বলে কটাক্ষ করেছে অভয়ার পরিবার। অপরদিকে, ১২ নভেম্বর সিবিআই দপ্তর অভিযানের ডাক দিয়েছে 'ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ ওম্যান'। এই প্রেক্ষিতে আন্দোলনকারীদের বিঁধে নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন তিনি বলেন, 'এখানে রাস্তায় না নেমে উনি তো সুপ্রিম কোর্টে জামিন পেয়েছেন, আমি বলতে পারি না প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে যে সুপ্রিম কোর্টের সামনে গিয়ে আন্দোলন করতে। কিন্তু স্থানটা নির্বাচন করতে হবে ওনাদের। সন্দীপ ঘোষ জামিন কোথায় পেয়েছেন, কেন পেয়েছেন, কারা দিয়েছেন, সেখানে গিয়ে আন্দোলন করুন। এখানে মিডিয়ায় ফুটেজ খাওয়ার জন্য না নেমে আপনাদের যে কাজ সেটা দেখুন। আমি এই বিষয়ে যত্নবান, পরিবারের সঙ্গে আছি।' আন্দোলন নিয়ে নিশানা করায় পালটা চিকিৎসক অনিকেত মাহাতোর কটাক্ষ, 'বিগত সরকার এই ধরনের মন্তব্য করত, এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। তাই শাসকদলের মতোই মন্তব্য করছে। আগে এই ধরনের মন্তব্য শোনা যায়নি। অভয়ার মাকে গিয়ে প্রশ্ন করলে তিনিও একই কথা বলবেন, বিচার চান।'

শুভেন্দুর প্রশংসা মমতার ভাইয়ের মুখে

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : 'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই।' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই পঙক্তি যেন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায় নতুন অর্থ পেল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীপুজোয় হাজির হলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। আর তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বাবুনের বার্তা, 'দাদা তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সঙ্গে আছি।'

তারপরেই তাঁর মুখে ঘুরে এল কবিগুরুর কবিতার সেই অমূল্য পঙক্তি। ভাইফোঁটার আগের সন্ধ্যায় দিদিকে নিশানা করে ভাই বাবুন বলেন, 'আমার অভিভাবক শুভেন্দু অধিকারী। শেষ ছয় মাসে শুভেন্দু দা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরো বছরের থেকে বেশি কাজ করেছেন। উনি ছিলেন ভাইপোর মুখ্যমন্ত্রী।' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভাইয়ের পুজোয় গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'এলাকার বিধায়ক হিসেবে এখানে এসেছি। ওঁর ভাই আমাকে ডাকল।'

'পরেশরাম মাফিয়া'

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : ধর্ষণ, জালিয়াতি-সহ ক্যানিং পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক পরেশরাম দাসের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগে কার্যত সিলমোহর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রাম দিবসের অনুষ্ঠান থেকে তিনি বলেন, 'পরেশরাম দাস একটা মাফিয়া। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সেচ দপ্তরের জমি দখল করে বৃদ্ধাশ্রম বানিয়েছিলেন। দোষী বলেই লুকিয়ে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু লুক আউট নোটিশ দেওয়া ছিল। নইলে মুম্বই হয়ে দুবাই চলে যেত।'

এদিন দুপুরে আলিপুর আদালত চত্বরে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ নিয়ে কোনও জবাব দেননি বিধায়ক। প্রিজন ভ্যানে ওঠার সময় শুধু বলেন, 'ওপরওয়ালা জবাব দেবেন।'এদিন আদালতে পরেশরামের আইনজীবী দাবি করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারির ক্ষেত্রেও নিয়ম মানা হয়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি।



প্রসাদ নেওয়ার হুড়োহুড়ি। অন্নকূট উৎসবে। কুমোরটুলির মদনমোহন মন্দিরের বাইরে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

নন্দীগ্রাম ফাইল খোলার হুঁশিয়ারি

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : ৪ মে ফল ঘোষণার দিনই নন্দীগ্রামে জয়ের শংসাপত্র হাতে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের নাম ও নিশান থাকবে না বলে হুংকার দিয়েছিলেন। এবার রাজ্যের জমি আন্দোলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের ভূমিকাকে নস্যাৎ করতে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার নন্দীগ্রামের গোকুলনগরে শহিদ দিবসের মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জমি আন্দোলনে তৃণমূলের কোনও ভূমিকাই ছিল না। লড়াইটা ছিল নন্দীগ্রামের মানুষের সঙ্গে তৎকালীন বাম সরকারের।'

যদিও মমতার আন্দোলনকে সমর্থন করে কলকাতার ধর্মতলায় উপস্থিত হয়েছিলেন এলকে আদবানি। মমতার আর্জিতেই ১৪ মার্চ গুলি চালানোর ঘটনার তদন্তে নন্দীগ্রামে গিয়েছিল আদবানির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল। একইসঙ্গে নন্দীগ্রামের 'অপারেশন সূর্যোদয়' সিপিএমের সন্ত্রাস ও নৃশংসতার কথা মনে করিয়ে নন্দীগ্রাম ফাইল খোলার ফের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নন্দীগ্রামে শিল্পতালুক গড়ার লক্ষ্যে সরকারি জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতায় ১৪ মার্চ ২০০৭ সালে গুলি চলেছিল। পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিলেন আন্দোলনকারী ১৪ জন। সেই ঘটনার প্রতিবাদে নন্দীগ্রামকে অবরুদ্ধ করে রাখে আন্দোলনকারীরা। ৮ নভেম্বর সেই অবরোধমুক্ত করে



নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার।

এলাকা পুনর্দখলের লক্ষ্যে সিপিএমের অভিযানে ২ জনের মৃত্যু ও ১২ জন নিখোঁজ হন। সিপিএমের এই অভিযানকে 'অপারেশন সূর্যোদয়' বলে মন্তব্য করেছিলেন তদানীন্তন সিপিএম নেতা বিনয় কোঙার। সেদিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও বলেছিলেন, 'দে হ্যাভ বিন পেইড ইন দেয়ার ওন কয়েন।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সৎ। কিন্তু দলটা খারাপ। আমি আজ ব্যক্তিগত আক্রমণ করব না। কিন্তু ১০ তারিখের ওই ইংরেজি কথা ও অনেকের ভিক্ট্রি চিহ্ন দেখানো...বিমান বসু বলেছিলেন নন্দীগ্রামে নতুন সূর্য উঠেছে। ১৯ বছর পর আমি সংকল্পে অবিচল। এখানেই দাঁড়িয়ে আছি। যাঁরা আটকাতে গিয়েছিলেন তাঁদের আর দেখা নেই।'

যদিও সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'জ্যোতি বসু ভালো সিপিএম খারাপ, বুদ্ধবাবু ভালো সিপিএম খারাপ, দলের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার এই কৌশল নতুন কিছু নয়।' এদিন মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, সিআইডি তদন্ত করলেও বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। হলদিয়ার প্রাক্তন সিপিএম সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের ১৮১ দিন হাজতবাস হলেও বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। এবার মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নিজেই সেই বিচার করতে চান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'নতুন করে এফআইআর করুন। এঁদের বিরুদ্ধে আমি নতুন করে কেস ওপেন করে ব্যবস্থা নেব।'

প্রয়াত মণিলাল নাগ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : আলোর উৎসব শেষ হওয়ার আগেই বিষ্ণুপুর ঘরানাকে অন্ধকার করে চলে গেলেন ঘরানার স্তম্ভ, সেতারবাদক পণ্ডিত পদ্মশ্রী মণিলাল নাগ। বয়স হয়েছিল ৮৭। দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর মরদেহ তাঁর বিটি রোডের বাসভবনে নিয়ে আসা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিল্পীর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গতকাল গভীর রাতে কলকাতায়, কিংবদন্তি সেতারবাদক পদ্মশ্রী পণ্ডিত মণিলাল নাগ প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম পুরোধা ও গর্বিত ধারক পণ্ডিত মণিলাল নাগ আমাদের ধ্রুপদ-আশ্রিত শাস্ত্রীয় সুরধারাকে বিশ্বমঞ্চে পৌঁছে দিয়েছিলেন ...।' শিল্পী রেখে গিয়েছেন তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা এবং অগণিত শিষ্য-শিষ্যাদের।

কন্যা মিতা নাগও একজন বিশিষ্ট সেতারবাদক। তিনি বলেছেন, '২০২১ সাল থেকে বাবা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। সোমবার বাড়াবাড়ি হওয়ায় হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতেই প্রায় সব শেষ।' মঙ্গলবার বিকালে কাশীপুর মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

ক্যামাক স্ট্রিটের রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : প্রায় আড়াই মাস ধরে বন্ধ ক্যামাকস্ট্রিটের অফিস। বর্তমান পরিস্থিতি জানতে চেয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। ৩ সেপ্টেম্বর ক্যামাকস্ট্রিটের ওই পার্টি অফিস বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ফরেন্সিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। এই পরিস্থিতিতে পার্টি অফিস খুলতে চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মমতা-তৃণমূল। মঙ্গলবার এই মামলায় বিচারপতি রিষাদ মেদরার পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, এই বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান জানিয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। তবে, এই মামলা নিয়মিত বেঞ্চে পাঠানো হয়েছে। অবিলম্বে পার্টি অফিস খুলতে চেয়ে মমতা-তৃণমূলের আবেদনে আপাতত কোনও নির্দেশ দেয়নি সিঙ্গল বেঞ্চ।

মমতা-তৃণমূলের অভিযোগ, ঘটনার পর থেকে আলো, পাখা সব চালু রয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ খরচ বাড়ছে। পুলিশের তরফে ফরেন্সিক পরীক্ষার কথা থাকলেও তা হয়নি। এই প্রেক্ষিতে রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছে আদালত।

অপরদিকে, অভিষেকের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের নিরাপত্তা

সুমিতের স্ত্রীর আবেদন নাকচ

চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, যে কোনও সময় এনকাউন্টার করা হতে পারে সুমিতকে। তবে, এদিন এই আবেদনে সাড়া দেয়নি আদালত। মামলাটি নিয়মিত বেঞ্চে পাঠিয়েছেন বিচারপতি পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ের পূজা অবকাশকালীন বেঞ্চ।

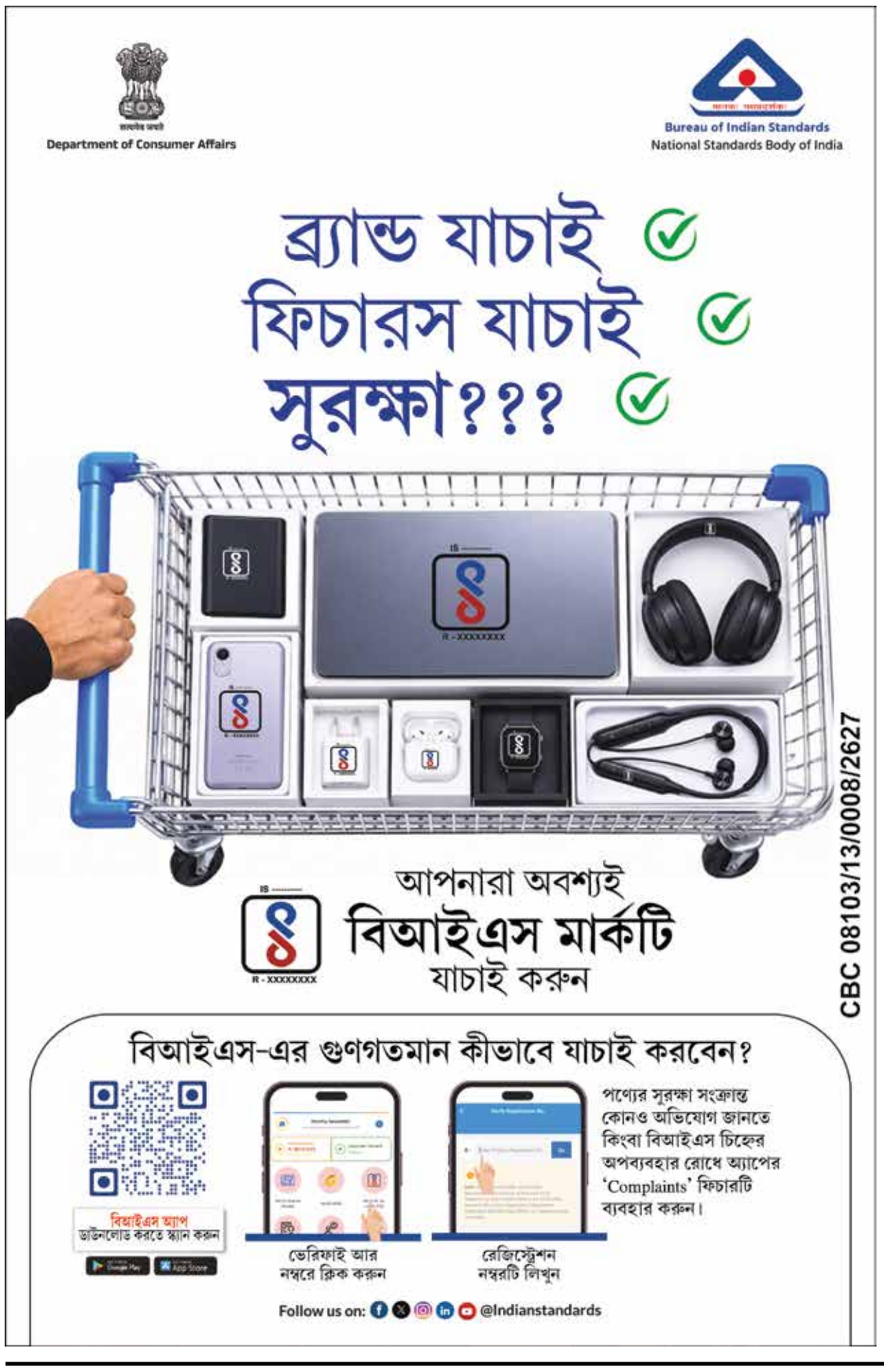
খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : গড়িয়ার ফরতাবাদে লিভ ইন পার্টনার খুনের ঘটনার পুনর্নির্মাণ করল পুলিশ। ধৃত প্রেমিকা সঞ্চালিকা বসু ও তাঁর মা মৌমিতা বসুকে নিয়ে মঙ্গলবার ওই ফ্ল্যাটে যান পুলিশ আধিকারিকরা। ফ্ল্যাটের বিভিন্ন জায়গা থেকে নমুনা সংগ্রহ করেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। এদিন ফ্ল্যাটে আনার পর মা ও মেয়েকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সূত্রের খবর, দুজনেই বারবার বয়ান বদল করছেন।

বিচারাধীনদের নাম ফেরাতে বৈঠক

কলকাতা, ১০ নভেম্বর : হাইকোর্টের নির্দেশে কলকাতা, হাওড়া সহ সাতটি পুরসভায় ভোট পিছিয়েছে। ডিসেম্বর মাসে ভোট ঘোষণা হওয়া নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। তবে এই প্রেক্ষিতে পুরসভাগুলিতে বাদ যাওয়া বা বিচারাধীনদের নাম পুনরায় ভোটার তালিকায় ফেরাতে পরিকল্পনা সাজাচ্ছে কংগ্রেস। কোন পুরসভায় কত নাম বাদ পড়েছে, সেই তালিকা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে জেলা সভাপতিদের। জেলায় জেলায় বৈঠক হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে।

মঙ্গলবার এআইসিসির পর্যবেক্ষক গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ প্রদীপ নারওয়াল বলেন, 'কলকাতা পুরসভায় ১ লক্ষ ২০ হাজার, হাওড়ায় প্রায় ৪০ হাজার নাম বাদ পড়েছে। শীঘ্রই নির্বাচন ঘোষণা হবে। বিভিন্ন এলাকায় নাম বাদ পড়েছে। জেলা সভাপতিদের সঙ্গে কথা বলব। বিরোধী দলগুলি একজোট হয়ে পথে নামা দরকার।' মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে কংগ্রেসের ডাকে 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' নামে দেশব্যাপী কর্মসূচি করছে ইন্ডিয়া জোট। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্মসূচিও পালন করছে প্রদেশ কংগ্রেস। আগামীদিনেও এই আন্দোলনকে জেলায় জেলায় বৃহত্তরভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।





■ ৪৭ বর্ষ ■ ১৭২ সংখ্যা, বুধবার, ২৪ কার্তিক ১৪৩৩

হাসিনার ভবিষ্যৎ

সময় আসন্ন। শেখ হাসিনার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আর এক মাসও বাকি নেই। ডিসেম্বরে তিনি বাংলাদেশে ফিরবেনই বলে জানিয়ে রেখেছেন। গ্রেপ্তার, এমনকি মৃত্যু হলেও তাঁর সিদ্ধান্ত নড়চড় হবে না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কোটি টাকার প্রশ্ন হল- তিনি কি সত্যি শেষপর্যন্ত দেশে ফিরবেন? বাংলাদেশ সরকার কি তাঁকে দেশে ফেরার অনুমতি দেবে?

তাঁর বাংলাদেশে যাওয়ার আলোচনা অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে দিল্লিতে বাংলাদেশের দূতাবাসের কাছে তাঁর হয়ে একটি সংস্থার পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে ই-মেল পাঠানোয়। ওই চিঠি অনুযায়ী, ডিসেম্বরে দেশে ফিরে তিনি আদালতের মুখোমুখি হতে চান বলে জানানো হয়েছে। সেই আবেদন সম্পর্কে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালামউদ্দিন আহমেদের সাফ কথা, হাসিনাকে পাসপোর্ট নয়, তাঁরা ভারতের সঙ্গে প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী ফেরত নেবেন।

মুজিব-কন্যার পাসপোর্টের আবেদনকে 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন কবীর। হাসিনার দেশে ফেরাটা আসলে তাঁর ইচ্ছার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, দুই দেশের কূটনৈতিক সমীকরণ, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং বিচার ব্যবস্থা। তাঁর দেশে ফেরার ইচ্ছা আর বাস্তবে ফেরার সুযোগ এখন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। বাংলাদেশের বক্তব্য, মুজিব-কন্যার ক্ষেত্রে পাসপোর্ট নয়, প্রত্যর্পণই প্রাসঙ্গিক।

অর্থাৎ হাসিনার ফেরার প্রশ্নে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছার চেয়ে দুই দেশের রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত এবং আইনি প্রক্রিয়া বড় হয়ে উঠেছে। এখানে ভারতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার ও পরে তারেক রহমানের বিএনপি সরকার বহুবার হাসিনার প্রত্যর্পণ দাবি করলেও ভারত তা মানেনি। নয়াদিল্লি বারবার যুক্তি দিয়েছে, বিষয়টি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় বিবেচনা করা হচ্ছে।

এমনকি বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দিনেশ ত্রিবেদী ঢাকাকে জানিয়েছেন, প্রত্যর্পণের নির্দিষ্ট সময়সীমা বলা সম্ভব নয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে দুই দেশ একে অপরের অভিযুক্ত বা দণ্ডিতকে প্রত্যর্পণের দাবি জানাতে পারে। তবে প্রত্যর্পণের ক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা, অপরাধের প্রকৃতি এবং সংশ্লিষ্ট দেশের বিচার ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অভ্যন্তরীণ আইনও এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

ফলে ঢাকা দাবি করলেই হাসিনাকে ফেরত দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নয়াদিল্লির নেই। আবার ভারত চাইলে বিষয়টি অনির্দিষ্টকাল ঝুলিয়ে রাখতে পারে কি না, সেটা আইনি ও কূটনৈতিক বিবেচনার বিষয়। হাসিনা দেশে ফিরলে শুধু প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন ঘটবে না, বরং বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাতে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সামনে আসবে। কেননা, প্রশ্ন হল- শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন কি বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে বাধা হবে নাকি দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক সমঝোতার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থান, বিচার প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতা এবং আওয়ামী লিগের ভবিষ্যৎ ভূমিকার ওপর। ২০২৬ সালের নির্বাচনে অংশ নিতে পারলেও সেদেশের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লিগের সামাজিক ও সাংগঠনিক উপস্থিতি মুছে যায়নি। ভারতের সামনে এখন দ্বিমুখী চাপ। একদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা, অন্যদিকে আশ্রয় নেওয়া প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যর্পণ নিয়ে আইনি ও কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত।

দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ, সীমান্ত নিরাপত্তা, গঙ্গা ও তিস্তার জলবণ্টন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। শেখ হাসিনাকে ঘিরে অচলাবস্থা দীর্ঘায়িত হলে এই বৃহত্তর সম্পর্কেও প্রভাব পড়বে। প্রত্যর্পণের প্রশ্নটি সেই পথে বড় কূটনৈতিক বাধা। সব মিলিয়ে হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা সম্ভব কি না, তার কোনও সরল উত্তর নেই। তবে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শুধু হাসিনার দেশে ফেরা বা না ফেরার ওপর নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন, বিরোধীদের অংশগ্রহণ এবং নাগরিক অধিকারের নিশ্চয়তা শেষপর্যন্ত দেশটির স্থিতিশীলতার ভিত্তি তৈরি করবে।

অমৃতধারা

তোমার চেতনার সঙ্গে চিন্তা, অনুভব এবং আবেগ-উত্তেজনার তফাত করতে পারলেই চেতনা কী বস্তু তা বুঝতে পারবে। আর এইভাবে তুমি শিখতে পারবে চেতনাকে কেমন করে স্থানান্তরিত করতে হয়। তুমি চেতনাকে তোমার দেহে, তোমার প্রাণে, তোমার চৈত্য পুরুষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে পার (চৈত্যপুরুষই হল চেতনাকে কেন্দ্রীভূত করার সবচেয়ে ভালো জায়গা) চেতনাটিকে তোমার মনে স্থাপন করতে পার, তাকে মনের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে পার, আবার তোমার চেতনার সঙ্গে তুমি বিশ্বের সকল রাজ্যে বিচরণ করতে পার। কিন্তু সবার আগে তোমাকে জানতে হবে তোমার চেতনাটি কী বস্তু, অর্থাৎ নিজের চেতনা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, তাকে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা। চেতনা এইসব বস্তুগুলোকে ব্যবহার করবে কিন্তু তুমি এইগুলোকেই চেতনা বলে ভুল করবে না।

-শ্রীমা

পথে পথে প্রতিবাদের আগুন ইউরোপে

ব্যয়বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও সরকারি পরিষেবার সংকটে উত্তাল ইউরোপ, পথে ছাত্র ও শ্রমিকরা।

অশোক ভট্টাচার্য





শিক্ষার দাবিতে ফ্রান্সের পেরপিনিয়াঁয় পড়ুয়াদের বিক্ষোভ।-ফাইল চিত্র

ইউরোপের নানা দেশে সাম্প্রতিক বিক্ষোভের পেছনে রয়েছে জীবনযাত্রার ব্যয়, কম মজুরি, আবাসন ও সরকারি পরিষেবার সংকট। ফ্রান্সে স্কুল পড়ুয়া ছাত্রদের আন্দোলন দ্রুত ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক ও ট্রেড ইউনিয়নের বৃহত্তর প্রতিবাদের রূপ নিয়েছে। স্পেনে উচ্ছেদের ঘটনা আবাসন সংকটকে সামনে এনেছে, আলবেনিয়ায় বিতর্কিত পর্যটনপ্রকল্প ঘিরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে, সার্বিয়ায় দুর্নীতিবিরোধী ছাত্র আন্দোলন নির্বাচনি পালাবদলের পথ খুলেছে। তবে দেশভেদে কারণ ও রাজনৈতিক পরিণতি আলাদা। সব বিক্ষোভকে একই ধরনের বিদ্রোহ বলা যায় না। এই অস্থিরতা ইউরোপের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিয়েও নতুন প্রশ্ন তুলছে।

গণবিক্ষোভে ক্রমশ উত্তাল পশ্চিম ইউরোপ। ফ্রান্স থেকে স্পেন, ইতালি, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, গ্রিস, আলবেনিয়া ও সার্বিয়া পর্যন্ত নানা দেশে প্রতিবাদ হচ্ছে, জামানিতেও তরুণদের বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে, এই তালিকায় ফ্রান্সের অবস্থান সবচেয়ে ওপরে। তবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের আন্দোলনের কারণ এক নয়। কোথাও শিক্ষা ও সরকারি পরিষেবার সংকট, কোথাও জীবনযাত্রার ব্যয়, আবার কোথাও আবাসন ও দুর্নীতির প্রশ্ন প্রতিবাদের কারণ।

গত কয়েক মাস ধরে ভারতের জেন জেড প্রজন্মও রাস্তায়। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, দুর্নীতি এবং ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তরুণদের ক্ষোভ-বিক্ষোভের আকার নিয়েছে। ১৯৬৮ সালে ফ্রান্স ও জার্মানির ছাত্র আন্দোলনেও এমন ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। ওই সময় ব্রিটেনে ছাত্রবিদ্রোহ ও ভিয়েতনাম যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তারিক আলি। ২০১০ সালে তিউনিসিয়া থেকে শুরু হয়েছিল আরব বসন্ত। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কা, ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ও কেনিয়া, ২০২৫ সালে নেপাল, মাদাগাস্কার, মরক্কো ও ইন্দোনেশিয়ায় তরুণদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ শাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক জবাবদিহির প্রশ্ন তুলেছিল। এসব আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল ছাত্র, তরুণ বা জেন জেড প্রজন্মের মানুষরা। তাদের ক্ষোভের কেন্দ্রে ছিল শিক্ষা, কাজের অভাব, বৈষম্য ও দুর্নীতি।

প্রথম পর্যায়ের দেশগুলির অধিকাংশই উন্নয়নশীল। সেখানে শহুরে জনসংখ্যা ও তরুণ প্রজন্মের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে না। সরকারি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি নিয়েও অসন্তোষ জমছে। সরকারি ব্যয়ের কৃচ্ছ্রসাধনও ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। তবে পশ্চিম ইউরোপের বর্তমান বিক্ষোভের পটভূমি কিছুটা আলাদা। প্রতিবাদে উত্তাল দেশগুলির অধিকাংশই উন্নত পুঁজিবাদী অর্থনীতির। এদের অনেকেই ন্যাটোর সদস্য এবং প্রতিরক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল। তা সত্ত্বেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও সামাজিক সুরক্ষার প্রশ্নে অসন্তোষ সামনে আসছে। এই অসন্তোষের চরিত্র গণসামাজিক বিদ্রোহের রূপ নিচ্ছে।

টেলিভিশন বা মোবাইলের পর্দায় শোনা যায়, 'ইউরোপ জ্বলছে'। সঙ্গে দেখা যায় লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও সংঘর্ষের ছবি। কেউ বলেন, দাঙ্গাকারীরা অনেকেই অভিবাসী। কেউ বলেন, তারা একটি ছোট গোষ্ঠী। কিন্তু প্রতিবাদে ছাত্র, শ্রমিক, শিক্ষক, ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং সাধারণ মানুষ, সকলেই রাস্তায় নেমেছেন। কিছু জায়গায় হিংসা ও লুটপাট ঘটলেও তা দিয়ে গোটা আন্দোলনকে বিচার করা যায় না।

সম্প্রতি ফ্রান্সের আন্দোলন বিষয়ে এক টেলিভিশন আলোচনায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক তারিক আলির কথা শুনছিলাম। ১৯৬৮ সালের ফ্রান্সের ছাত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন তারিক। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ছাত্রবিদ্রোহ ও ভিয়েতনাম সংহতি আন্দোলনের পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের সারকথা, এটি পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মহাবিদ্রোহ এবং বর্তমান ব্যবস্থার প্রতি মানুষের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। ১৯৬৮ থেকে ১৯৭০ সালে পশ্চিম ইউরোপে ভিয়েতনামের পক্ষে সংহতি আন্দোলন হয়েছিল। ২০২৬ সালে একই অঞ্চলে প্যালেস্তাইনের পক্ষে কর্মসূচি দেখা যাচ্ছে। উভয়ই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন। ৩০ অক্টোবর ইউরোপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ৪০টির বেশি বন্দরের শ্রমিক সংগঠন যুদ্ধ ও সামরিকীকরণের বিরোধিতায় কর্মসূচি নেয়। প্যালেস্তাইনের প্রতি সংহতি ছিল সেই আহ্বানের ভিত্তি।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ছে, অথচ আয় সেই অনুপাতে বাড়ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসনের মতো মৌলিক পরিষেবার খরচ সাধারণ মানুষের বহনক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সরকারি স্কুলে ছাত্র সংখ্যা বাড়লেও শিক্ষকের সংখ্যা ও পরিকাঠামো সেই হারে বাড়ছে না। পশ্চিম ইউরোপের বিক্ষোভের পিছনে তিনটি সাধারণ কারণ রয়েছে। শিক্ষা খাতে সংকট, জীবনযাত্রার আকাশছোঁয়া ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়সংকোচন নীতি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কম মজুরি, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ।

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। স্পেনের মাদ্রিদে ৮৭ বছরের মারিকারমেন আবাসকালকে ২৩ সেপ্টেম্বর তাঁর দীর্ঘদিনের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং ৭ অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়। উচ্ছেদের ঘটনা আবাসন সংকটের প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়েজামাই জ্যারেড কুশনারের বিনিয়োগ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত বিলাসবহুল পর্যটন প্রকল্পের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সাজান দ্বীপ ও সংলগ্ন উপকূলীয় এলাকায় প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব এবং সরকারি চুক্তির স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দুর্নীতির অভিযোগও রয়েছে।

ফ্রান্সের আন্দোলন আর স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এতে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, শ্রমিক, শিক্ষক, ইয়েলো ভেস্ট আন্দোলনের সমর্থক এবং বামপন্থী সংগঠনের কর্মীরা। ৫ নভেম্বরের কর্মসূচিতে ফরাসি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসাবে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শ্রমিক সংগঠনগুলির হিসাবে সংখ্যাটি ছিল প্রায় ১৬ লক্ষ। সেদিন ৭০ হাজার পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের দাবি ছিল মজুরি বৃদ্ধি, সরকারি পরিষেবায় ব্যয় বাড়ানো এবং জীবনযাত্রার ব্যয়ের চাপ কমানো। আন্দোলনের সুযোগ দক্ষিণপন্থী ও নব্য ফ্যাসিবাদী দলগুলিও নিতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।

সার্বিয়ায় একটি রেলস্টেশনের ছাউনি ভেঙে ২০২৪ সালের নভেম্বরে ১৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল। এর পরেই দুর্নীতি ও সরকারি অব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। প্রায় দুই বছর ধরে চলা সেই আন্দোলনের পর ২৫ অক্টোবরের সংসদীয় নির্বাচনে ছাত্র সমর্থিত তালিকা ২৫০টির মধ্যে ১৪০টি আসন পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের তালিকা পেয়েছে ১০৩টি আসন। নির্বাচনের ফল চূড়ান্ত হলেও নতুন সরকার তখনও দায়িত্ব নেয়নি। এই ঘটনা দেখিয়েছে, দীর্ঘ ছাত্র আন্দোলন নির্বাচনি রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলতে পারে।

এই আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েও নানা মত রয়েছে। কেউ মনে করেন, বাম, মধ্যবাম ও উগ্রবাম শক্তিগুলি আরও প্রভাব অর্জন করতে পারে। আবার কেউ আশঙ্কা করছেন, দক্ষিণপন্থী ও নব্য ফ্যাসিবাদী দলগুলি ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারে। ফ্রান্সে এই প্রসঙ্গে লা ফ্রঁস আঁসুমিজ বা এলএফআই-এর নাম আসছে। দলটি ২০১৬ সালে গঠিত হয়। এর অন্যতম প্রভাবশালী নেতা জঁ লুক মেলঁশোঁ। ২০২২ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রথম দফায় তিনি ৭৭ লক্ষের বেশি ভোট পেয়েছিলেন, যা বৈধ ভোটের প্রায় ২২ শতাংশ। শ্রমজীবী ও দরিদ্র ভোটারদের একাংশের সমর্থনও পেয়েছিলেন তিনি। একসময় পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল অন্যতম বৃহৎ কমিউনিস্ট দল। ফ্রান্স রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য এবং জি-৭ গোষ্ঠীর অন্যতম দেশ। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবের দেশ ফ্রান্সে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শের পাশাপাশি পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটও আলোচনায় আসছে। অনেকে বলছেন, নব্য উদারীকরণ আর্থিক নীতির এটাই শেষের শুরু।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৭ সালের এপ্রিল ও মে মাসে হওয়ার কথা। স্পেনে ২৯ নভেম্বর ২০২৬ সংসদীয় নির্বাচন নির্ধারিত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির জনসংখ্যার বড় অংশ প্রবীণ ও অবসরপ্রাপ্ত। তাঁদের পেনশন ও স্বাস্থ্য পরিষেবার দায় সরকারের ওপর বাড়ছে। অন্যদিকে, তরুণ প্রজন্ম শিক্ষান্তে কাজ পাচ্ছে না, পেনশন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। ইউরোপের জ্বলে ওঠার কারণ তাই একটি নয়, এর পিছনে রয়েছে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সংকট। বিভিন্ন দেশে ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে, প্যালেস্তাইনের পক্ষে বন্দরের শ্রমিকরাও কর্মসূচি নিয়েছেন। ছাত্রবিদ্রোহ, নারীবাদী, পরিবেশবাদী, বর্ণবাদবিরোধী ও সামাজিক আন্দোলনগুলিকে একই স্রোতে আনার চেষ্টা চলছে। অনেকে আশাবাদী, এই আন্দোলন নতুন কিছু দেখাবে। তবে ইউরোপের রাজনীতিতে শেষপর্যন্ত কোন শক্তি লাভবান হবে, তা নির্ভর করবে আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও মানুষের দাবির বাস্তব পরিণতির ওপর।

(লেখক রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী।)

আজ

১৮৮৮



স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জন্মেছিলেন আজ।

১৯৭৪



মার্কিন অভিনেতা লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিওর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত



১৯ বছর আগে মোট ১১ জনকে পিছমোড়া করে নিয়ে গিয়েছিল সিপিএম। বারাতলা অঞ্চলে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রেখে দিয়েছিল। তারপর জ্যান্ত লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কামারদায়। সেখানে সিপিএম অফিসে তাঁদের পিস পিস করে কাটা হয়। পরের দিন ব্যাগে ঢুকিয়ে মাঝসাগরে, 'ডিপ সি'-তে ফেলে দেওয়া হয়! পরে সিআইডি তদন্ত করেছিল। লক্ষ্মণ শেঠ (প্রাক্তন সাংসদ) ১৮১ দিন জেল খাটেন। কিন্তু বিচার সম্পূর্ণ হয়নি। এখন সেই বিচার হবে।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১



মুম্বইয়ে এক বাড়ির সামনে সাজানো রঙ্গোলি অসাবধানতাবশত নষ্ট করে ফেলেন এক সংস্থার ডেলিভারি কর্মী। ভুল বুঝতে পেরে কাজের ফাঁকেই মাটিতে বসে যত্ন করে নতুন করে এঁকে দেন সেটি। তাঁর এই উদ্যোগের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনরা প্রশংসায় ভরিয়েছেন।

ভাইরাল/২



নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের সীমান্তের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অদ্ভুত এক বাড়ি। এক পাশ নেদারল্যান্ডসে, অন্য পাশ বেলজিয়ামে। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল ভিডিওতে এক ব্যক্তি এক পা এগিয়ে দেশ বদলের দৃশ্য দেখিয়েছেন। মাটিতে আঁকা সীমান্তের চিহ্নও তুলে ধরেছেন তিনি।

জনমন জনমত

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সংকট ও উত্তরণের পথ

পড়াশোনার পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলোর কোনও বিকল্প নেই। এই লক্ষ্যেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের উদ্যোগে ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ৪২তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। তবে অপরিকল্পিত সময়সূচি, পরিকাঠামোর অভাব এবং ভিত্তি স্তরের চরম আর্থিক বঞ্চনা লক্ষ লক্ষ খুদে পড়ুয়ার এই আনন্দময় উৎসবকে আজ গভীর সংকটের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

পর্ষদের সাম্প্রতিক নির্দেশিকায় মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার সঙ্গে নিয়মের বিস্তর ফারাক স্পষ্ট। বিজ্ঞপ্তি জারির পর মাত্র ১৯ দিনের প্রস্তুতিতে খেলা শুরু করে ২৩ নভেম্বর থেকে ২৭ ডিসেম্বর (মাত্র ৩৫ দিন)—এর মধ্যে স্কুল থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত পাঁচটি ধাপ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ রাজ্য স্তরের চূড়ান্ত পর্ব রাখা হয়েছে ২০২৭ সালের জানুয়ারি মাসে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাস প্রাথমিক শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি লগ্ন হওয়ায় এই সময়ে চূড়ান্ত মূল্যায়ন, খাতা দেখা, অনলাইন পোর্টালে নম্বর তোলা, নতুন শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা এবং বই বিতরণের প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষকেরা চরম ব্যস্ত থাকেন। পুজোর ছুটির ঠিক পরেই পরীক্ষা ও খেলাধুলো একসঙ্গে চাপিয়ে দেওয়ায় পঠনপাঠন ও ক্রীড়া—উভয়েরই মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় আর্থিক বৈষম্য ও পরিকাঠামোর দৈন্যদশা। স্কুল ও জোন স্তরে সবাধিক পড়ুয়া অংশ নিলেও সেখানে কোনও সরকারি বরাদ্দ নেই। শিক্ষকদের নিজেদের পকেট থেকে বা চাঁদা তুলে খরচ চালাতে হয়। এমনকি ওপরের স্তরেও টিফিনের বরাদ্দ অত্যন্ত অপ্রতুল। অধিকাংশ গ্রামীণ স্কুলে উপযুক্ত মাঠ, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জল, ওআরএস এবং ছাত্রীদের জন্য শৌচাগারের ব্যবস্থা থাকে না। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে যাতায়াতের সরকারি ভাতা না থাকায় শিক্ষকদের ব্যক্তিগত খরচে ও ঝুঁকিতে শিশুদের মাঠে নিয়ে যেতে হয়। এছাড়া জনপ্রিয় 'ফুটবল ছোড়া' ইভেন্টটি বন্ধ করা এবং রাজ্য স্তরে প্রতিযোগীর সংখ্যা ৩৪ থেকে কমিয়ে ৩২ করার সিদ্ধান্ত গ্রামীণ প্রতিভাদের নিরুৎসাহিত করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোনও শারীরশিক্ষার শিক্ষক না থাকা এবং বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকাও এক বড় ঘাটতি।

এই সংকট থেকে উত্তরণের সবচেয়ে কার্যকর পথ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাটি নভেম্বর-ডিসেম্বরের পরিবর্তে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে মনোরম আবহাওয়ায় ও পরীক্ষার চাপমুক্ত সময়ে আয়োজন করা, যা শিশুদের উৎসাহ বাড়াবে এবং স্কুলছুট কমাবে। একইসঙ্গে স্কুল ও পঞ্চায়েত স্তরে সুনির্দিষ্ট সরকারি অর্থবরাদ্দ, মাঠে প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা এবং প্রতিটি অংশগ্রহণকারী শিশুকে শংসাপত্র দেওয়া জরুরি। এছাড়া প্রতিভাবান গ্রামীণ শিশুদের হারিয়ে যাওয়া রুখতে মহকুমা ও জেলা স্তরে সারাবছরের জন্য স্পোর্টস অ্যাকাডেমি গড়ে ক্রীড়া বৃত্তি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দলীয় রাজনীতির সংকীর্ণতা ও দুর্নীতিমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ পরিচালনার মাধ্যমে উপযুক্ত পরিচর্যা নিশ্চিত করলে গ্রামবাংলার এই মেঠো পথ থেকেই উঠে আসবে আগামীর প্রকৃত 'খেলরত্ন'।

দীপঙ্কর বর্মন, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার।

ইজরায়েলে আরবদের নতুন গুরুত্ব

ঐতিহাসিক আসনপ্রাপ্তির পর সরকার গঠনের আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে আরব দলগুলির প্রতিনিধিত্ব।

জয়দীপ বিশ্বাস



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি'র ১০৮ নম্বর কবিতায় লিখেছিলেন, 'পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে'। ইজরায়েলের সদ্যসমাপ্ত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলে আরব দলগুলির উত্থান যেন সেই পংক্তিকেই নতুন করে মনে করিয়ে দিল। দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক বলে বিবেচিত ইজরায়েলের আরব নাগরিকরা এবার নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি জানিয়েছেন। তাঁদের প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলির আসনসংখ্যা সরকার গঠনের সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলার পর শুরু হওয়া গাজা যুদ্ধ এবং ইজরায়েলের ভিতরে আরব নাগরিকদের অধিকার, নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে বিতর্কের আবহে এই ফল শুধু আসনবৃদ্ধির ঘটনা নয়, দেশের রাজনীতিতে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তাও। রাজনীতির মূল ধারায় নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার এই প্রয়াস তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

২৭ অক্টোবরের নির্বাচনে ভোট পড়েছে ৭৭.৯ শতাংশ, যা কয়েক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। ১২০ আসনের নেসেটে সরকার গড়তে প্রয়োজন ৬১টি আসন। চূড়ান্ত ফল অনুযায়ী, বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন জোট পেয়েছে ৫৩টি আসন। অন্যদিকে গাদি আইজেনকোটের নেতৃত্বাধীন বিরোধী শিবিরের আসন ৪৮। আরব নেতৃত্বাধীন জয়েন্ট লিস্ট পেয়েছে ১১টি এবং রা'আম পার্টি পেয়েছে ৮টি আসন। দুই দল মিলিয়ে তাদের আসন ১৯, যা ইজরায়েলের নির্বাচনি ইতিহাসে আরব দলগুলির সর্বোচ্চ সাফল্য। ২০২২ সালের নির্বাচনে আরব দলগুলির সম্মিলিত আসন ছিল ১০। ফলে কোনও শিবিরই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠনের পথে আরব দলগুলির অবস্থান উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠেছে।



ইজরায়েলি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আইজেনকোট (বাঁদিকে)।

ইজরায়েলের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ আরব নাগরিক। অতীতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিয়ে তাঁদের সমাজের মধ্যেই বিতর্ক ছিল। ভোট দিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত কি না, সেই প্রশ্নে বয়কটের পক্ষেও মত ছিল। এবারের নির্বাচনে সেই প্রবণতায় বদল দেখা গিয়েছে। আরব ও দ্রুজ অধ্যুষিত এলাকার ভোটকেন্দ্রের তথ্য বিশ্লেষণ করে ইজরায়েল ডেমোক্র্যাসি ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ওই এলাকাগুলিতে ভোটদানের হার প্রায় ৭৭ শতাংশ। ২০২২ সালের ৫৩.২ শতাংশের তুলনায় এবার তা প্রায় ২৪ শতাংশ বিন্দু বেশি। আরব দলগুলির প্রচারে অপরাধ ও হিংসা নিয়ন্ত্রণ, আবাসন সমস্যা, জীবনযাত্রার ব্যয় এবং নাগরিক অ

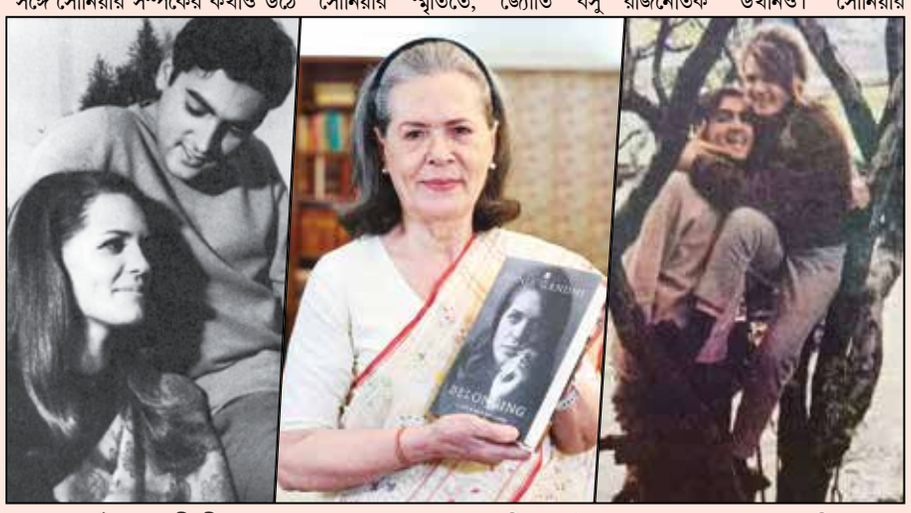
রাজীব-সোনিয়ার প্রেমপর্বে বাংলার গল্প

স্মৃতিকথায় সত্যজিতের সিনেমা থেকে জ্যোতি বসু, মমতা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার মাধ্যমে বাংলার সঙ্গে পরিচয়, রাজীব গান্ধির ক্যামেরায় প্রেমের মুহূর্ত, জ্যোতি বসুর স্নেহপূর্ণ রাজনৈতিক সৌজন্য, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির সংসদীয় পরামর্শ এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগ্রামী উত্থান। সোনিয়া গান্ধির আত্মজীবনী 'বিলংগিং-এ জার্নি অফ লাভ'-এ ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতির সঙ্গে উঠে এসেছে বাংলার সংস্কৃতি ও রাজনীতির একাধিক অধ্যায়।

রাজীব গান্ধির সঙ্গে সোনিয়ার প্রেমের শুরু কেমব্রিজে। প্রেমপর্বে রাজীব তাঁকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের তিনটি অমর সৃষ্টি- 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত' এবং 'অপুর সংসার'। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে সোনিয়ার পরিচয়ের ক্ষেত্রে রাজীবের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা তাঁর আত্মজীবনীর অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ। সত্যজিৎ রায়ের 'অপুর ট্রিলজি' সোনিয়ার সামনে ভারতীয় জীবনের অন্য এক জগৎ খুলে দিয়েছিল। বাংলার গ্রামীণ জীবন, মানুষের সংগ্রাম, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। রাজীবের সঙ্গে দেখা সেই সিনেমাগুলি শুধু বিনোদনের স্মৃতি হয়ে থাকেনি, ভারতীয় সমাজকে বোঝার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সোনিয়ার সম্পর্কের কথাও উঠে



এসেছে তাঁর আত্মজীবনীতে। তার মধ্যে অন্যতম প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি, সোনিয়ার আত্মজীবনীতে তাঁকে তিনি শুধু 'প্রিয়' বলেই সম্বোধন করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসুর সঙ্গে সোনিয়ার সাক্ষাতের স্মৃতিও আত্মজীবনীতে উঠে এসেছে। সিপিএমের সদর দপ্তরে জ্যোতি বসুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সাক্ষাতে জ্যোতি বসু তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানান। সোনিয়ার স্মৃতিতে, জ্যোতি বসু যেন এক দাদু-সুলভ ভঙ্গিতে তাঁকে বলেছিলেন, 'গুড গার্ল, গুড গার্ল, তুমি ভালো কাজ করছ।' প্রয়াত নেতার স্নেহপূর্ণ আচরণ সোনিয়ার মনে বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। কংগ্রেস ও সিপিএমের রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত স্তরে সৌজন্য এবং পারস্পরিক সম্মানের যে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, সেই স্মৃতি তাঁর লেখায় বিশেষভাবে উঠে এসেছে।

তাঁর স্মৃতিকথায় বিশেষ ভাবে জায়গা পেয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানও। সোনিয়ার কথায়, 'কংগ্রেস ছেড়ে নিজের দল গঠন করে দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেছিলেন মমতা।' তিনি জানিয়েছেন, 'মমতা এমন একজন মহিলা রাজনীতিবিদ, যিনি নিজের শক্তিতে এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।' সিপিপি চেয়ারপার্সন লিখেছেন, 'পুরুষপ্রধান রাজনৈতিক জগতে নিজের জায়গা তৈরি করা সহজ ছিল না। সেই বাস্তবতার মধ্যেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ় করেছেন।' বসপা সুপ্রিমো মায়াবতীর প্রতিও শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সোনিয়া।

সোনিয়ার আত্মজীবনীতে রাজীবের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের এক গভীর বেদনাময় অধ্যায়ও উঠে এসেছে। রাহুল ও প্রিয়াংকার জন্মের আগে তাঁদের একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের ১৮ জানুয়ারি নির্ধারিত সময়ের প্রায় দু'মাস আগে শিশুটির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু জন্মের পর বেশিদিন বাঁচেনি সে। সোনিয়া লিখেছেন, শিশুটিকে ইনকিউবেটরে রাখার সময় তিনি তার প্রথম কান্না শুনেছিলেন।

সোনিয়া লিখেছেন, রাজীবের ফোটোগ্রাফির পাশাপাশি সংগীতের প্রতিও ছিল গভীর আকর্ষণ। লন্ডনের এইচএমভি রেকর্ডের দোকানে গিয়ে তাঁরা গান শুনতেন। পছন্দের রেকর্ড শুনে শেষপর্যন্ত নিজেদের জন্য মাত্র একটি রেকর্ড কিনতেন। জ্যাজ, পপ, পাশ্চাত্য ধ্রুপদি সংগীতের পাশাপাশি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতও ছিল রাজীবের পছন্দের তালিকায়। উপহার দিয়েছিলেন মহম্মদ রফির গজলের রেকর্ড এবং সেতারশিল্পী রবিশঙ্করের একটি রেকর্ড।



পঞ্চমুখী চাল বিগ্রহ উৎসবে উপলক্ষ্যে কেদারনাথে রুদ্রপ্রয়াগে পূণ্যার্থীদের ভিড়।

ট্রেনে-বাসে আগুন, অশান্ত বাংলাদেশ

হাসিনার ফেরার ঘোষণার পর উত্তেজনা

ঢাকা, ১০ নভেম্বর : বাংলাদেশে ফেরার ব্যাপারে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তৎপরতা যত বাড়ছে ততই অশান্ত হয়ে উঠছে পদ্মাপার। সোমবার আইনজীবী মারফত নতুন পাসপোর্ট এবং জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে নয়াদিল্লিস্থিত হাইকমিশনে আবেদন করেন আওয়ামি লিগ সভানেত্রী। যদিও পত্রপাঠ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান মঙ্গলবার জানিয়েছেন, 'শেখ হাসিনার যেভাবে পাসপোর্টের আবেদন করেছেন সেটা ভুল। একটি ল ফার্ম শেখ হাসিনার জন্য পাসপোর্ট চেয়ে আবেদন করেছে। যাঁর দরকার তাঁকেই পাসপোর্টের জন্য আবেদন করতে হয়। শেখ হাসিনা নিজে থেকে ওই আবেদন করেননি।' রহমান এও জানিয়েছেন, হাসিনার পাসপোর্ট থাকা বা না থাকা কোনও বাধা নয়। কারণ ওঁকে দেশে ফেরাতে চেয়ে ইতিমধ্যে আবেদন করেছে বাংলাদেশ।

অন্যদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, 'শেখ হাসিনা যদি বাংলাদেশে ফিরে আসেন তাহলে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি হওয়া ভিন্ন আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই।' তাঁকে প্রত্যার্পণ চুক্তি অনুযায়ীই ফিরতে হবে বলেও জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর। তিনি এও জানান, শেখ হাসিনা যদি সত্যিই বাংলাদেশে আসতে চান ভারত সরকারের কাছে তাঁকেই লিখিত আবেদন করে বলতে হবে যে প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় যেন তাকে বাংলাদেশে ফেরত দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ভারত সরকারকে লিখিত কিছু বলেছেন বলে আমার জানা নেই।

এদিকে হাসিনার ফেরার আগেই দফায় দফায় অশান্তি এবং সংঘর্ষে উত্তপ্ত তাঁর খাসতালুক গোপালগঞ্জ। ট্রেনে, বাসে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে নেত্রকোণা, ফরিদপুরে। নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামি লিগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে গোপালগঞ্জে সড়ক অবরোধ, পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর এবং আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। টুঙ্গিপাড়ায় সংঘর্ষের ঘটনাও সামনে এসেছে। গোপালগঞ্জের



জেলা প্রশাসক মোঃ আরিফ-উজ-জামান জানিয়েছেন, জেলার পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিজিবির অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এলাকায়। সোমবার রাত থেকে জেলা সদরসদ বিভিন্ন উপজেলায় ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মহাসড়ক অবরোধের চেষ্টা করেন। বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের শব্দও শোনা গিয়েছে। দুপুরে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে ছাত্রলীগ কর্মীদের। পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন।

সোমবার ভোরে ফরিদপুরে পার্কিংয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাসে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতিরা আগুন ধরিয়ে দেয়। অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে বাসচালকের। অপরদিকে ঝিনাইদহের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ জন পড়ুয়াকে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি ডাবল ডেকার বাসে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে শিয়াকুপা উপজেলার ড্রাগন বাগানে। ঢাকার একাধিক স্থানে বাসে বোমা ছোড়া হয়েছে। অপরদিকে মঙ্গলবার ভোরে নেত্রকোণার মোহনগঞ্জ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা হাওর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে আগুন ধরিয়ে দেয় দুষ্কৃতিরা। দমকলের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

প্রয়াত সমাজকর্মী বাঙ্কর রায়

তিলোনিয়া, ১০ নভেম্বর : জীবনাবসান হল বেয়ারফুট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী সঞ্জিত 'বাঙ্কর' রায়ের। মঙ্গলবার সকালে রাজস্থানের আজমের জেলার তিলোনিয়া গ্রামে নিজের বাড়িতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সকাল সওয়া ৬টা নাগাদ স্ত্রী তথা সমাজকর্মী অরুণা রায় ও শুভানুধ্যায়ীদের উপস্থিতিতে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দেরাদুনের দুন স্কুল এবং দিল্লির সেন্ট স্টিফেনসে



পড়া বাঙ্কর তিনবার জাতীয় স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৭২ সালে রাজস্থানের তিলোনিয়ায় তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেয়ারফুট কলেজ। কাজের স্বীকৃতিতে ১৯৮৬ সালে পদ্মশ্রী এবং ২০১০ সালে টাইম পত্রিকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় স্থান পান বাঙ্কর। গান্ধিবাদী স্বনির্ভরতার আদর্শে তৈরি এই সংস্থায় গ্রামীণ মহিলাদের সৌরপ্রযুক্তি, পানীয় জল ও চিকিৎসার মৌলিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। নিরক্ষর গ্রামীণ মহিলাদের 'সোলার ইঞ্জিনিয়ার' বানিয়ে বিদ্যুৎহীন প্রত্যন্ত এলাকায় আলো পৌঁছে দিয়ে বিশ্ববরেণ্য সমাজসৈনিকের সম্মান অর্জন করেন।

কল্পবিজ্ঞান লিখে বুকার

লন্ডন, ১০ নভেম্বর : সবচেয়ে প্রবীণ লেখক হিসাবে ২০২৬ সালের বুকার পুরস্কার জিতে ইতিহাস গড়লেন ব্রিটিশ সাহিত্যিক এম জন হ্যারিসন। সোমবার লন্ডনে এক জমকালো অনুষ্ঠানে ৮১ বছর বয়সি এই লেখকের হাতে 'দ্য এন্ড অফ এভরিথিং' উপন্যাসের জন্য ৫০ হাজার পাউন্ডের পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

ইংল্যান্ডের কেন্ট উপকূলের পটভূমিতে লেখা এই ব্যঙ্গাত্মক কল্পবিজ্ঞানে এক রহস্যময় বিপর্যয়ের পরবর্তী সামাজিক অস্থিরতা ধরা পড়েছে। মাত্র ১৯৮ পাতার এই সংক্ষিপ্ত উপন্যাসে উঠে এসেছে কৃত্রিম মেধা, প্রযুক্তি ও রাজনৈতিক দোলাচলের নানা দিক, যা বিচারকমণ্ডলীকে তর্কাতীতভাবে মুগ্ধ করেছে।

এগোচ্ছেন আইজেনকোট

তেল আভিভ, ১০ নভেম্বর : ইজরায়েলে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া আরও একধাপ এগোল। বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে সরিয়ে সরকার তৈরির ম্যান্ডেট পাওয়া ইজরায়েলের প্রাক্তন সেনাপ্রধান তথা 'যাশার' পার্টির নেতা গাদি আইজেনকোট নেসেটের (ইজরায়েলের পার্লামেন্ট) গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি নিয়ে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত করে ফেলেছেন।

মঙ্গলবার আইজেনকোট জানান, নাফতালি বেনেট, ইয়ার গোলান, আভিগডোর লিবারম্যান এবং ইয়ার ল্যাপিডের মতো নেতাদের সঙ্গে তাঁর একটি সমঝোতা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, ২৬তম নেসেটের স্পিকার হিসেবে মনোনীত হয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী মাতান কাহানা। এছাড়া, হাউস কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন রয় ফোকম্যান, বিদেশ ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটির দায়িত্বে থাকবেন আভিগডোর লিবারম্যান এবং অর্থ কমিটির প্রধান হবেন লিরান আভিজার বেন-হোরিন।



পেছনে আছি বন্ধু, ভয় নেই... *গাজিয়াবাদে দুই খুদে। মঙ্গলবার।*

হাড়কাঁপানো শীতে লাদাখে ভোট

জোরালো হচ্ছে বয়কটের ডাক

লে, ১০ নভেম্বর : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে আগামী ৪ ডিসেম্বর স্বশাসিত পার্বত্য উন্নয়ন পরিষদের ভোট ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। প্রবল শীত, সীমানা নির্ধারণ নিয়ে ক্ষোভ এবং ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিগুলি অমীমাংসিত থাকা সত্ত্বেও এই ভোট ঘোষণায় লাদাখের পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। কার্গিলে বনধ পালিত হয়েছে, লে-র একাধিক সংগঠন ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছে।

মঙ্গলবার লাদাখের নির্বাচন কমিশনার সুধাংশু পাণ্ডে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, লাদাখের নবগঠিত আটটি জেলা লে (২২ আসন), কার্গিল (২১ আসন), সাঙ্কু (১৩ আসন), চাংথাং (১০ আসন), নুব্রা (৯ আসন), শাম (৯ আসন), জাঁসকর (৯ আসন) এবং দ্রাস (৭ আসন)-এর পার্বত্য পরিষদে ভোটগ্রহণ হবে ৪ ডিসেম্বর। ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে এবং ২০ নভেম্বর তা প্রত্যাহারের শেষ দিন। ২১ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনও অনুষ্ঠিত হবে।

এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার কার্গিলে বনধ পালিত হয়। কার্গিল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স (কেডিএ)-এর ডাকে দোকানপাট, অফিস, বাজারঘাট এবং যান চলাচল পুরোপুরি বন্ধ ছিল। কেডিএ-র দাবি, তীব্র শীতের মধ্যে নির্বাচন করাটা একেবারেই অগণতান্ত্রিক। লাদাখের লোকসভার সাংসদ মহম্মদ হানিফা জান নির্বাচন পিছিয়ে আগামী বছর এপ্রিল-মে-তে করার জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নর বিনয় কুমার সাক্সেনাকে চিঠি দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, ডিসেম্বরে লাদাখের তাপমাত্রা মাইনাস ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়। রাস্তাঘাট বরফে অবরুদ্ধ থাকে এবং বহু প্রবীণ নাগরিক, ব্যবসায়ী ও পড়ুয়া শীতের কারণে জম্মু, শ্রীনগর বা দিল্লিতে চলে যান। এই সময়ে ভোট হলে বিপুল সংখ্যক মানুষ তাঁদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুকের নেতৃত্বে লে অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) ও কেডিএ দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবি এখনও মেনে নেয়নি। এরই মধ্যে ১০০ আসনের নতুন ডিলিমিটেশন (সীমানা নির্ধারণ) প্রক্রিয়া এবং মহিলাদের দাবি উপেক্ষা করে আবগারি নীতিতে সংস্কার না হওয়ায় ক্ষোভ আরও বেড়েছে। প্রতিবাদে লাদাখ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (এলবিএ), লাদাখ গোম্ফা অ্যাসোসিয়েশন এবং লাদাখ নাম্বারদার অ্যাসোসিয়েশনের মতো সংগঠনগুলি পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছে।

গুলিবিদ্ধ রক্ষী

লখনউ, ১০ নভেম্বর : দীপাবলির রাতে বাজি ফাটানো থেকে বচসার জেরে গুলিবিদ্ধ হলেন রাষ্ট্রপতি ভবনের 'প্রেসিডেন্টস বডিগার্ড রেজিমেন্ট'-এর সদস্য সৌরভ তোমর (২৬)। উত্তরপ্রদেশের বাগপত জেলার গোপালপুর খাদানা গ্রামের বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছিলেন সৌরভ। ভাইদের সঙ্গে তিনি বাজি পোড়াচ্ছিলেন। দুই প্রতিবেশী বাধা দেয়। তাতে ঝগড়া বাধলে অভিযুক্তের পিস্তলের গুলি সৌরভের কানে লাগে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে মিরাটের বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউয়ে ভর্তি করা হয়েছে।

রণক্ষেত্র পালামৌ

রাঁচি, ১০ নভেম্বর : কালীপুজোর বিসর্জনকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের রূপ নিল ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলা। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে ব্যাপক পাথর ছোড়া ও গুলি চলার জেরে চার পুলিশকর্মী সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালাতে হয়। রেহালা থানায় এই ঘটনায় ৩১ জনের নাম উল্লেখ করে ও ২০০ জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

মৃত ৩ শ্রমিক

চেন্নাই, ১০ নভেম্বর : হোসুরের কাছে অ্যাপল আইফোনের যন্ত্রাংশ নির্মাণকারী টাটা ইলেক্ট্রনিক্স কারখানায় বর্জ্য শোধনাগারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করার সময় তিন কর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ন্যানো ফিলট্রেশন ট্যাংকের বর্জ্য জল পরিষ্কারের সময় বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে এই বিপত্তি ঘটে বলে প্রাথমিক অনুমান।

গার্হস্থ্য হিংসা

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : জাতীয় মহিলা কমিশনে প্রতি বছর দেড় লক্ষের বেশি অভিযোগ জমা পড়ে, যার মধ্যে গার্হস্থ্য হিংসার মামলাই সবচেয়ে বেশি বলে জানিয়েছেন চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাটকর। কমিশনের হেল্পলাইন নম্বর ১৪৪৯০-এর মাধ্যমে কোনও দ্বিধা ছাড়াই মহিলাদের সমস্যার কথা জানানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

আইসিএসই-আইএসসি শুরু ফেব্রুয়ারিতে

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : কাউন্সিল ফর দ্য ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট এগজামিনেশনস (সিআইএসসিই)-এর তরফে ২০২৭-এর দশম (আইসিএসই) এবং দ্বাদশ (আইএসসি) শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হল মঙ্গলবার। আগামী ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে আইএসসি পরীক্ষা। চলবে ৮ এপ্রিল পর্যন্ত। ১৫ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে আইসিএসই পরীক্ষা, যা শেষ হবে ৩১ মার্চ। পরীক্ষার রুটিন বোর্ডের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

এবারের আইসিএসই পরীক্ষায় সময়ের ক্ষেত্রে একটি বড় বদল এনেছে বোর্ড। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, সকাল ১০টায় পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নপত্র পড়ার জন্য ১০ মিনিট সময় দেওয়া হবে এবং ১০টা ১৫ মিনিট থেকে উত্তর লেখা শুরু হবে। এর জন্য পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিজেদের নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বোর্ডের প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৭ সালে দেশ-বিদেশ মিলিয়ে প্রায় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পড়ুয়া পরীক্ষায় বসতে চলেছে। এর মধ্যে আইসিএসই পরীক্ষার্থী প্রায় ২ লক্ষ ৭০ হাজার এবং দ্বাদশ শ্রেণির আইএসসি পরীক্ষার্থী ১ লক্ষ ১০ হাজার ২৫ জন।

নিয়মে বড় বদল

রাজ্যভিত্তিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যার নিরিখে নজর কাড়ছে পশ্চিমবঙ্গ। দশম এবং দ্বাদশ দুই ক্ষেত্রেই পরীক্ষার্থীর সংখ্যায় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে এই রাজ্য। বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৬-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে পরীক্ষার্থীদের অ্যাডমিট কার্ড দেওয়া শুরু হবে।

সরব বিদেশমন্ত্রক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : ঢাকার বস্তি ও অপরিচ্ছন্ন এলাকাকে দিল্লি দেখিয়ে ভারত-বিরোধী প্রচারের অভিযোগে চিনা ব্লগারদের বিরুদ্ধে সরব হল বিদেশমন্ত্রক।

সোমবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'কোনও দেশের বিকৃত ছবি তুলে ধরার চেষ্টা দুর্ভাগ্যজনক। ঢাকার কিছু এলাকাকে দিল্লি বলে বিদেশি শক্তির প্রচার চালানোর বিষয়টি সামনে এসেছে। এ ধরনের মিথ্যা বয়ান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁদের পিছনে থাকা শক্তির বিশ্বাসযোগ্যতাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে ভারত।' বাংলাদেশের সংবাদপত্র প্রথম আলোর দাবি, প্রায় ১৫০ জন চিনা নাগরিক ঢাকার টেকপাড়া ও উত্তরার দরিদ্র বসতির ছবি দিল্লির দৃশ্য বলে চিনের সমাজমাধ্যমে প্রচার করছেন।

নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১০ নভেম্বর : মার্কিন মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকান পার্টির ভরাডুবির পর এবার 'ভোট চুরি'র অভিযোগ তুললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইজরায়েলে সদ্য ক্ষমতা হারানো লিকুদ পার্টির নেতা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুও সম্প্রতি একই দাবি করেছেন। দেশের এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেই ইরান ইস্যুতে ট্রাম্পের উপর ক্রমাগত চাপ বাড়িয়ে চলেছেন নেতানিয়াহু। হোয়াইট হাউস সূত্রে খবর, ইরানে ফের সামরিক হামলা শুরুর জন্য ট্রাম্পকে প্রতিদিন ফোন করছেন তিনি।

ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প দাবি করেন, এই নির্বাচন সততার সঙ্গে হয়নি। মেশিনের কারচুপিকে দায়ী করে তিনি একে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় অধঃপতন বলে আখ্যা দিয়েছেন। ইজরায়েলের নির্বাচনে গাদি আইজেনকোটের কাছে সরকার গঠনের সুযোগ হারানোর পর নেতানিয়াহুও ভোট প্রক্রিয়ায় কারচুপি, ঘুষ ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ এনেছিলেন। অন্যদিকে, 'ফিন্যান্সিয়াল টাইমস'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, নেতানিয়াহু প্রতিদিন ট্রাম্পকে ফোন করে যুদ্ধ শুরুর আর্জি জানালেও হোয়াইট হাউসের অন্দরমহল এবং আরব বিশ্বের নেতারা এর প্রবল বিরোধিতা করছেন। কাতার, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং তুরস্কের রাষ্ট্রনেতারা ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলে সংঘাতের বদলে কূটনীতি ও শান্তি আলোচনার পথ বেছে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, 'সামরিক দিক থেকে ইরান কার্যত শেষ। আমরা আপাতত স্থিতাবস্থা বজায় রাখছি।'

দিল্লি রক্ষায় কী ব্যবস্থা, জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : দীপাবলির বিষাক্ত ধোঁয়াশায় দিল্লির পরিস্থিতি প্রাণঘাতী হয়ে ওঠায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। রাজধানীতে বিপজ্জনক গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থান সরকারকে দু'সপ্তাহের মধ্যে সমন্বিত পদক্ষেপের স্পষ্ট পরিকল্পনা জমা দেওয়ার কড়া নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চের স্পষ্ট পর্যবেক্ষণ, 'জরুরি ভিত্তিতে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ করা প্রয়োজন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।' শস্যের গোড়া পোড়ানো কমলেও আদালতের উদ্বেগ, 'অন্য একটি বড় বিষয় প্রকাশ্যে আসছে। তা হল— গাড়ির ধোঁয়া সংক্রান্ত সমস্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।' মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ির দাপট রুখতে দিল্লি পুরসভা ও পুলিশকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

এদিকে, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত দেদার নিষিদ্ধ বাজি ফাটায় রাজধানীতে পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে দূষিত দীপাবলি কাটল। মধ্যরাতে বাতাসে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা পিএম ২.৫-এর মাত্রা গিয়ে ঠেকেছিল প্রতি ঘনমিটারে ৩,৭৪৪ মাইক্রোগ্রামে, যা দেশের দৈনিক নির্ধারিত জাতীয় মানদণ্ডের চেয়ে প্রায় ৬০ গুণ বেশি।

মুন্ডকা থেকে শুরু করে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় ও

দূষণ তথ্য উধাওয়ে সরব বিরোধীরা



নেতাজি সুভাষ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দূষণের কণা বিপজ্জনক সীমা ছাড়িয়ে যায়। আরকে পুরমে পিএম ২.৫ অনুমোদিত সীমার প্রায় ৪০ গুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২,৩৮৯ মাইক্রোগ্রামে। একই সঙ্গে আনন্দ বিহারে ভাসমান স্থূল ধূলিকণা বা পিএম ১০-এর মাত্রা পৌঁছোয় ৩,৪৯০ মাইক্রোগ্রামে।

বিষ-বাতাসের কামড়ের মধ্যেই গভীর রাতে রাজধানীর বাতাসের গুণমান নজরদারি কেন্দ্রগুলি আচমকা অকেজো হয়ে যাওয়ায় তা নিয়ে ক্ষোভ ছড়ায়। মোট ৫৯টি কেন্দ্রের মধ্যে রবিবার রাত ১টার সময় এক ধাক্কায় ৩৬টি কেন্দ্রের তথ্য প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক বাজি পোড়ানোর সময় মাত্র ২৩টি কেন্দ্র সচল ছিল।

এরপরই নজরদারি কেন্দ্রের তথ্য উধাও হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা চরমে ওঠে। আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজের অভিযোগ, দূষণের আসল রূপ আড়াল করতে তথ্যে সরাসরি কারচুপি করা হয়েছে। জবাবে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র বলেন, 'যিনি অভিযোগ করছেন, তাঁর উচিত বিস্তারিত তথ্য দেওয়া। তা হলেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।'

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য বিভ্রাট নিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। গত ১২ বছরে বিজেপি কেবল প্রচার আর দায় এড়ানোর রাজনীতি করেছে বলে অভিযোগ তুলে খাড়গে বলেন, 'নির্মল বাতাস মানুষের মৌলিক অধিকার, সরকারের দয়ার দান নয়।'

সোমবার দিল্লির বাতাসের গুণমান সূচক ৩৭৬ বা 'অতি খারাপ' থাকলেও ম

বিজয়ার পরে

শেষ নেই যে অপেক্ষার



‘বিজয়ার পরে। ছকভাঙা ছবি। পুজোর আগমন থেকে বিসর্জন, উঠে এসেছে নতুন আঙ্গিকে। তরুণ, নবীন পরিচালক অভিজিৎ শ্রীদাসের ছবি। পরিচালক এবং প্রযোজক দুজনেই উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্র। সুজিত রাহা মেনস্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রির বাইরের মানুষ হয়েও এমন একটি ছবি প্রযোজনা করেছেন, যা কলকাতার বাইরের গোটা বাংলার প্রযোজকদেরও বাংলা ছবি করতে প্রেরণা যোগাবে।

তথাকথিত সিনেমার সত্যজিৎ রায়ের ‘আগন্তুক-এর আবহে রয়ে যায় বাঙালির শারদোৎসব, প্রত্যক্ষ চেতনায় উঠে আসে এক অন্য ধরণের প্রত্যাবর্তনের গল্প। সেই ‘আগন্তুক-এর বিখ্যাত জুটি দীপঙ্কর দে আর মমতা শঙ্কর ‘বিজয়ার পরেতে জেগে উঠলেন ফিনিক্স পাখির মতোই।

‘গুলঞ্চ বাড়ির দম্পতি অলকানন্দার চরিত্রে মমতা শঙ্কর। আনন্দর চরিত্রে দীপঙ্কর দে। আমরা একে ওপরকে লতিয়ে যে ভাবে আঁকড়ে ছিলাম সেই গুলঞ্চ কবে শুকিয়ে গিয়েছে। বুড়ো শালিকের মতো ‘গুলঞ্চ বাড়িতে দুর্গাপুজোর প্রেক্ষাপটে ক্রমশ নিরুদ্দেশ হতে থাকা মানুষগুলিকে খুঁজে বেড়ান তাঁরা। নিরুদ্দেশ মানুষগুলি আসলে তাঁদের ছেলেমেয়ে - কুমার, উজান আর মিনু। যারা কর্মব্যস্ততা আর পরিস্থিতির চাপে যে যার শহরে ব্যস্ত। একা বুড়োবুড়ি পড়ে থাকে এই ‘গুলঞ্চ আঁকড়ে। বর্তমান সময়ের এক জ্বলন্ত সমস্যাকে ছবিতে তুলে ধরেছেন পরিচালক অভিজিৎ। খাঁ খাঁ বাড়িতে বুড়োবুড়ি খুঁজে ফেরে আগলানো অতীত। এই তো ছেলেরা ছুটে বেড়াচ্ছে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে। মেয়ে মিনু পুকুর ঘাটে বসে কবিতা বলছে। ঠাকুরদালানে নাচ করছে। শরতের উপহার শিউলি ফুল যেন তাঁদের এসব পুরনো অতীত আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়।





সংসারে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা গিন্নিদের চিরকালই বেশি। কিন্তু কর্তা আনন্দ সন্তানদের থেকে পাওয়া এই অবহেলা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না। যদিও মেয়ে মিনু ওরফে স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রটা আলাদা। মিনু এখন পরিবারে ‘একঘরে। বাবা-ই মেয়েকে ত্যাজ্যকন্যা করেছেন। কিন্তু কেন? সে উত্তর ‘বিজয়ার পরে ছবি দেখলেই বুঝবেন।

পুজোতেও আসার সময় কারওরই হয় না। সবার সময় হয় সেই ‘বিজয়ার পরেই। এই আসা কি বড্ড দেরি হয়ে গেল? ছবির ক্লাইম্যাক্স এখানেই। চিত্রনাট্যের বাঁক বদলও এত দৃঢ় যে, তা আসন ছেড়ে দর্শককে উঠতে দেয় না। লিখলেন শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুজোতেও আসার সময় কারওরই হয় না। সবার সময় হয় সেই ‘বিজয়ার পরেই। এই আসা কি বড্ড দেরি হয়ে গেল? ছবির ক্লাইম্যাক্স এখানেই। শুধু ক্লাইম্যাক্স নয়, চিত্রনাট্যের বাঁক বদল এত দৃঢ়, যে তা আসন ছেড়ে দর্শককে উঠতে দেয় না।

বহু যুগ পর দীপঙ্কর দে যে এখনও ফুরিয়ে যাননি তা তিনি প্রমাণ করার সুযোগ পেলেন। ‘শুভ বিজয়া কথাটা কী মর্মস্পর্শীভাবে ব্যবহার করেছেন পরিচালক! ‘বিজয়ার পরে ছবির প্রাণপ্রতিমা মমতা শঙ্কর। ছবির পরতে পরতে নিজেকে উজাড় করে অভিনয় করেছেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধের পর মমতা দুর্ধর্ষ। একাই ছবিটির রুদ্ধশ্বাস টেনে নিয়ে চলেন।

ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র 'মৃন্ময়ী' ওরফে 'মিনু' স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় অনবদ্য। স্বপ্নে স্বস্তিকা যেন আসেন সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী'র মতোই শিরশিরানি অনুভূতি নিয়ে। বিদীপ্তা, পদ্মনাভ, মিশকা, অনিমেষ, ঋতব্রত, খেয়া, মীর, তনিকা ও বিমল যে যার চরিত্রে মন ছুঁয়েছেন। রণজয় ভট্টাচার্যর সংগীত পরিচালনায় শাওনি মজুমদারের কণ্ঠে ‘ও সখী কার আঁখি আজ ডেকেছে গানটির সঙ্গে মমতা শঙ্করের কোরিওগ্রাফি মনে রয়ে যায়।

সত্যজিৎ-ঋতুপর্ণর পর অভিজিতের মতো পরিচালকের কাঁধে ভর করে দীপঙ্কর দে, মমতা শংকর তাঁদের রসায়ন জমিয়ে দিলেন। পুজোর পরে এই পুজোর ছবিটি রেশ রেখে যায় মনে।



সানির স্ত্রী হয়ে প্রতিক্রিয়া তনুশ্রীর



সানি দেওলের বিপরীতে ‘সূর্য, অন্ত সে আরম্ভ তক’ ছবিতে দেখা যাবে বাংলার তনুশ্রী চক্রবর্তীকে। ছবিতে সানি অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার, তনুশ্রী সানির স্ত্রী হয়েছেন। সুদূর আমেরিকার বাসিন্দা এই অভিনেত্রী বলেন, ‘সানি শুধু একজন বড় হিরো নন, খুব ভালো মানুষ, উনি ভীষণ শান্ত। চরিত্রগুলো যেভাবে তিনি ফুটিয়ে তোলেন তা সত্যি শেখার।’

সর্বভারতীয় দর্শক এই প্রথম তাঁকে দেখবে, তার জন্যও তিনি দারুণ রোমাঞ্চিত। নাচের দৃশ্যেও তাঁর কাজ প্রশংসা পেয়েছে। কোরিয়োগ্রাফার বৃন্দা, যিনি মণি রত্নমের সব ছবিতে কাজ করেছেন, তনুশ্রীর কাজে খুব খুশি। তিনি বলেছেন তনুশ্রীকে, ‘তুমি খুব সুন্দরী, তোমার এক্সপ্রেশন খুব ভালো।’ তনুশ্রী স্বাভাবিকভাবেই অভিভূত। তাঁর কথায়, ‘এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে এরকম প্রতিক্রিয়া আসা সত্যই বড় পাওনা।’

দেশ থেকে তাঁর সহকর্মীরা শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ছবির জন্য। সূর্য, এম পদ্মকুমার পরিচালিত মালায়ালাম ছবি জোসেফ-এর হিন্দি রিমেক, মুক্তি পাচ্ছে ২০ নভেম্বর।



সীতার অ্যাকশন, রেগে লাল মুকেশ

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ বক্স অফিসে তুলকালাম করছে। এর মধ্যেই ৫০০ কোটির মতো ব্যবসা করে ফেলেছে। কিন্তু তার মধ্যে বিতর্কও দানা বাঁধছে এবং তার কারণ সীতাদেবী। সাই পল্লবীর সীতা রীতিমতো রাক্ষসদের সঙ্গে মারামারি করছেন, তাদের মেরে তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এমন দৃশ্যে দর্শকরা দারুণ ক্ষুব্ধ।

এযাবৎ পড়া বা দেখা রামায়ণের কোথাও সীতাদেবীর এমন রূপ দেখা যায়নি। প্রশ্ন উঠছে, এই তথ্য কোথায় পাওয়া গিয়েছে। এসব দেখে রেগে লাল অভিনেতা মুকেশ খান্না। এর আগে গো-মাংস ভক্ষণকারী রণবীর কাপুরের সমালোচনা করেছিলেন। এবার পারদ আরও চড়ালেন সাই-এর সীতাকে দেখে। তিনি বলেছেন, ‘আপনি ভাবতে পারছেন মা সীতা ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাঈয়ের মতো বা আজকের সিনেমার নায়িকাদের মতো মারপিট করছেন? আমি বাল্মিকী রামায়ণ পড়েছি। ওখানে কোথায় লেখা আছে সীতা যুদ্ধ করেছেন। উনি মর্যাদাবান পুরুষোত্তমের স্ত্রী। তাঁর মধ্যে সেবা-সেবা ভাব আছে। উনি যদি যুদ্ধই করবেন তাহলে রাবণ তঁকে হরণ করল কী করে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নীতেশ বলেছিলেন, ‘আমরা অদ্ভুত রমায়ণ থেকে এই দৃশ্য নিয়েছি।’ মুকেশ বলেছেন, ‘রামায়ণ একটাই যা মহর্ষি বাল্মিকী লিখেছেন। ওঁরা নাকি অদ্ভুত রামায়ণ থেকে এই দৃশ্য নিয়েছেন। নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে মহাকাব্যের কাঁটাছেঁড়া করা কেন। বাইবেল নিয়ে করুক না। লজ্জা হওয়া উচিত।’





রাবণ ন্যায়পরায়ণ, আপত্তি নীতীশ ভরদ্বাজের

রামায়ণ-এর প্রথম ঝলক দেখে তিনি বলেছিলেন ছবি অস্কার পাবে, কিন্তু ছবি দেখে হতাশ অভিনেতা নীতীশ ভরদ্বাজ। তিনি বলেছেন, বিশ্বে ভারতের প্রতিনিধি হবার যোগ্য নয় এই ছবি। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বড় পোস্ট করে লিখেছেন, ‘রাবণকে উদার, সামাজিক দিক দিয়ে অনেক ন্যায়পরায়ণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যের নৈতিক কাঠামোটাই বদলে গিয়েছে। ছবি নিয়ে বলার মতো কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছি না। চোখ ধাঁধানো দৃশ্য বা আধুনিক প্রযুক্তি কখনও এই মহাকাব্যের মূল দর্শনের গভীরতার বিকল্প হতে পারে না।’ এর সঙ্গে তিনি বলেছেন যে ছবি ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে ভুলভাবে তুলে ধরে, সেই ছবি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় ছবির প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্য নয়।’

একনজরে সেরা

আবার সৌরভ

স্টার জলসার ‘খেলো বাংলা’ গেম শো-তে সঞ্চালনা করবেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। কিছুদিন আগই চ্যানেল কর্তৃপক্ষ শো-এর প্রথম ঝলক প্রকাশ করেছিল। এবার এল শো-এর প্রোমো। জানা গেল, প্রতিযোগীই এখানে প্রশ্ন করবে, সেইই উত্তর দেবে এবং জিততে পারবে প্রায় ২.৫ কোটিরও বেশি টাকা। অডিশন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

ওরা পাঁচজন

বাংলা ছবি নজরবন্দীর টিজার এল। অভিনয়ে আছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, রাজনন্দিনী পাল, দর্শনা বণিক, দেবলীনা ও পায়েল সরকার। টিজারে দেখা গেল, রাজনন্দিনী কথায় ভুলিয়ে ঋতুপর্ণার ছবি তুলছে। মনে করা হচ্ছে সে সাইবার ক্রাইমের সঙ্গে যুক্ত। কারও ছবি তোলার সময়ে তার নাড়িনক্ষত্র জেনে কম্পিউটারের সাহায্যে তাকে সর্বস্বান্ত করে। বাকিদের চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায়নি।

ডায়াবেটিক নিক

আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস অ্যাওয়ারনেস উইক-এ পপস্টার নিক জোনাস জানালেন, তাঁর ১৩ বছর বয়সে টাইপ ১ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার কথা। সোশ্যাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করে ২১ বছর ধরে এই অসুখের সঙ্গে তাঁর লড়াইয়ের কথা জানিয়েছেন। লিখেছেন, ‘তুমি না থাকলে আমার জীবন অন্যরকম হত।’ নতুন প্রজন্মের ডায়াবেটিক ছেলেমেয়েদের মনের জোর বাড়ানোর জন্য এই পোস্ট, তিনি জানিয়েছেন।

বাবার জন্য

বাবা সেলিম খান ‘বচপন’ ছবিতে অভিনয় করছিলেন। সে ছবির গান মুঝে তুমসে মুহব্বত হ্যয়, মগর ম্যায় কহ নহি সকতা গানটি গাইলেন মোহিত চৌহান, বিগ বস-এ এসে। তাতেই সেলিম-পুত্র সলমন খানের চোখে জল এল। বাবা সলমনের খুব কাছের, সে কথা বহুবার বলেছেন। তাঁর চোখের জল তা আবার প্রমাণ করল।

প্রথম পরিচালনা

খরাজ মুখোপাধ্যায় ছবি পরিচালনায় আসছেন। ছবির নাম, এক যে ছিল চোর। অভিনয়ে প্রসূন গাইন, আরিয়ান ভৌমিক, তপতী মুন্সী প্রমুখ। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে সত্য, সে চোর, তার একমাত্র বোন লক্ষ্মীও চোর। সত্যর করা একটা চুরি থেকে তাদের জীবন বদলে যাবে। গ্রামের অচেনা জীবন দেখা যাবে ছবিতে।

ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছেন শোভন



অন্বয়ের বাবা আর মা হয়েছেন শোভন গঙ্গোপাধ্যায় আর সোহিনী সরকার। আলোর উৎসবে বাড়ি সাজিয়েছিলেন আলোয়। দুজনে আলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে ছবি তুলেছেন। কিন্তু চোখ টেনেছে শোভনের বাবার দায়িত্ব পালন। অন্বয়ের মুখে ফিডিং বটল দিয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন তিনি। বাবা হবার আনন্দ, দায়িত্বপালনে একাগ্রতা, ফুটে উঠেছে তার চোখেমুখে। এর আগে সন্তানের জন্য রাতজাগা প্রসঙ্গে সোহিনী বলেছিলেন, ‘শোভন আর আমি পালা করে সামলাচ্ছি।’ এদিন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে দেখে বাবা হিসেবে শোভনের দায়বদ্ধতা আর সন্তুষ্টির নমুনা দেখে নেটমহল অভিভূত। কমেন্টে ভরে যাচ্ছে বক্স।

ছোট্ট তারা



সায়ন বসাক দিনহাটা সারদা শিশুতীর্থের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি অঙ্কন ও আবৃত্তিতে বেশ নজর কেড়েছে এই খুদে।

উৎসবের বাজারে এবার স্বাদেরও প্রতিযোগিতা। মিষ্টির বাক্সে শুধু চেনা সন্দেশ কিংবা প্যাঁড়া নয়, জায়গা করে নিচ্ছে হরেকরকমের অভিনব পদ। কোথাও মিষ্টির চেহারায় বাজির ছোঁয়া, কোথাও আবার বাঙালির প্রিয় খাবারে ভিন স্বাদের পরীক্ষা। ভাইফোঁটাকে ঘিরে দিনহাটার মিষ্টি ব্যবসায়ীদের এই নতুন আয়োজন ক্রেতাদেরও নজর কাড়ছে।

ভাইফোঁটার থালায় মিষ্টির মহোৎসব



অমৃতা দে

দিনহাটা, ১০ নভেম্বর : বাজির মতো দেখতে মিষ্টি! আবার সামোসার আদলে মিষ্টির পদ! ভাইফোঁটার থালায় এবার এমনই চমক। ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা দেওয়ার পর মিষ্টিমুখ করানোর রীতিতে এবার যুক্ত হয়েছে নতুন স্বাদের হাতছানি। চেনা প্যাঁড়া, সন্দেশের পাশাপাশি জায়গা করে নিচ্ছে ক্যান্ডি ক্রাশ সন্দেশ, কেক রসমালাই, পেস্ট্রি সামোসা। উৎসবের আগেই তাই দিনহাটার মিষ্টির দোকানগুলিতে শুরু হয়েছে ক্রেতাদের আনাগোনা।

ঐতিহ্যের শিকড়ে

বাংলার মিষ্টির ইতিহাস শুধু রসনার নয়, সংস্কৃতিরও। একসময় দুধ ঘন করে ক্ষীর, গুড়, নারকেল, চাল কিংবা ডালের উপকরণে তৈরি হত নানা মিষ্টান্ন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যেও সন্দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে আজকের ছানাভিত্তিক সন্দেশের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ছানা তৈরির পদ্ধতি। খাদ্য-ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় বলা হয়েছে, অষ্টাদশ শতকে পর্তুগিজদের মাধ্যমে বাংলার মিষ্টি তৈরিতে ছানার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে। তার পর সন্দেশ, রসগোল্লা, রসমালাইয়ের মতো ছানার মিষ্টি জনপ্রিয়তা পায়।

পিঠার ঐতিহ্য আবার গ্রামীণ বাংলার ঘরোয়া খাদ্যসংস্কৃতি ও নবান্ন-পৌষপার্বণের সঙ্গে জড়িয়ে। চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্যের মতো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে গুড়, নারকেল ও নানা মিষ্টান্নের উল্লেখ মেলে। সময়ের সঙ্গে উপকরণ, তৈরির কৌশল ও পরিবেশনে বদল এসেছে। তবু উৎসবের সঙ্গে মিষ্টির যোগ অটুট থেকেছে।

নতুন পরীক্ষা

দিনহাটার চওড়াহাট বাজার সংলগ্ন একটি মিষ্টির দোকানে এবার সেই ঐতিহ্যের পাশেই সাজানো হয়েছে নতুন ধরনের মিষ্টি। রয়েছে ভাইফোঁটা লেখা প্যাঁড়া, মুগডালের বরফি, পিঠা, রংবেরঙের বাজির মতো দেখতে 'ক্যান্ডি ক্রাশ' সন্দেশ, কেক রসমালাই, কাজু কাটলি ও পেস্ট্রি সামোসা। মিষ্টির নাম ও সাজে নতুনত্ব থাকলেও উপকরণের অনেকগুলিই পরিচিত। ডাল, দুধ, ছানা, কাজু— চেনা উপকরণকে নতুন আকারে পরিবেশনই এখন দোকানগুলির অন্যতম কৌশল।

মুগডালের বরফিতে ডালের ব্যবহার বাংলার ডালভিত্তিক মিষ্টির ধারার সঙ্গে মেলে। অন্যদিকে প্যাঁড়া ও কাজু কাটলির মতো মিষ্টি বাংলার বাইরেও পরিচিত। 'ক্যান্ডি ক্রাশ' বা পেস্ট্রি সামোসার মতো নাম অবশ্য সাম্প্রতিক রুচি ও উপস্থাপনার পরিচয়। এগুলিকে প্রাচীন মিষ্টান্নের ঐতিহ্য বলে দাবি করার সুযোগ নেই। বরং পুরোনো উপকরণে নতুন চেহারা দেওয়ার প্রবণতাই এখানে নজর কাড়ছে।

ওই দোকানের ব্যবসায়ী সানি তালুকদার বলেন, 'ভাইফোঁটাকে সামনে রেখে এবার বেশ কয়েক ধরনের নতুন মিষ্টি তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে ক্যান্ডি ক্রাশ, মুগডালের বরফি এবং ভাইফোঁটা লেখা প্যাঁড়ার চাহিদা ভালো। ক্রেতাদের পছন্দের কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন।'

তালিকায় নতুনত্ব

রংপুর রোড সংলগ্ন মিষ্টির দোকানেও একই ব্যস্ততা। কাউন্টারের সামনে ক্রেতাদের ভিড়। পছন্দের মিষ্টি বেছে নিতে ব্যস্ত অনেকেই। শহরের ব্যবসায়ী সুবল ঘোষের কথায়, 'ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে প্রতিবছরই মিষ্টির চাহিদা বাড়ে। এবারও ক্রেতাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি রাখা হয়েছে। নতুনত্বের পাশাপাশি স্বাদ ও গুণমান বজায় রাখার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।'

মিষ্টি কিনতে আসা রিয়া দাস বলছিলেন, 'প্রতিবছর ভাইফোঁটায় ভাইয়ের জন্য মিষ্টি কিনি। তবে এবার দোকানে এত রকমারি মিষ্টি দেখে বেশ ভালো লাগছে। ভাইয়ের জন্য ক্যান্ডি ক্রাশ ও বিশেষ প্যাঁড়া কিনব।' আর এক ক্রেতা বর্বিতা রায় বক্তব্য, 'ভাইফোঁটার দিনে মিষ্টিমুখ করানো আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের রীতি। এবার নতুন নতুন মিষ্টি পাওয়ায় পছন্দ করে কেনার সুযোগ হচ্ছে।'

মিষ্টিতে ভালোবাসা

ভাইফোঁটায় উপহারের দাম নয়, গুরুত্ব পায় তার পিছনের ভালোবাসা। ভাইয়ের কপালে চন্দনের ফোঁটা, হাতে ধান-দূর্বা আর শেষে মিষ্টিমুখ— এই পরিচিত রীতির মধ্যেই থাকে সম্পর্কের উষ্ণতা। সময়ের সঙ্গে মিষ্টির চেহারা বদলেছে, এসেছে নতুন নাম ও স্বাদ। কিন্তু ভাইয়ের মুখে মিষ্টি তুলে দেওয়ার আনন্দ একই রয়ে গিয়েছে। দিনহাটার দোকানগুলির বাহারি আয়োজন সেই চিরচেনা আবেগকেই নতুন রঙে সাজিয়েছে।







বাংলার মিষ্টির পথচলা

প্রাচীন ও মধ্যযুগ

- গুড়, নারকেল, নাড়ু ও নানা মিষ্টান্নের উল্লেখ বাংলা সাহিত্যে।

অষ্টাদশ শতক

- পর্তুগিজ প্রভাবের সঙ্গে বাংলায় ছানা তৈরির প্রচলন বিস্তার।

পরবর্তী সময়

- ছানার ব্যবহারে সন্দেশ, রসগোল্লার মতো মিষ্টির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি।

বর্তমান সময়

- চেনা উপকরণে নতুন আকার, নাম ও স্বাদের পরীক্ষা।

- ভাইফোঁটায় দিনহাটার দোকানে বাহারি মিষ্টির সম্ভার
- ক্যান্ডি ক্রাশ সন্দেশ ও পেস্ট্রি সামোসায় নতুনত্ব
- চেনা উপকরণে বদলেছে মিষ্টির চেহারা ও পরিবেশন
- ভাইয়ের পছন্দের মিষ্টি কিনতে ক্রেতাদের ভিড়

হোয়াটসঅ্যাপ সন্দেশ, টার্কির বাকলাভা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : তুরস্কের বিখ্যাত মিষ্টি 'বাকলাভা' কিংবা মোগল আমলের 'ফিরনি'। ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে একেবারে এলাহি চমক রেখেছেন মিষ্টান্ন বিক্রেতারা। সঙ্গে রয়েছে নলেন গুড়ের তৈরি 'হোয়াটসঅ্যাপ', 'ফেসবুক' এবং বিশেষ 'ভাইফোঁটা' সন্দেশও। মিস্টির এমন বহর দেখে আর নিরাশ হতে হবে না ভাইদের-মনে করছেন বিক্রেতারাও।

ভাইফোঁটার মতো উৎসবের আনন্দ মিষ্টিমুখ ছাড়া অসম্পূর্ণ। বাঙালির সাবেকি মিষ্টির পাশাপাশি শেষপাতে ফিউশন মিষ্টির খোঁজে বোনেদের আগ্রহ তুঙ্গে। ভোজনরসিক ভাইদের মন জয় করতে মাছ-মাংসের পাশাপাশি পাতে দই আর হরেকরকমের মিষ্টি রাখতে ভোলেননি তাঁরা। সেকথা মাথায় রেখেই শহরের মিষ্টির দোকানগুলোতে ক্রেতাদের উপচে পড়া ভিড় চোখে পড়ছে।

প্রতি বছর ভাইফোঁটায় কোচবিহারে মিষ্টির চাহিদা কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এবারেও তার অন্যথা হয়নি। রসগোল্লা, মালাই চপ, কালাকাঁদ, চন্দনচুর, রসমালাই, গোলাপজাম, শাহি রসগোল্লা, দুধ চমচম, ক্ষীরের রসমালাই, সুগার ফ্রি রসগোল্লা ও প্রাণহরার পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে নানা ঘরানার ফিউশন মিষ্টি। বড় দোকানগুলোতে অবশ্য ফোঁটাকে কেন্দ্র করে রসগোল্লা তৈরিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী শাহি ক্ষীরদই ও মহাক্ষীর দই সমানভাবে বিকোচ্ছে।



ব্যবসায়ীদের মতে, রসগোল্লার চিরকালীন চাহিদার পাশাপাশি গতানুগতিক ধারা ভেঙে এবার ভিন্ন স্বাদের মিষ্টিতেও দারুণ সাড়া মিলছে। মিষ্টি বিক্রেতা বিশ্বজিৎ বণিক বলেন, 'বরাবরই বিশেষ দিনগুলোতে রসগোল্লার চাহিদা বেশি থাকে। এবারেও সেকথা মাথায় রেখে প্রায় ১০ হাজার করে রসগোল্লা তৈরি হয়েছে।' আরেক ব্যবসায়ী রাজু ঘোষেরও একই মন্তব্য। মঙ্গলবার বিকেল থেকে মিষ্টির দোকানগুলো ছিল ভিড়ে ঠাসা। এদিন লাইনে দাঁড়িয়ে মিষ্টি কিনতে দেখা গেল অরূপ দাসকে। তিনি বলেন, 'ভাইফোঁটার জন্য ভালো মিষ্টি শেষ হয়ে যেতে পারে, সে কথা ভেবে বিকেলেই মিষ্টি কিনে নিয়ে যাচ্ছি।' নানারকম মিষ্টির আয়োজন নিয়ে মিষ্টান্ন বিক্রেতা সঞ্জীব বণিকের মন্তব্য, 'রসগোল্লার বিক্রি বরাবরই বেশি। তা সত্ত্বেও আমরা ফিউশন মিষ্টিতে জোর দিয়েছি।' ফলে ভাইফোঁটার আগের রাতে মিষ্টির দোকানগুলোতে ক্রেতাদের এই ভিড় শহরের উৎসবের আমেজকেই জিইয়ে রেখেছে।

> বরাবরই বিশেষ দিনগুলোতে রসগোল্লার চাহিদা বেশি থাকে। এবারেও সেকথা মাথায় রেখে প্রায় ১০ হাজার করে রসগোল্লা তৈরি হয়েছে।
>
> **- সঞ্জীব বণিক, মিষ্টি ব্যবসায়ী**

পাতে রাজত্ব ক্লাউড কিচেনের



-প্রতীকী ছবি

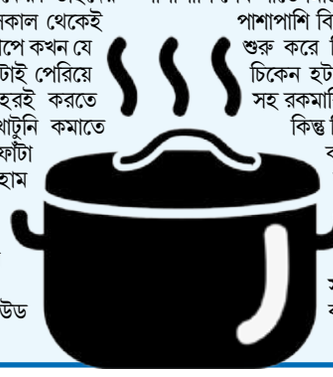
> ভাইফোঁটার দিন সকালে ফোঁটার আয়োজন করার পর রান্নাঘরের চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। সেই কারণে এবার দুপুরের খাবারটা একটা ক্লাউড কিচেন থেকে অর্ডার দিয়েছি। এর ফলে ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাব।
>
> **- বিউটি দাস**

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : ভাইফোঁটার সঙ্গে পেটপুজোর একটা বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ফোঁটা শেষের পরই দাদা এবং ভাইদের চোখ তাক করা থাকে রান্নাঘরের দিকে। কখন প্লেটে করে ধোঁয়া ওঠা লুচির সঙ্গে আলুর দম বা ছোলার ডাল আসবে তার অপেক্ষায়। জলখাবার হজম হতে না হতেই ফের অপেক্ষা দুপুরের খাবারের ডাকের। ভাইদের উদরপূর্তির জন্য দিদি বা বোনকে সকাল থেকেই হেঁশেলে ঝক্কি পোহাতে হয়। রান্নার চাপে কখন যে ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার সময়টাই পেরিয়ে যায়, সেটা দিদি এবং বোনেরা ঠাহরই করতে পারেন না। বোন এবং দিদিদের খাটুনি কমাতে শহরের বিভিন্ন ক্লাউড কিচেন ভাইফোঁটা স্পেশাল মেনুর ব্যবস্থা করেছে। হোম ডেলিভারি করা বিভিন্ন সংস্থা এবং রেস্তোরাঁগুলোও পিছিয়ে নেই। তাদের মেনুতেও থাকছে জিভে জল আনা সব খাবার।

সুব্রত ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে ক্লাউড কিচেন চালান। তাঁর কথা, 'এবার ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে ২৫৭টি অর্ডার পেয়েছি। দুপুরের মধ্যে সব জায়গায় খাবারের অর্ডার পৌঁছে দেব। এর জন্য বাড়তি লোক রাখা হয়েছে।'

ভাইফোঁটা স্পেশাল মেনু শুনে কিন্তু জিভে জল আসতে বাধ্য। বিভিন্ন ধরনের শাক থেকে শুরু করে ভাঁপা ইলিশ, বোরোলি মাছের ঝাল, মটন কষা, চিকেন কষা, বাসন্তী পোলাও, চিংড়ির মালাইকারির পাশাপাশি শেষ পাতে মিষ্টি, দই, পায়েস, চাটনি। এর পাশাপাশি বিভিন্ন চাইনিজ খাবার থেকে শুরু করে বিরিয়ানি, চিকেন উগান্ডা, চিকেন হট ক্যাভেজ, মাটন মহারানি সহ রকমারি পদও থাকছে মেনুতে।



কিন্তু নিজের হাতে রাঁধা পদ ভাই বা দাদার পাতে দেওয়ার বদলে ক্লাউড কিচেনে ভরসা কেন? উত্তরে বিউটি দাস বলেন, 'ভাইফোঁটার দিন সকালে ফোঁটার আয়োজন করার পর রান্নাঘরের চাপ সামলাতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হয়। সেই কারণে এবার দুপুরের খাবারটা একটা ক্লাউড কিচেন থেকে অর্ডার দিয়েছি। এর ফলে ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য অনেকটা সময় পাব।'

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির রসনাও পালটেছে। প্রায় বছর খানেক ধরে হোম ডেলিভারির ব্যবসা করেন সুধীর সেন। তিনি বলেন, 'বর্তমান প্রজন্ম চাইনিজ খাবার বেশি পছন্দ করে। সেই কারণে মেনুতে বেশ কিছু চাইনিজ পদ রেখেছি।'

শহরের বাসিন্দা সর্বাণী দে'র কথাতেও উঠে আসে 'কোয়ালিটি টাইম'-এর কথা। তিনি বলেন, 'ভাইয়ের সঙ্গে সারাবছর তো সেভাবে আড্ডা দেওয়া হয় না। তাই ভাইফোঁটার দিন রান্না করে সময় নষ্ট করি না। বিশেষ এই দিনের জন্য হোম ডেলিভারিই আমার ভরসা।'

তবে ক্লাউড কিচেন, রেস্তোরাঁ এবং হোম ডেলিভারির রমরমার এই যুগেও অনেকে নিজের হাতে রেঁধে ভাই বা দাদাকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। এই প্রসঙ্গে চুমকি চন্দ বলেন, 'এই দিনটা ভাইকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ানোর সুযোগ হাতছাড়া করি না। ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা দিই।'

এসপি অফিসের কাছে নেশার আড্ডা

তন্দ্রা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : পুলিশ সুপারের অফিসের একদিকে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, অন্যদিকে সদর গভর্নমেন্ট স্কুল। অভিযোগ, জেলা প্রশাসন এবং আইনের সর্বোচ্চ দপ্তরের ঢিল ছোড়া দূরত্বে প্রতিদিন বসছে নেশার আসর। পথচলতি মানুষের অভিযোগ, প্রকাশ্য রাস্তায় দিনের পর দিন এমন বেআইনি ঘটনা ঘটলেও নির্বিকার পুলিশ ও প্রশাসন।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, বাংলামাধ্যম স্কুলের সামনে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ছোট ছোট দলে বসছে নেশার আসর। পাশাপাশি নানান নেশাদ্রব্য কেনাবেচা হয় সেখানে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পেশায় অধ্যাপক এক ব্যক্তি বলেন, 'ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পেছনে মদত রয়েছে পুলিশের একাংশের।' এদিকে, আমতলা থেকে টেম্পেল স্ট্রিটের ওই অংশে সন্ধ্যার পর থেকে দলে দলে ভিড় করে স্কুল-কলেজের অল্পবয়সি ছেলেমেয়েরা। সাগরদিঘির ভেতরের দিকে হওয়ায় ওই রাস্তায় লোক চলাচল কম। তারই সুযোগ নিচ্ছে নেশাগ্রস্তরা।

একই ছবি রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে ক্ষুদিরামের মূর্তি থেকে সুনীতি অ্যাকাডেমি পর্যন্ত রাস্তার অংশেও। সন্ধ্যার পর থেকে যত রাত বাড়ে, নেশার আড্ডাও তত বাড়তে থাকে। অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে, বাইকের ভিড় জমে যায়। অভিযোগ, লাইব্রেরি মোড় থেকে সুনীতি অ্যাকাডেমি পর্যন্ত রাস্তা বহুদিন ধরে অন্ধকার। সেই সুযোগে সেখানে দিব্যি চলছে নেশার কারবার। নরম পানীয়ের বোতলে নেশাদ্রব্য ভরে খাওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা নতুন নতুন খাবারের দোকানের আড়ালে দিনের পর দিন চলছে এই কাণ্ড।

পুলিশের এক আধিকারিকের সাফাই, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। কিন্তু পরপর পুজো থাকায় ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে ওঠেনি।' তবে প্রশ্ন উঠছে, এটি তো একদিনের সমস্যা নয়। এতদিন কেন ব্যবস্থা নেওয়া হল না প্রশাসনের তরফে? কেন খুল্লম খুল্লা এইভাবে নেশার দিকে ঝুঁকছে বর্তমান প্রজন্ম?

মনোবিদ অনুপম মিত্র বলেন, ''বয়ঃসন্ধিকালে নতুনকে আবিষ্কার করতে গিয়ে অনেকেই নেশার কবলে পড়ে যাচ্ছেন। সামাজিকীকরণ বা অভিভাবকের সঙ্গে দূরত্ব বেড়ে যাওয়া এই 'ডোন্ট কেয়ার' মনোভাবের একটা অন্যতম কারণ। ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই নেশার মোহে আটকে পড়ছেন অল্পবয়সিরা। ফলে নেশার কবলে পড়ে শেষ হতে চলেছে যুবসমাজ। এই স্রোতে বাদ পড়ছেন না তরুণ-তরুণী কেউই।'' শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রশাসনের নাকের ডগায় এই ধরনের বেআইনি কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের একটা বড় অংশ।



ছটের প্রস্তুতি...



ছটের জন্য ডালা বাছাই। কোচবিহারে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

ছক ভেঙে বোনফোঁটা

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : চেনা ছক ভেঙে এবার বোনেদের কপালে ফোঁটা দিলেন ভাইয়েরা। সাগরদিঘি মুক্তমঞ্চে মঙ্গলবার বিকেলে দেখা গেল এ রকমই দৃশ্য। গোপা ভট্টাচার্য, রত্না দাস, অর্চনা চন্দ, সুমিতা হোড়ের কপালে তাঁদের সৌভাগ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে ফোঁটা দিলেন অরিন্দম আইচ, বিশ্বজিৎ রায়, বিপ্লব তালুকদাররা। অভিনব এই উদ্যোগ নজর কেড়েছে শহরের।

সমাজের বিভিন্ন স্তরের ৩৫ জন শিক্ষিকা, গায়িকা, সাংবাদিক, সমাজসেবী ও সাফাইকর্মী বোনের কপালে ফোঁটা দেওয়া হল একটি সংস্থার উদ্যোগে। এ বছর তাঁদের বোনফোঁটার আয়োজন তৃতীয় বর্ষে পা দিল। ফোঁটা দেওয়ার পর প্রত্যেককে মিষ্টিমুখ করানো হয়। সবুজায়নের লক্ষ্যে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হয় একটি করে গাছের চারা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি (সদর) রিয়াজ হোসেন এবং কোতোয়ালি থানার আইসি সঞ্জয়কুমার দাস।

এমন অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পেরে ভীষণ খুশি বলে জানিয়েছেন গোপা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'আমরা সব সময় ভাইদের মঙ্গলকামনায় তাঁদের কপালে ফোঁটা দিই। কিন্তু বোনেদেরও মঙ্গলকামনা করে আমাদের যে সম্মানিত করা হল, তার জন্য এই উদ্যোগ সত্যিই সাধুবাদের যোগ্য।'

গোবর্ধন ও অন্নকূট উৎসব

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : নিয়মনিষ্ঠা সহ কোচবিহারের বাবুরহাটের ইসকন মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল গিরিগোবর্ধন পুজো এবং অন্নকূট উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষ্যে ইসকন মন্দিরে দিনভর ভক্তদের ভিড় ছিল। ভোর থেকে মঙ্গলারতি, কীর্তনে জমজমাট ছিল মন্দির চত্বর। পুরাণ মতে, ইন্দ্রের অহংকার ভাঙতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কনিষ্ঠায় সাতদিন ধরে গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন। সেই লীলাকে স্মরণ করে প্রতি বছর গিরিগোবর্ধন পুজো হয়।

মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবার ৫৬ রকমের পদ দিয়ে অন্নকূট সাজানো হয়েছিল। ভাত, ডাল, নানান সবজি, পনিরের তরকারি, মালপোয়া, পায়েস, লাড্ডু, সন্দেশ, কচুরি, পিঠে— কী নেই সেখানে! ভোগ নিবেদনের পর সেই প্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কোচবিহারের ইসকন মন্দিরের পাশাপাশি তুফানগঞ্জের ইসকন মন্দিরেও গিরিগোবর্ধন পুজো এবং অন্নকূট উৎসবের আয়োজন হয়।

চিনির বাজারে অভিযান

মাথাভাঙ্গা, ১০ নভেম্বর : উৎসবের মরশুমে চিনির দাম বৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগ উঠতেই বাজারে নামল প্রশাসন। মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা শহরের একাধিক পাইকারি মুদিখানা দোকানে অভিযান চালানো হয়। মহকুমা শাসক সুশোভন মণ্ডলের নেতৃত্বে অভিযানে ছিলেন খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক ও পুলিশকর্মীরা। দোকানগুলির চিনি মজুত, কেনাবেচার হিসাব এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা। চিনির মজুতে তেমন অসংগতি মেলেনি। তবে কয়েকটি দোকানের কাগজপত্রে গরমিল ধরা পড়েছে। সেগুলি খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকরা। প্রয়োজনীয় যাচাইয়ের পর পরবর্তী পদক্ষেপ করা হতে পারে। উৎসবের আগে মজুতদারি বা নিয়মবহির্ভূত ব্যবসার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানো হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান।

ছটের আগে দুর্মূল্য লাউ

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : ছটপুজোর আগে বাকি আর হাতেগোনা কয়েকদিন। তার আগে শহরের বাজারে হঠাৎ দর বেড়েছে লাউয়ের। কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে দেশবন্ধু মার্কেট, নতুন বাজার, রাজাবাজারে লাউ কিনতে ভিড় করছেন শহরের অবাঙালি বাসিন্দারা। তবে দাম বাড়লেও ঐতিহ্যের টানে লাউ কিনতেই হচ্ছে বলে দাবি ব্রতীদের।

ছটব্রতী মৌসুমি রাউত বলেন, 'লাউ-ভাতের রেওয়াজই ছটের অন্যতম প্রধান আচার। লোকাচারের এই টানে বাজারে লাউয়ের দাম বেড়েছে। এদিন বাজার থেকে ৪৫ টাকা দিয়ে একটি লাউ কিনেছি।'

সবজি বিক্রেতা মানিক দাসের কথায়, 'ছট উপলক্ষ্যে বাজারে প্রচুর লাউ আনা হয়েছে। লাউ-ভাতের রেওয়াজে বিক্রি কিছুটা বেড়েছে।' আরেক প্রবীণ বিক্রেতা চাঁদমোদন সাহার বক্তব্য, 'গত সপ্তাহে যে লাউ ২০ টাকায় বিক্রি হয়েছে, মঙ্গলবার তার দর এক লাফে ৩০-৪০ টাকায় পৌঁছেছে। অন্য সবজির দর নাগালে থাকলেও ছটপুজোর আগে লাউ, বরবটি, মুলোর দাম একটু বাড়ে।'

গমের বস্তার আড়ালে কাফ সিরাপ পাচার

ঘোকসাডাঙ্গা, ১০ নভেম্বর : গমের বস্তার আড়ালে লুকিয়ে ছিল বিপুল পরিমান কফ সিরাপ। জাতীয় সড়কে পুলিশের তল্লাশিতে পর্দাফাঁস হল পাচারের ছক। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় ২৪,৬৯৩ বোতল কাফ সিরাপ। যার বাজারমূল্য প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা। ঘটনায় আশিসকুমার পান্ডে নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ।

মঙ্গলবার কাকভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা থানার ওসি শেখ রিয়াজউদ্দিনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কের হাইরোড চৌপথিতে ওঁত পেতে থাকে। কিছুক্ষণ পর ফালাকাটা থেকে কোচবিহারগামী একটি গমবোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। তল্লাশি চালাতেই গমের বস্তার ভিতরে সারি সারি করে লুকিয়ে রাখা কাফ সিরাপের বোতল বাজেয়াপ্ত হয়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মাথাভাঙ্গার এসডিপিও সমরেন হালদার। ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে শুরু হয় তদন্ত। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে আশিসকুমার পান্ডেকে প্রথমে আটক ও পরে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা।

পুলিশের জালে এক

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পাচারের উদ্দেশ্যেই সিরাপগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কোথায় সেগুলি পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, এই চক্রে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এর আগেও এই জাতীয় সড়কে গোরু, গাঁজা সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ফলে পাচারের করিডর হিসেবে এই পথের ব্যবহার নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠেছে।

হিজলবনে পর্যটনের নতুন দিগন্ত

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১০ নভেম্বর : একদিকে হারিয়ে যাওয়া রাজকীয় শিকারের ইতিহাস, অন্যদিকে সীমান্তের কাঁটাতারের ওপারে বাংলাদেশ। মাঝখানে কয়েকশো বছরের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে হিজলবন। মালদার এই প্রাচীন বনভূমিকে ঘিরেই এবার পর্যটনের নতুন স্বপ্ন দেখছে প্রশাসন। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মিষ্টি জলের বাদাবন হিসেবে পরিচিত হিজলবনকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের পাশাপাশি সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখার সুযোগও মিলতে পারে পর্যটকদের। ফলে মালদার পর্যটন মানচিত্রে নতুন আকর্ষণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে হিজলবনকে ঘিরে।

ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগ নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী জয়েল মুর্মু নিজে হিজলবন পরিদর্শন করে এলাকাটিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'হিজলবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের কাছে এই এলাকাকে আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। রাস্তাঘাট, থাকার ব্যবস্থা সহ প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির বিষয়গুলি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা চলছে। প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বন ও পর্যটন দপ্তরে পাঠানো হবে।'

তবে শুধু পরিকল্পনা করলেই হবে না। হিজলবনকে পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে দিতে গেলে প্রথমেই মেটাতে হবে যোগাযোগের সমস্যা। বর্তমানে বনভূমির ভিতরে পৌঁছানোর মতো উন্নত রাস্তা নেই। শেষের বেশ কিছুটা পথ হেঁটে, কোথাও আবার জমির আল ধরে এগোতে হয়। ফলে সাধারণ পর্যটকদের কাছে জায়গাটি এখনও সহজগম্য নয়। প্রয়োজন পর্যটকদের উপযোগী রাস্তা, নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণকেন্দ্র এবং নিরাপদে থাকার ব্যবস্থা। একইসঙ্গে তৈরি করতে হবে প্রশিক্ষিত গাইডের দল। যাঁরা শুধু পাখি নয়, হিজলবনের গাছপালা, জলজ পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণী সম্পর্কেও পর্যটকদের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। পরিবেশপ্রেমীদের মতে, হিজলবনের আসল সম্পদ তার জীববৈচিত্র্য। তাই পর্যটনের নামে যেন সেই সম্পদই বিপন্ন না হয়, তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাখিপ্রেমী সুদীপ্ত মানির কথায়, 'বিশাল যে জলাশয় রয়েছে, তা এই মুহূর্তে মজে গিয়েছে। দ্রুত ওই জলাশয় সংস্কার না করতে পারলে পাখি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাহলে পর্যটনকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা থেকে যাবে শুধু খাতায়-কলমেই।'



- প্রায় তিন হাজার একরের বনভূমি কমে সরকারি হিসাবে এখন ১২০০ একর
- রাস্তা, থাকার ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষিত গাইড তৈরির পরিকল্পনা প্রশাসনের
- কাঁটাতারের এপারে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ দেখার সুযোগ তৈরির ভাবনা

তাঁর মতে, অতিথি পাখি শিকার বন্ধ করা এবং জলাশয় সংস্কার করাও সমান জরুরি।

মালদার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে সিঙ্গাবাদ-তিলাসনের বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যে অবস্থিত এই হিজলবনের ইতিহাসও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। একসময় প্রায় তিন হাজার একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল বনভূমিটি। বর্তমানে সরকারি হিসেবেই তার আয়তন কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২০০ একরে। পরিবেশপ্রেমীদের দাবি, জলাভূমি ও প্রকৃত বনভূমির পরিমাণ আরও কমেছে। হিজল, তমাল, গাব, ডুমুর, চালতা সহ নানা প্রজাতির গাছে ভরা এই বন একসময় বাঘ, চিতাবাঘ, হরিণ ও বুনো মোষের বিচরণক্ষেত্র ছিল। বর্ষায় বিস্তীর্ণ এলাকা জলে ডুবে গিয়ে তৈরি হত প্রাকৃতিক জলাভূমি। শীতকালে সেখানে ভিড় জমাত পরিযায়ী পাখি।হিজলবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজকীয় শিকারের ইতিহাসও। একশো বছরেরও বেশি আগে শিকারের জন্য বিখ্যাত ছিল এই বন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড কার্জন, ডিউক অফ এডিনবরা, মুর্শিদাবাদের নবাব এবং ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্যকান্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এখানে শিকারে এসেছিলেন বলে ঐতিহাসিক নথি ও মালদার প্রবীণ সাংবাদিক লালবিহারী মজুমদারের আত্মজীবনীতে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু নির্বিচারে শিকার, বনভূমি দখল ও পরিবেশের পরিবর্তনে সেই সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য আজ অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি আগুনে প্রায় ৬০ একর ঘাসবন পুড়ে যাওয়ার ঘটনাও নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এরই মধ্যে সীমান্তের অবস্থান হিজলবনের পর্যটন সম্ভাবনায় বাড়তি মাত্রা যোগ করেছে। কাঁটাতারের এপারে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে বাংলাদেশ দেখার ব্যবস্থা করার ভাবনাও রয়েছে। তবে তার জন্য সীমান্ত রক্ষীবাহিনী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে।

সব মিলিয়ে, একসময়ের রাজকীয় শিকারের বন এবার পর্যটনের নতুন ঠিকানা হওয়ার অপেক্ষায়। তবে হিজলবনকে বাঁচিয়ে রেখেই পর্যটনের প্রসার ঘটানোই হবে প্রশাসনের কাছে আসল পরীক্ষা। রাস্তা, জলাশয় সংস্কার, গাইড এবং বন সংরক্ষণ— এই চারটি বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ না হলে নতুন পর্যটনকেন্দ্রের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

গ্লেসিয়ার লেকে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম চালুর নির্দেশ

শিলিগুড়ি, ১০ নভেম্বর : রাজ্যের ৪০টি ঝুঁকিপূর্ণ হিমবাহ হ্রদ বা গ্লেসিয়ার লেকে দ্রুত আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম কার্যকরের নির্দেশ দিল সিকিম হাইকোর্ট। পাশাপাশি, হ্রদগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণে একজন নোডাল অফিসার নিয়োগ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সুপারিশও করেছে আদালত। প্রধান বিচারপতি মহম্মদ মুস্তাক ও বিচারপতি ভাস্কর রাজ প্রধানের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়ার পরিবর্তনে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে গ্লেসিয়ার লেকগুলি। এখনই পদক্ষেপ না করলে ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে রাজ্যকে। পরিকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম জরুরি, ৫ নভেম্বরের রায়ে সরকারকে মনে করিয়ে দিয়েছে আদালত। হাইকোর্টের স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলাটির পরবর্তী শুনানি ১৮ নভেম্বর।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক হ্রদ বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ মারা যান। সিকিমের বড় একটা অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়তে হয় হিমালয়সংলগ্ন উত্তরবঙ্গকেও।

আয়োজনে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

বুধবারও সকাল ১১টায় এই আয়োজন করেছি। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী মালতী রাভা, অর্পিতা নারায়ণ সহ অন্যরা উপস্থিত থাকবেন। দেবীবাড়ির ভাইফোঁটা কে করছে বা কারা করছে সে বিষয়ে আমি কিছু জানি না।' মালতী রাভার বক্তব্য, 'বুধবার পার্টি অফিসে ভাইফোঁটার ওখানে কিছুক্ষণ থেকে তারপর আমি আমার বিধানসভার ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানে যাব। দেবীবাড়ির ভাইফোঁটা নিয়ে আমি কিছু জানি না। আমাকে কেউ কিছু জানায়নি।' অর্পিতা নারায়ণের বক্তব্যেও একই সুরের প্রতিধ্বনি।

অন্যদিকে, দেবীবাড়ির অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা দীপা চক্রবর্তী বলেন, 'স্পিকারের উদ্যোগে দেবীবাড়িতে ভাইফোঁটা হচ্ছে। সেখানে ভাইফোঁটা দেওয়ার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি।' দলের মন্ত্রী ও অন্য জেলা নেত্রীদের বিষয়টি অজানা বলে কেন কথা উঠছে বলে প্রশ্ন করা হলে দীপার জবাব, 'সকলকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমি দলের জেলা সভাপতিকে জানিয়েছি।' স্পিকার রথীন্দ্র বসুর বক্তব্য, 'আমি যেহেতু স্পিকার তাই আমি নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চাই। সে কারণে আমি পার্টি অফিসে যাই না। আর তাই আমি আমার বিধানসভায় ভাইফোঁটার আয়োজন করেছি।' একই সময়ে পার্টি অফিসে অনুষ্ঠানের আয়োজন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সেটা একটু-আধটু পরিবর্তন করা যেতেই পারে।'

এর আগেও কোচবিহার শহরের বৈরাগীদিঘি ও সাগরদিঘিতে স্পিকারের উদ্যোগে দু'দিন গঙ্গারতি হয়েছিল। শহরে নিজের বাড়িতে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও মালতী রাভা সেই দু'দিনের একদিনও অনুষ্ঠানে যাননি। তা নিয়ে সে সময় জোর শোরগোল হয়েছিল। এবার দেবীবাড়ির মাঠে স্পিকারের উদ্যোগে ভাইফোঁটার আয়োজন হলেও মন্ত্রী জানিয়েছেন, এ বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না, তাঁকে কেউ জানাননি। দুই শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে কি না, তা সময় বলবে। তবে একই দলের দুই অনুষ্ঠানের আয়োজন নিয়ে নেতাদের বক্তব্যে সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি, এ নিয়ে দলে জোর চর্চাও শুরু হয়েছে।

তদন্তে সিজ পুলিশের গাড়ি

প্রথম পাতার পর

যোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের গাড়ির চাকাটি দিলীপের ছোড়া গুলিতেই ফুটো হয়েছিল কি না, তা জানতে টায়ারের নমুনা পরীক্ষা করা হবে। গাড়ির ভিতর থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সূত্র বা আঙুলের ছাপ মেলে কি না, তাও তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন। ফরেন্সিক দলের সদস্যরা গাড়ি ও ঘটনাস্থল থেকে প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহ করেন। এই ঘটনায় এলাকায় চরম উত্তেজনা এখনও রয়েছে। রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ বলেন, 'ফরেন্সিক দল তদন্ত করছে। তারা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছে।'

এদিকে দিলীপের দেহ রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে রাখা ছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে পুলিশের ক্যামেরাম্যান এবং ডিএসপি পদমর্যাদার আধিকারিকদের উপস্থিতিতে রায়গঞ্জ শহরের ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বন্দর শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এদিন বৈদ্যুতিক চুল্লি খারাপ থাকায় কাঠের চুল্লি ব্যবহার করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শ্মশান চত্বরেও আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পুলিশ এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। ঘটনার পর কীভাবে তদন্ত এগিয়েছে, অভিযুক্ত কোথায় আত্মগোপন করেছিলেন, পুলিশের সঙ্গে কীভাবে গুলির লড়াই শুরু হয়েছিল এবং শেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল, তা নিয়ে এলাকায় চর্চা চলছে। আবদুলঘাটা কাণ্ডে পুলিশের 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রয়োগ নিয়েও আলোচনা চলছে।

এদিন দুপুর ১টা নাগাদ ফরেন্সিক দল রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পৌঁছায়। সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে আসা দুটি দলও এই পরীক্ষায় যুক্ত ছিল। বিশেষজ্ঞরা প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে মৃতদেহের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করেন। ময়নাতদন্তের সময় দিলীপের দেহ থেকে বের করা দুটি বুলেটও তাঁরা সংগ্রহ করেন। পাশাপাশি শরীরের একাধিক অংশ থেকে নমুনা এবং লালারস সংগ্রহ করা হয়। দেহের পরীক্ষার কাজ শেষ করে ফরেন্সিক দল সরাসরি ঘটনাস্থলে যায়। ফরেন্সিক আধিকারিকরা সেখান থেকে রক্তমাখা মাটি সংগ্রহ করেন। বিকেল ৪টে নাগাদ তিন সদস্যের দলটি রায়গঞ্জ থানায় পৌঁছায়। থানায় এসে রায়গঞ্জ থানার আইসির ব্যবহৃত গাড়িটি সিজ করা হয়। গাড়ির চাকায় আটকে থাকা নাইন এমএম বুলেটটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সংগৃহীত সামগ্রী দলের সঙ্গে আনা অ্যাম্বুল্যান্স ভ্যানের ভিতরের ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হয়। ফরেন্সিক দলের নির্দেশে পুলিশের ক্যামেরাম্যান প্রতিটি ধাপের ভিডিওগ্রাফি করেন।

পুলিশের বয়ানের সঙ্গে ঘটনাস্থল ও গাড়ি থেকে পাওয়া নমুনার মিল কতটা তা ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্টের উপর নির্ভর করবে। তদন্তকারীরা গুলির দিক, গাড়ির ক্ষতচিহ্ন এবং উদ্ধার হওয়া বুলেটের প্রকৃতি মিলিয়ে ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝার চেষ্টা করছেন।

হেরিটেজ জমিতে শিব মন্দির

প্রথম পাতার পর

আমি বাধা দিয়েছিলাম। পুজো দিতে এসে ভক্তদের সঙ্গে ঝামেলাও করতেন। এরপর উনি নিজেই একটি মন্দির তৈরি করেছেন। এখানে তো একটি মন্দির রয়েছেই। পাশে আরেকটি মন্দির তৈরি করা উচিত নয়।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা আইনজীবী শিবেন রায়ের বক্তব্যেও একই সুর। তিনি বলেন, 'মন্দির, মসজিদ সবই তৈরি হবে। তবে সেটি নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ম মেনে তৈরি করা হোক। হেরিটেজ জায়গা দখল করে কারও ব্যক্তিগত উদ্যোগে এভাবে নির্মাণকাজ করা যায় না।' তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় আবেগকে সামনে রেখে সরকারি ও ঐতিহ্যবাহী জমি দখলের কোনও সুযোগ থাকা উচিত নয়।

ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টও। ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলেন, 'ওই জায়গায় তো মহারাজা নিজেই শিব মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন। আবার আলাদা করে মন্দির তৈরির প্রয়োজন কী? আমরা মন্দির তৈরির বিরোধিতা করি না। তবে নির্দিষ্ট জায়গায় সেটি তৈরি করা প্রয়োজন। হেরিটেজ জায়গায় নিজের ইচ্ছেমতো ব্যক্তিগত উদ্যোগে এভাবে নির্মাণকাজ করা যায় না।'

এদিকে, মঙ্গলবার একাধিকবার সাগরদিঘি চত্বরে গিয়েও নতুন মন্দিরের নির্মাতার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। জেলা শাসক জিতিন যাদবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। মেসেজেরও উত্তর মেলেনি। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'এরকম কোনও নির্মাণকাজ হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে।'



দল বেঁধে বাড়ির পথে ফেরিওয়ালা। মঙ্গলবার কোচবিহারে বাঁধের রাস্তায়। - অপর্ণা গুহ রায়

পড়ুয়াদের নিয়ে মণ্ডপে

মালদা, ১০ নভেম্বর : প্রাথমিকের দুঃস্থ পড়ুয়াদের মুখে হাসি ফোটাতে অভিনব উদ্যোগ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের। জেলার বিভিন্ন প্রান্তের দুঃস্থ পড়ুয়াদের ঘোরানো হল মালদা শহরের বিভিন্ন কালীপুজোর মণ্ডপ ও মন্দির। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান বিষ্ণুপদ রায়ের উদ্যোগে ও বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক শিক্ষা) মলয় মণ্ডল সহ অন্যান্য আধিকারিকের সহযোগিতায় এই বিশেষ কর্মসূচি হয়। এতে জেলার বেশ কয়েকজন প্রাথমিক শিক্ষক সহযোগিতা করেন। এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা পড়ুয়াদের উৎসবের আনন্দে শামিল করা। ঘোরানোর পাশাপাশি মুখরোচক খাবার খাওয়ানো হয়। শতাধিক পড়ুয়া অংশগ্রহণ করে।

বাঘিনীর ভুটানযাত্রা

প্রথম পাতার পর

তাঁর কথায়, 'রাজ্য বা দেশের সীমানা তো আর বাঘিনী চেনে না।'

এই পরিস্থিতিতে চুনিয়াঝোরায় কার্যত নজরদারির বলয় তৈরি করেছে বন দপ্তর। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের পূর্ব ডিভিশনের বিভিন্ন রেঞ্জ থেকে কর্মীদের সেখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, চুনিয়াঝোরা এলাকাটি হাতিপোঁতা রেঞ্জের অন্তর্গত। ওই রেঞ্জের কর্মীদের পাশাপাশি অন্য রেঞ্জের বনকর্মী এবং বাঘিনীর দায়িত্বে থাকা কর্মীরাও নজরদারির কাজে যুক্ত হয়েছেন। প্রায় শতাধিক বনকর্মীকে ১৫টি দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। বক্সা থেকে তিনটি কুনকি হাতি নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেখানে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান থেকেও আরও তিনটি কুনকি পৌঁছেছে চুনিয়াঝোরায়। সব মিলিয়ে বাঘিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতে এখন একযোগে কাজ করছেন বনকর্মীরা।

বন দপ্তরের উদ্বেগের পিছনে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি প্রশাসনিক বাস্তবতাও। অসম থেকে বাঘিনীকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে দুই রাজ্যের মধ্যে প্রশাসনিক সমন্বয় সহজ হয়েছিল। দুই রাজ্যেই বিজেপি সরকার এবং কেন্দ্রেও একই দলের সরকার থাকায় কোনও প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়নি। কিন্তু ভুটানে চলে গেলে পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম হতে পারে। বাঘিনীর উপর নজরদারি চালানো যেমন কঠিন হবে, তেমনই তাকে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়াতেও জটিলতা তৈরি হতে পারে। ফলে ভুটান সীমান্তের এত কাছে বাঘিনীর অবস্থান বন দপ্তরের কাছে বাড়তি চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে বাঘিনীকে ঘিরে বক্সার বনকর্তাদের মাথাব্যথা শুধু তার ভুটানযাত্রার আশঙ্কা নয়। এর সঙ্গে জুড়েছে এনক্লোজার থেকে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালানোর রহস্যও। অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর এনক্লোজারে রাখা হয়েছিল বাঘিনীকে। কিন্তু রবিবার মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করে সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, এমন তত্ত্ব ভাসছে। কীভাবে একটি বাঘিনী এনক্লোজারের নীচ দিয়ে মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তা নিয়েই এখন প্রশ্ন। বনমন্ত্রী জানিয়েছেন, এই ঘটনা সামনে আসার পর বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবার এর তদন্তে নামছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)। কারণ, কোনও টাইগার রিইন্ট্রোডাকশন কর্মসূচিতে এ ধরনের ঘটনা আগে দেখা যায়নি।

এনটিসিএ-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ ফরেস্ট সঞ্জয় কুমার বলছেন, 'কোনও বাঘ মাটিতে গর্ত করে এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাবে, সেটা আগে দেখা যায়নি। এটা বাঘের স্বভাব নয়। বাঘ এনক্লোজার থেকে বেরোনোর জন্য দৌড়ঝাঁপ করতে পারে। আঘাতও করতে পারে। তবে মাটিতে গর্ত করে বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা আগে দেখা যায়নি। রাজ্য বন দপ্তর থেকে এই বিষয়টি নিয়ে একটি রিপোর্ট দেওয়া হবে। আমাদের তরফেও তদন্ত করা হবে।'

সুড়ঙ্গ খোঁড়া যে বাঘের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়, সেকথা উত্তরবঙ্গ সংবাদই প্রথম প্রকাশ্যে এনেছে। একাধিক বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন বনকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে মঙ্গলবারই। এদিনই সঞ্জয় কুমারও সেই একই মন্তব্য করেছেন।

বক্সার এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করছেন, অসম থেকে ফিরিয়ে আনার পর থেকেই এনক্লোজার থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল বাঘিনী। কখনও মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করেছে, কখনও ফেন্সিংয়ে থাবা বসিয়েছে। শেষপর্যন্ত প্রায় আড়াই ফুট গর্ত করে এনক্লোজারের নীচ দিয়ে বেরিয়ে যায় সে। বন দপ্তরের একাংশের দাবি, বাঘিনী নিজেই মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছিল। যদিও এই ব্যাখ্যা নিয়ে বন দপ্তরের অন্দরেই সংশয় রয়েছে। অন্য একটি অংশের মতে, যে জায়গা দিয়ে বাঘিনী বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখানকার মাটি অতিরিক্ত নরম ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। উইপোকার কারণে মাটির বাঁধন আলগা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি এনক্লোজার তৈরির সময় কোনও গাফিলতি ছিল কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও।

কারণ, এনক্লোজার তৈরির কাজ হয়েছিল অনেকটাই তড়িঘড়ি। মাটির কতটা গভীরে ভিত্তি তৈরি করে কংক্রিটের ঢালাই করা হয়েছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। এনক্লোজারের নির্মাণে প্রয়োজনীয় গভীরতা ও মজবুতি বজায় রাখা হয়েছিল কি না, সেটাও তদন্তের বিষয় হতে পারে। ফলে বাঘিনীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে পালানোর পিছনে তার স্বাভাবিক আচরণ, মাটির প্রকৃতি, নাকি এনক্লোজার তৈরির ত্রুটি- কোনটি দায়ী, তা খুঁজে বের করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

একদিকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভুটান সীমান্ত, অন্যদিকে এনক্লোজারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন। বাঘিনীকে নিয়ে তাই জোড়া চ্যালেঞ্জের মুখে বন দপ্তর। মন্ত্রীও বটে।

আপত্তি সোনিয়ার

প্রথম পাতার পর

প্রকাশ্যে এল। নয়াদিল্লিতে মঙ্গলবার বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়।

সেই বইয়ে বীরভূমের কীর্ণাহার গ্রামের ব্রাহ্মণ সন্তান প্রণবের সঙ্গে ২০১০ সালের কোনও এক সময়ে তাঁর কথোপকথন তুলে ধরেছেন রাজীব-জায়া। তিনি লিখেছেন, 'তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমের সঙ্গে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। একবার এব্যাপারে নিজের বিরক্তি প্রকাশের পর প্রণব আমাকে চমকে দিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সরকারের শীর্ষপদে পরিবর্তনের সময় এসেছে।' এরপরই সোনিয়ার মন্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী হওয়ার যে দীর্ঘ সুপ্ত বাসনা প্রণবের মধ্যে ছিল, আমার মনে হয় তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন উনি।' ২০০৪-এর লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের বিপুল সাফল্যের পর প্রণবকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিল বাঙালি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভাবতে শুরু করেছিল, জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে সিপিএম যা হতে দেয়নি, ইন্দিরা গান্ধি মন্ত্রীসভার 'নম্বর টু' প্রণবের ক্ষেত্রে তার পুনরাবৃত্তি করবে না কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতৃত্বের চাপ থাকলেও 'অন্তরাত্মার ডাকে' প্রধানমন্ত্রী হননি বটে সোনিয়া। কিন্তু তিনি প্রণবকে সুযোগ দেননি। বরং ওই পদে এগিয়ে দিয়েছিলেন মনমোহন সিংকে। ২০০৯-এ ফের বিপুল ভোটে কংগ্রেস জেতার পরও প্রণবকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধেছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। সেটাও হয়নি। প্রণব তখনও কংগ্রেসের ক্রাইসিস ম্যানেজার ছিলেন, ছিলেন সোনিয়ার অন্যতম পরামর্শদাতা।

কিন্তু তাঁকে যে তিনি কখনও প্রধানমন্ত্রী করতে চাননি, তা স্মৃতিকথায় প্রকাশ করে দিলেন খোদ সোনিয়াই। সে সময় তিনি কীভাবে প্রণবের ইচ্ছাকে সামাল দিয়েছিলেন, তারও উল্লেখ আছে ইন্দিরার বড় পুত্রবধূর আত্মজীবনীতে। যেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি অত্যন্ত কৌশলে সেদিন আলোচনার বিষয়বস্তু বদলে দিয়েছিলাম।'

তবে রাজীব-পত্নী একথাও বলেছেন যে, 'ওই ঘটনার পর প্রণব হতাশ হলেও দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। পরে ২০১২ সালে কংগ্রেস তাঁকে দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী করে এবং তিনি নির্বাচিত হন।' মনে করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী না করা হলেও বাঙালি প্রণবকে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সোনিয়া।

তাঁর আত্মজীবনীর ওই অংশ সামনে আসার পর প্রণব-কন্যা শর্মিষ্ঠা প্রশ্ন তুলেছেন, 'এতে চমকে যাওয়ার কী আছে? উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়াটা কি অপরাধের? বিশেষত যদি সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা রাজনীতি ও প্রশাসন, কঠোর পরিশ্রম এবং মেধাবী মননের দীর্ঘ কয়েক দশকের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়?' শর্মিষ্ঠা জানিয়েছেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হতে চান কি না জানতে চাওয়ায় প্রণব বলেছিলেন, যে কোনও রাজনীতিবিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা স্বাভাবিক। প্রণব-কন্যার কথায়, 'আমার বাবা অত্যন্ত সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। তিনি জীবনে যা অর্জন করেছেন তা শুধু নিজের মেধা এবং ক





ছাতা মাথায় নিয়েই তৃতীয় ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন দর্শকরা। তাঁদের মুখে হাসি ফোটাতে চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি মাঠকর্মীরাও।

টেস্ট দলে যোগ দিচ্ছেন শুভমান-লোকেশরা

বৃষ্টিতে পণ্ড ম্যাচ, শেষ দুইয়ে নেতৃত্বে শ্রেয়স

হ্যামিল্টন, ১০ নভেম্বর : প্রথম দুই ম্যাচেও প্রকৃতি ছড়ি ঘুরিয়েছে। ডাকওয়ার্থ লুইস স্টার্ন নিয়মে ম্যাচের ফলাফল চূড়ান্ত হয়। উভয় দ্বৈরথেই শেষ হাসি হেসেছিল শুভমান গিলের ভারত। এদিন হ্যামিল্টনে তৃতীয় ম্যাচে সেই সুযোগও দেয়নি বৃষ্টি। টস হলেও বাইশ গজে কোনও বল পড়ার আগেই ম্যাচ বাতিল হয়ে যায় বৃষ্টিতে।

টসের পর থেকেই বৃষ্টির জমাটি প্রত্যাবর্তন। পিচ কভারে ঢাকা পড়ে যায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর যে কভার আর ওঠানোর মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। কখনও হালকা তো কখনও জাঁকিয়ে। শেষপর্যন্ত প্রকৃতির সামনে হার মানে মাঠকর্মীদের যাবতীয় প্রয়াস। একাধিকবার মাঠ পর্যবেক্ষণ শেষে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। কাকভেজা হয়ে দর্শকরা ফিরলেন প্রিয় দলের খেলা দেখার সুযোগ হাতছাড়ার একরাশ হতাশা নিয়ে।

ফলস্বরূপ, প্রথম দুই ম্যাচ জেতার সুবাদে স্কোরলাইন ভারতের পক্ষেই ২-০ রয়ে গেল। বাকি দুই ম্যাচ হারলেও সিরিজ খোয়ানোর আশঙ্কা নেই গৌতম গম্ভীরের দলের। তবে এদিন ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ায় ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের টানা ১১টি ওডিআই সিরিজ জয়ের দৌড় থমকে গেল। আটকে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা, ২০০২-২০০৭-এর মধ্যে টানা ১৭টি ওডিআই হোম সিরিজ জেতার নজির ভাঙার লক্ষ্য।

হোম-রেকর্ডে দাপটে ব্রেকের পর এবার মাউন্ট মৌনগানুইতে অনুষ্ঠেয় শেষ দুই ম্যাচে (১৩ ও ১৫ নভেম্বর) সিরিজ হার বাঁচানোর টক্কর মিচেল স্যান্টনারদের কাছে। চলতি ওডিআই সিরিজে বৃষ্টি পিছু না ছাড়লেও শেষ দুই দ্বৈরথে সুখবর। এখনও পর্যন্ত মাউন্ট মৌনগানুইয়ে আবহাওয়াতে বন্ধুত্বের পূর্বাভাস।

এদিনও টসে জেতেন শুভমান। সিরিজে টানা তৃতীয়বার। তখনই বৃষ্টি নিয়ে প্রমাদ গুনছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক। বলছিলেন, 'আশা করি, আবহাওয়া ঠিক হয়ে যাবে এবং নিজেদের পারফরমেন্স আরও একবার তুলে ধরার সুযোগ পাব আমরা। থেকে থেকে বৃষ্টি, বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে খেলতে নামা, খেলোয়াড়দের জন্য সঠিক পরিস্থিতি নয়। এদিনের দলে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না। গত ম্যাচের দলই খেলবে।'

> দেশের হয়ে খেলা সবার কাছেই স্বপ্ন। একেবারে আলাদা অনুভূতি। 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচে সঠিক লাইন, লেংথ কী হওয়া উচিত, প্রাথমিক একটা ধারণা ছিল। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।
> -অংশুল কম্বোজ



টসের পর মিচেল স্যান্টনারের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে শুভমান গিল। যদিও ম্যাচে দাঁড়ি পড়ে যায় তারপরই।

উত্তেজক ক্রিকেটের পথে আবহাওয়া বাধা হবে না বলে, টসের সময় আশাবাদী ছিলেন কিউয়ি অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনারও। কিন্তু আশাই সার। হ্যামিল্টনে সিরিজ জয় নিশ্চিত করে টেস্ট দলে যোগ দেওয়ার ইচ্ছেটাও হাতছাড়া অধিনায়ক শুভমানের। শেষ দুই ওডিআইয়ে দলে নেই শুভমান। যোগ দেবেন টেস্ট দলের সঙ্গে। ওডিআই সিরিজ জয়ের লক্ষ্যপূরণের দায়িত্ব আপাতত শ্রেয়স আইয়ারদের ওপর। শুভমানের অনুপস্থিতিতে বাকি দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স।

শুভমানের সঙ্গে আগামীকাল টেস্ট দলের সঙ্গে যোগ দিতে ওয়েলিংটন উড়ে যাচ্ছেন লোকেশ রাহুল, অংশুল কম্বোজরা। ভাগ হচ্ছে সাপোর্ট স্টাফ টিমও। সীতাংশু কোটাক (ব্যাটিং কোচ) ও মর্নি মরকেল (বোলিং কোচ) যোগ দিচ্ছেন টেস্ট দলের সঙ্গে। থাকছেন হেড কোচ গৌতম গম্ভীর ও স্পিন বোলিং কোচ সাইরাজ বাহুতুলে। ১৬ তারিখ ওডিআই সিরিজ শেষে ওয়েলিংটন উড়ে যাবেন গম্ভীর-বাহুতুলে।

এদিকে ওয়েলিংটনে উড়ে যাওয়ার আগে অংশুল শোনালেন তাঁর কেরিয়ারে মহেন্দ্র সিং ধোনি, চেন্নাই সুপার কিংসের অবদানের কথা। বলেছেন, 'আমার কাছে চেন্নাইয়ের হয়ে খেলা বিরাট শিক্ষা। প্রচুর শিখেছি। এখনও শিখে চলেছি। ফলাফল নিয়ে কখনও মাথা খারাপ করিনি। বরাবর ধারাবাহিক প্রক্রিয়াতে ফোকাস রাখার চেষ্টা করি।'

ক্রিকেট বল হাতে তুলে নেওয়ার পর দেশের হয়ে খেলার স্বপ্নে বুঁদ ছিলেন। পরিশ্রমের সুফল, স্বপ্ন পূরণ। ভারতীয় দলের নবাগত পেসারের কথা, ''দেশের হয়ে খেলা সবার কাছেই স্বপ্ন। একেবারে আলাদা অনুভূতি। 'এ' দলের হয়ে নিউজিল্যান্ডে খেলেছি। ফলে এখানকার পিচে সঠিক লাইন, লেংথ কী হওয়া উচিত, প্রাথমিক একটা ধারণা ছিল। সেটাই কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি।''

প্রায় ফিট ঋষভ

বৃহস্পতিবার ফের ফিটনেস পরীক্ষা

বেঙ্গালুরু, ১০ নভেম্বর : নেটে স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাটিং করছেন। দীর্ঘসময় উইকেটকিপিংয়ের দায়িত্ব পালনেও কোনও সমস্যা হচ্ছে না।

ঋষভ পন্থ প্রায় ফিট হয়ে উঠেছেন। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজে তাঁর অংশ নিতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তার আগে রয়েছে একটি শর্ত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহল থেকে জানা গিয়েছে, প্রায় ফিট হয়ে ওঠা ঋষভ আপাতত বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রয়েছেন। সেখানেই আগামী বৃহস্পতিবার আরও এক দফা ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে ঋষভকে। মনে করা হচ্ছে, সেই ফিটনেস পরীক্ষায় ঋষভের সফল হওয়া সময়ের অপেক্ষা।

বৃহস্পতিবার ঋষভকে ফিট ঘোষণা করা হলেই তিনি বেঙ্গালুরু থেকে সরাসরি নিউজিল্যান্ড উড়ে যাবেন। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের একটি বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ঋষভের নিউজিল্যান্ড ভিসাও তৈরি হয়ে রয়েছে। অপেক্ষা শুধু সরকারিভাবে তাঁর ফিট ঘোষণা হওয়ার। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভের মাঠে শুরু হচ্ছে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্ট। তার আগেই ঋষভের নিউজিল্যান্ড পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা সময়ের সঙ্গে উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও ইরানি কাপে পাওয়া চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের মূলস্রোতের বাইরে থাকা ঋষভ ফিট হয়ে নিউজিল্যান্ড পৌঁছে গেলেও প্রথম টেস্টে তাঁর খেলার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। নিউজিল্যান্ডের মাটিতে তিনটি বেসরকারি টেস্ট খেলে ফেলা ধ্রুব জুরেলকেই হয়তো দেখা যাবে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে। জুরেল ব্যাট হাতে বড় রানও করে ফেলেছেন নিউজিল্যান্ডের মাটিতে।



উইকেটকিপিং অনুশীলনে নেমে পড়লেন ঋষভ পন্থ।

প্রস্তুতির সুযোগ হাতছাড়া বুমরাহ-প্রসিধদের

ভারত 'এ' - ৪৬৯/৫ ডি.
নিউজিল্যান্ড 'এ' - ৩৬/২
(চার দিনের ম্যাচ ড্র)

লিঙ্কন, ১০ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ড জুড়ে যেন বৃষ্টির দাপট। হ্যামিল্টনে এদিন ভেস্তে যায় ভারত-নিউজিল্যান্ড তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ। লিঙ্কনে অনুষ্ঠিত ভারত-নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচের ছবিটাও এক। গতকালের পর এদিন চতুর্থ তথা শেষ দিনে একটা বলও খেলা হয়নি। ফলস্বরূপ, ১৯ নভেম্বর ওয়েলিংটনে টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে লাল বলের ক্রিকেটে কিউয়ি আবহাওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতির সুযোগ হাতছাড়া জসপ্রীত বুমরাহ, প্রসিধ কৃষ্ণা, রবীন্দ্র জাদেজাদের।

যশস্বী জয়সওয়ালের দাপটে ৪৬৯/৫ স্কোর তোলে ভারতীয় 'এ' দল। জবাবে কিউয়ি 'এ' দল ৩৬/২ স্কোরে থাকা অবস্থায় বৃষ্টির আগমন। শেষ দুইদিনে যে স্কোরে কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিউজিল্যান্ড 'এ' দলের ১৪ ওভারের ইনিংসে ৬ ওভার বোলিংয়ের সুযোগ পান বুমরাহ। ১১ রান দিয়ে কোনও উইকেট পাননি। টেস্ট সিরিজের প্রাক্কালে নিউজিল্যান্ডের মাটিতে লাল বলে প্রস্তুতি বলতে ওইটুকুই। রবীন্দ্র জাদেজা তো বল করার সুযোগই পাননি।

৫ ওভারে প্রসিধ ২ উইকেট নিলেও এখানকার বাইশ গজের বাউন্স, মুভমেন্টের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় পাননি। চোট কাটিয়ে ফেরা প্রসিধকে কার্যত ম্যাচ প্রস্তুতি ছাড়াই টেস্টের চ্যালেঞ্জে নামতে হচ্ছে। বুমরাহ অপরদিকে শেষ প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলেছেন এশিয়ান গেমসে। টি২০ ফরম্যাটে। লাল বলে আরও আগেই। নিউজিল্যান্ডে পা রাখার পর দুজনের পাখির চোখ ছিল 'এ' দলের হয়ে তৃতীয় চারদিনের ম্যাচে প্রস্তুতি সেরে নেওয়া। কিন্তু বিধি বাম।

'এ' দলের চারদিনের ম্যাচ

প্রথম দুটি বেসরকারি টেস্টও অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় (যে দলে ছিলেন না বুমরাহ-প্রসিধ-জাদেজা)। এদিন নির্ণায়ক ম্যাচেও একই পরিণতি। ৩ ম্যাচের 'এ' দলের সিরিজ ০-০ স্কোরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। বুমরাহ-প্রসিধের প্রস্তুতির লক্ষ্য পূরণ না হলেও শেষ দুই ম্যাচে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে ছন্দে থাকার হুংকার যশস্বী জয়সওয়ালের ব্যাটে। রান পেয়েছেন টেস্ট দলে থাকা ধ্রুব জুরেল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শনরাও।



হ্যামিল্টনের মতো একই ছবি মঙ্গলবার দেখা গেল লিঙ্কনেও। বৃষ্টি থেকে বাঁচাতে ঢেকে রাখা হল বাইশ গজ। বেসরকারি টেস্টের চতুর্থ দিনে খেলা হল না একটা বলও।

'সোনার ছেলে' কুবারসি, বর্ষসেরা একাদশে মেসি

তুরিন, ১০ নভেম্বর : স্পেনের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের ডিফেন্ডার পাউ কুবারসির মুকুটে নতুন পালক। 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার জিতলেন বার্সেলোনার ১৯ বছর বয়সি এই ফুটবলার।

প্রতিবছর ইতালির এক বিখ্যাত সংবাদপত্র কর্তৃক ইউরোপের অনূর্ধ্ব-২১ কোনও এক প্রতিভাকে 'গোল্ডেন বয়' পুরস্কার প্রদান করা হয়। অক্টোবরে ২৫ জন মনোনীতের তালিকা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কুবারসিকে অন্যতম দাবিদার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। অবশেষে তাঁর হাতেই 'সোনার ছেলে'র সম্মান উঠতে চলেছে। আগামী ১৪ ডিসেম্বর এক জমকালো অনুষ্ঠানে পুরস্কারটি গ্রহণ করবেন কুবারসি।



ক্লাব ও বিশ্বকাপে ভালো খেলার পুরস্কার পেলেন পাউ কুবারসি।

এদিকে সোমবারই ফিফপ্রো-র বর্ষসেরা একাদশ প্রকাশিত হল। ব্যালন ডি'অর জয়ী হ্যারি কেনের জায়গা হয়নি সেই দলে। ফিফপ্রো-র নির্বাচিত বর্ষসেরা একাদশে রয়েছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড, লামিনে ইয়ামাল, কিলিয়ান এমবাপের মতো তারকারা। রয়েছেন লিওনেল মেসিও। এই নিয়ে রেকর্ড ১৮ বার ফিফপ্রো-র বর্ষসেরা একাদশে জায়গা পেলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। বর্ষসেরা একাদশে এবার পুরুষ ও মহিলা বিভাগে স্প্যানিশ ফুটবলারদের আধিপত্য রয়েছে।

আজই হয়তো ভাগ্যনির্ধারণ ক্যারিকের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ নভেম্বর : ব্যর্থতার কানাগলি থেকে কিছুতেই বেরোতে পারছে না ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। প্রিমিয়ার লিগে ১০ ম্যাচ খেলা হয়ে গিয়েছে। তা থেকে ইউনাইটেডের প্রাপ্তি বলতে একটিমাত্র জয়। অবনমনের ভ্রূকুটি তাড়া করে বেরাচ্ছে রেড ডেভিলদের। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৫ ম্যাচে জয়ের সংখ্যা মাত্র তিন। এই পরিস্থিতিতে আরও একবার কোচ ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটতে পারে লাল ম্যাঞ্চেস্টার। বরখাস্ত হতে পারেন কোচ মাইকেল ক্যারিক।

ইউরোপের একাধিক সংবাদমাধ্যমের দাবি, আন্তর্জাতিক বিরতি শেষ হওয়ার আগেই ক্যারিককে ছেঁটে ফেলতে পারে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ম্যানেজমেন্ট। বুধবার মোনাকোয় ইউনাইটেড কর্তৃপক্ষের বৈঠকে বসার কথা। সেখানেই ক্যারিকের ভাগ্যনির্ধারণ হয়ে যেতে পারে। বিকল্প হিসেবে বেশ কিছু নাম আলোচনায় রয়েছে বলেও খবর। তবে দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় দলের দায়িত্বে থাকা মৌরিসিও পোচেত্তিনো। তিনি নিজেও ইউনাইটেড কোচের হটসিটে বসতে আগ্রহী বলে শোনা যাচ্ছে। এছাড়াও হুলিয়ান নাগেলসম্যান, আন্তোনিও কন্তে ও এডি হাউয়ের নাম বিবেচনায় রয়েছে।

ললিত মোদির সমর্থনে জুহি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : তিনি বহুদিনই থাকেন বিলেতে। সেখান থেকেই সম্প্রতি এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে ললিত মোদি জানিয়েছিলেন, আইপিএলের সময় বদলের কথা। এপ্রিল-মে মাসের প্রবল গরমের বদলে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আইপিএল হোক, এমন দাবি তুলেছিলেন ললিত। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে এই ব্যাপারে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া না পাওয়া গেলেও আজ কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম কর্ণধার অভিনেত্রী জুহি চাওলা ললিতের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম মালকিন জানিয়েছেন, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে আইপিএল হলে ক্রিকেট ও ক্রিকেটারদের জন্য ভালোই হবে।

রিঙ্কুর বিয়ে ৪ ডিসেম্বর

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : বাগদান হয়ে গিয়েছে গত জুন মাসে। এবার সামাজিক বিয়ের পালা। আগামী ৪ ডিসেম্বর সমাজবাদী পার্টির সাংসদ প্রিয়া সরোজের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন ভারতীয় দলের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণপত্র বিলি করা শুরু হয়ে গিয়েছে বলে রিঙ্কুর পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। লখনউয়ের এক অভিজাত হোটেলের কনভেনশন সেন্টারে রিঙ্কু ও প্রিয়ার চার হাত এক হতে চলেছে। জানা গিয়েছে, আগামী ৪ ডিসেম্বর রিঙ্কুর বিয়ের আসরে টিম ইন্ডিয়ার বহু সদস্যের পাশে বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতাদেরও দেখা যাবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেরও হাজির থাকার কথা রিঙ্কুর বিয়ের আসরে।

অক্ষরকে ছাড়ছে না দিল্লি ক্যাপিটালস

হার্দিকের পরিবর্তে মুম্বইয়ে অর্শদীপ, দাবি বাবার

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর : হার্দিক পান্ডিয়া যাচ্ছেন পাঞ্জাব কিংসে। পরিবর্তে ট্রেডে পাঞ্জাব কিংসের দীর্ঘদিনের যোদ্ধা অর্শদীপ সিংকে পাচ্ছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এদিন যে খবরে কার্যত সিলমোহর লাগিয়ে দিলেন স্বয়ং অর্শদীপের বাবা দর্শন সিং। দুই ফ্র্যাঞ্চাইজির তরফে সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি এখনও। সবুজ সংকেত আসেনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফেও। এরমধ্যেই নিউজিল্যান্ডে বসে চলতি যে জল্পনায় সত্যিটা সামনে আনলেন অর্শদীপের বাবা।

হ্যামিল্টনে ভেস্তে যাওয়া তৃতীয় ওডিআই ম্যাচে মাঠে ছিলেন দর্শন সিং। সেখানেই এক সাক্ষাৎকারে এই দাবি করেছেন। দর্শন সিং কোনও রাখঢাক না করেই বলে দেন, 'হ্যাঁ চুক্তি হয়ে গিয়েছে। ট্রেডে অর্শদীপ মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে যাচ্ছে।' যার অর্থ, ৮ বছরের অর্শদীপ-পাঞ্জাব কিংস সম্পর্কে ইতি। হার্দিকের নাম অর্শদীপের বাবা মুখে না আনলেও পরিবর্ত যে তারকা পেস-অলরাউন্ডার তা পরিষ্কার।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিককে ছাড়তে পারে, গত আইপিএলের পরই নিশ্চিত হয়ে যায়। একাধিক দলের সঙ্গে কথাও বলে নীতা আম্বানির ফ্র্যাঞ্চাইজি। কখনও চেন্নাই সুপার কিংস তো কখনও কলকাতা নাইট রাইডার্স, রাজস্থান রয়্যালসের নাম সামনে আসে। শেষপর্যন্ত অর্শদীপ-হার্দিকের মধ্যে বদলাবদলি। গত কয়েকদিন ধরেই যে জল্পনা ডানা মেলছিল। এদিন দর্শন সিংয়ের বক্তব্য কার্যত সেই দাবিকেই নিশ্চিত করল।

অর্শদীপের বাবা আরও বলেছেন, 'হঠাৎ করে খবরটা পেয়ে অবাক হয়েছিলাম আমরা। প্রথমে খারাপ লেগেছিল। পাঞ্জাব ওর ঘর। এই দলে খেলেই পরিচিতি পেয়েছে। পাঞ্জাব কিংসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আবেগ, ভালোবাসা। যা চিরকালীন, সহজে ভোলার নয়। কিন্তু সব দলই ভারসাম্যকে অগ্রাধিকার দেয়। হয়তো তাই অর্শদীপকে ছেড়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মতো দলে যাওয়ায় আমরা খুশি। যেখানে জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবদের মতো জাতীয় দলের সতীর্থদের পাবে।'

এদিকে, অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলের ট্রেডের জল্পনাকে উড়িয়ে দিয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। আশুতোষ শর্মার ক্ষেত্রেও এক অবস্থান নিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ফ্র্যাঞ্চাইজি। প্রাথমিকভাবে শোনা গিয়েছিল দুই তারকাকে ছাড়ার জন্য একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে দিল্লি। কিন্তু এদিন ফ্র্যাঞ্চাইজির এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন, 'অক্ষরকে ছাড়ার সম্ভাবনা নেই। এই মুহূর্তে আর কোনও ট্রেডের পথে হাঁটার পরিকল্পনা নেই দিল্লি ক্যাপিটালসের।'





আইপিএলে এবার জার্সি বদল করছেন হার্দিক পান্ডিয়া ও অর্শদীপ সিং।



শতরানের পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর্যবীর শেহবাগের। আল আমিরাতে মঙ্গলবার।

আর্যবীরের শতরানে জিতল যুব ভারত

আল আমিরাত (ওমান), ১০ নভেম্বর : খেলার ধরন অনেকটা বাবার মতোই। কিন্তু বাবার চেয়ে ধৈর্য অনেক বেশি। ব্যাটিংয়ের সময় একটু বেশিই সতর্ক হয়ে ব্যাট করেন আর্যবীর শেহবাগ (১৬৮ বলে ১৬০)।

তাঁর ধৈর্য, ব্যাটিং স্কিলের ঝলক আজ দেখে ফেলল দুনিয়া। বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীরের ব্যাটে ভর দিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭০ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের সেমিফাইনাল নিশ্চিত হয়ে গেল ভারতীয় দলের। আগামী বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলবেন আর্যবীররা। প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল করেছিল ৩০৯/৭। জবাবে ২৩৯ রানে অল আউট হয়ে যায় আমিরশাহি।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে হেরে গিয়েছিল ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দল। সেই ম্যাচে হার নিশ্চিতভাবেই দলকে ধাক্কা দিয়েছিল লক্ষ্য রায়চন্দানির দলকে। আজ প্রথমে ব্যাটিং করতে নেমে শুরু থেকেই আগ্রাসী ব্যাটিং দেখা গিয়েছে ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের। আর্যবীরকে দারুণভাবে সাহায্য করেন ভিকে বিনীথ (৬৭)। শেহবাগের পুত্র আর্যবীর শতরান করলেও টিম ইন্ডিয়ার আরেক কিংবদন্তি রাহুল দ্রাবিড়ের পুত্র অন্বয় (১২) শেষ ম্যাচের মতো আজও ব্যর্থ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের সাফল্যের এমন ছন্দ বজায় থাকলে ফাইনাল নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ

স্মৃতির নেতৃত্বে তিন ফরম্যাটের দলেই রিচা

চোট সারিয়ে আফ্রিকা সফরে জেমিমা, আমনজ্যোৎ

মুম্বই, ১০ নভেম্বর : চোট সারিয়ে জেমিমা রডরিগেজ ও আমনজ্যোৎ কাউর আগামী মাসের দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ভারতের দলে জায়গা পেয়েছেন। আমনজ্যোৎ অস্ট্রেলিয়ায় গত ফেব্রুয়ারিতে ভারতের হয়ে খেলার পর দীর্ঘ চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন। তাঁকে শুধুমাত্র টি২০ দলেই নেওয়া হয়েছে। পিঠের চোট সারিয়ে ওঠা আমনজ্যোৎকে ধীরে ধীরে খেলায় ফেরানোর জন্যই শুধু টি২০ দলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টের সময় হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ার পর জেমিমা তিন ফরম্যাটেই দলে আছেন।

রেণুকা সিং জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক টি২০ সিরিজে দলে ছিলেন না, তবে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে এই ফরম্যাটের ১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন, কিন্তু টেস্ট ও ওয়ানডে দলে তাঁর জায়গা হয়নি।

পেস বোলার জিনতিমণি কলিতা, যিনি সম্প্রতি জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজে আন্তর্জাতিক অভিষেক করেছিলেন, তাঁকে টি২০ দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তবে তিনি ওয়ান ডে দলে জায়গা ধরে রেখেছেন এবং একমাত্র টেস্টের দলেও সুযোগ পেয়েছেন।

শ্রেয়াঙ্কা পাতিল টি২০ দল থেকে এখনও বাইরে রয়েছেন। দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি ও প্রেমা রাওয়াতের মতো স্পিন বিকল্প থাকায় শ্রেয়াঙ্কার দলে জায়গা হয়নি। তিন ফরম্যাটেই টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। লম্বা অফফর্মের পরও দলে উইকেটকিপার হিসেবে জায়গা ধরে রেখেছেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ। ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু সিরিজে প্রোটিয়াদের সঙ্গে ভারত একটি টেস্ট ছাড়াও তিনটি করে ওডিআই ও টি২০ ম্যাচ খেলবে।



জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের খুশি নিয়ে চকোলেটে মজেছেন জেমিমা রডরিগেজ।

টেস্ট

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, প্রতীকা রাওয়াল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, রিচা ঘোষ, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, স্নেহ রানা, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, জিনতিমণি কলিতা ও সায়ালি সাতঘারে।

ওয়ানডে

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, প্রতীকা রাওয়াল, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, রিচা ঘোষ, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, বৈষ্ণবী শর্মা, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, জিনতিমণি কলিতা ও সায়ালি সাতঘারে।

টি২০

স্মৃতি মান্ধানা (অধিনায়ক), শেফালি ভার্মা, হরমনপ্রীত কাউর, জেমিমা রডরিগেজ, নিকি প্রসাদ, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, অনুষ্কা শর্মা, দীপ্তি শর্মা, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি, প্রেমা রাওয়াত, আমনজ্যোৎ কাউর, ক্রান্তি গৌড়, নন্দনী শর্মা, রেণুকা সিং ঠাকুর, অরুন্ধতী রেড্ডি, সায়ালি সাতঘারে।

নিউজিল্যান্ডে অনুশীলনে বিশালরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াই এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ভারতীয় দলের। যদিও অনুশীলনে যথেষ্ট চনমনে লেগেছে গোটা দলকে।

ভারতীয় সময় বিকেল চারটে অর্থাৎ স্থানীয় সময় অনুযায়ী সোমবার রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় অকল্যান্ডে পৌঁছায় ভারতীয় দল। ভারতের থেকে সাড়ে সাত ঘণ্টা এগিয়ে নিউজিল্যান্ড। স্বাভাবিকভাবেই এখন দ্রুত সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে ফুটবলারদের। এদিন সকালে শারীরিক সক্ষমতার অনুশীলন হোটেলে করালেও বিকেলে মাঠে গিয়ে প্রস্তুতি শুরু করিয়ে দেন খালিদ জামিল। সময়ের পাশাপাশি চোট-আঘাত সমস্যাও ঝামেলায় ফেলেছে তাঁকে। খালিদ অবশ্য বলছেন, 'আবহাওয়া বা সময়ের এই ব্যবধান আমাদের কাছে সমস্যা নয়। ফুটবলাররা দ্রুত মানিয়ে নিয়েছে এবং এখন ম্যাচের প্রস্তুতি ও অনুশীলনেই ওদের ফোকাস।' আনোয়ার আলি, সন্দেশ ঝিংগান, রাহুল ভেকেরা না থাকায় যথেষ্ট অনভিজ্ঞ ভারতীয় দলের ডিফেন্স। সাইড ব্যাক হিসাবে খেলার জন্য তবু জয় গুপ্তা, আকাশ মিশ্র, অভিষেক সিং টেকচামদের মত ইন্ডিয়ান সুপার লিগের তারকারা আছেন। কিন্তু সেন্টার ব্যাক পজিশনে ক্লাব দলে অনিয়মিত মেহতাব সিংয়ের সঙ্গে তরুণ বিজয় ভার্গিস বা পরমবীরকে দায়িত্ব নিতে হবে নিজেদের দুর্গ সামলানোর। একটাই স্বস্তি, গোলে ফর্মে থাকা বিশাল কেইথ খেলবেন সম্ভবত। এর আগের তিন ম্যাচ ঘরের মাঠে খেলেছে ভারত। কিন্তু এবার অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হবে বলেই বাড়তি চিন্তা থাকছে কোচের। খালিদ বলেছেন, 'এটা সম্পূর্ণ আলাদা পরিস্থিতি। তাই ম্যাচ আরও কঠিন হবে।' আক্রমণভাগে চোট পাওয়া এডমুন্ড লালরিনডিকার বদলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ফর্মে থাকা মহম্মদ সানানকে। এছাড়াও সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে না গিয়ে লিস্টন কোলাসো সিনিয়ার দলে যোগ দিয়েছেন।

এর আগে ২০১৮ সালে ইন্টার কন্টিনেন্টাল কাপে দুই দেশ মুখোমুখি হয় মুম্বইতে। সেবার ভারত হারে ১-২ গোলে। তারও আগে ১৯৮১ সালের মারডেকা কাপে মালয়েশিয়ায় নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে খেলে ভারত। সেবার গোলশূন্য ড্র হয় ম্যাচ। তারপর অবশ্য গঙ্গা এবং ওয়াইকাতো নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। ফুটবলে ক্রমশ পিছিয়েছে ভারত, আর নিউজিল্যান্ড এখন বিশ্বকাপের দল। তাই নানা সমস্যা সামাল দিয়ে তুল্যমূল্য লড়াই করবে খালিদের দল, এমন আশা করছেন না এদেশের অতি বড় ফুটবল সমর্থকও।





নিউজিল্যান্ডে অনুশীলনে চলেছেন মেহতাব সিংও রায়ান উইলিয়ামস (বাঁয়ে)। স্ট্র্যাটেজি ঝালিয়ে নিচ্ছেন ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল।

সাফে শেষ চারের লক্ষ্যে আজ নামছে ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে ভারত শুরুটা করেছে পাকিস্তানকে হারিয়ে। সেই সুবাদে গ্রুপে খানিকটা সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে ব্লু টাইগাররা। বুধবার নৌশাদ মুসার ভারতের সামনে মালদ্বীপ। গ্রুপ পর্বের দ্বিতীয় তথা শেষ ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য সেমিফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করা।

মালদ্বীপের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয়ের সুবাদে এই মুহূর্তে গ্রুপ শীর্ষে রয়েছে পাক ফুটবল দল। ভারত প্রথম ম্যাচে ৩ গোল করলেও পাকিস্তান পালটা দুটো গোল শোধ করেছিল। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি মালদ্বীপ ম্যাচ থেকে ১ পয়েন্ট পেলে গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে জায়গা নিশ্চিত করে ফেলবেন সুহেল আহমেদ বাটরা। তবে শীর্ষস্থান দখল করতে হলে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ খোলা নেই ভারতের সামনে।

ধারে ভারে ভারত এগিয়ে থাকলেও মুসার দলের জন্য কাজটা খুব সহজ হবে না। নিউজিল্যান্ড সফরে গিয়েছে ভারতের সিনিয়ার ফুটবল দল। আর সাফে কার্যত যুব দল খেলানো হচ্ছে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে আরও বেশ কয়েকজন ফুটবলার ঢাকায় দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ঠিকই। যারমধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম চিংলেনসানা সিং ও ম্যাকার্টন লুইস নিকসন। তবে বিজয় ভার্গিস ও মহম্মদ সুহেলকে আবার খালিদ জামিল নিউজিল্যান্ড সফরের জন্য ডেকে নিয়েছেন। আন্তর্জাতিক বিরতি শুরুর পর লিস্টন কোলাসোরও সাফের দলে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তাঁকেও নিউজিল্যান্ড নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চোট নিয়ে ফিরে এসেছেন ভালপুইয়া। স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা হলেও মুসার পরিকল্পনা ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিপক্ষ যতই দুর্বল হোক, এই পরিস্থিতি থেকে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়া খুব সহজ হবে না।

অতীত অভিজ্ঞতা থেকেও সতর্ক ব্লু টাইগাররা। পরিসংখ্যানে চোখ রাখলে দেখা যাবে মুখোমুখি সাক্ষাতে মালদ্বীপের বিপক্ষে অনেকটাই এগিয়ে ভারত। তবে ২০১৮ সালে সাফ ফাইনালে ভারতকে হারিয়ে খেতাব ঘরে তুলেছিল মালদ্বীপ। ফলে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা দিচ্ছেন না কোচ নৌশাদ। বুধবার শুরুতেই গোল তুলে নিতে পারলে ভারতের জন্য কাজটা খানিকটা সহজ হয়ে যাবে। সেই লক্ষ্যে মালদ্বীপ ম্যাচে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবলকেই হাতিয়ার করতে চাইবেন মুসা।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে আজ

ভারত বনাম মালদ্বীপ

সময় : দুপুর ৩টা, **স্থান :** ঢাকা
সম্প্রচার : ভিটো অ্যাপ



বিশ্ব মঞ্চে সোনা এষা, মনুদের

দোহা, ১০ নভেম্বর : আইএসএসএফ শুটিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তলের দলগত বিভাগ থেকে সোনা এল ভারতের ঝুলিতে। এষা সিং, মনু ভাকের ও দিব্যা সুব্বারাজুর ত্রয়ী মোট ১৭৬১ পয়েন্ট নিয়ে দলকে স্বর্ণপদক এনে দিলেন।

দলগত বিভাগের পাশাপাশি ব্যক্তিগত বিভাগেও পদক জয়ের সুযোগ ছিল এষা ও মনুদের সামনে। ২৫ মিটার পিস্তলে ফাইনালে উঠে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন মনু। অষ্টম স্থান পেয়েছেন এষা। দুইজনেই লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের জন্য কোটা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। দিব্যা ব্যক্তিগত বিভাগে ফাইনালের আগেই ছিটকে যান। ইতিমধ্যেই জয়পাল মালব্য ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে রুপো জিতে ভারতের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে অলিম্পিকের ছাড়পত্র নিশ্চিত করেছেন।

আজ মুম্বইয়ে বাংলা, কলকাতায় সূর্যকুমাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১০ নভেম্বর : রনজি ট্রফির প্রাথমিক পর্ব শেষ। জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফার খেলা শুরুর আগে দরজায় কড়া নাড়ছে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি। আগামী শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রতিযোগিতা। তার আগে মঙ্গলবার সকালে ইডেন গার্ডেন্সে দীর্ঘসময় অনুশীলন করল বাংলা দল। বুধবার বেলার দিকে মুম্বই উড়ে যাচ্ছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণরা। ১৪ নভেম্বর কর্ণাটকের বিরুদ্ধে মুস্তাক আলির অভিযান শুরু করবে টিম বাংলা।

পূর্ণ শক্তির দল নিয়েই মুম্বই যাচ্ছেন বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু। শনিবার কর্ণাটকের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচের পর অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদকে পাওয়া যাবে না। তিনি নেওয়া সামি বৃহস্পতিবার দিল্লি থেকে মুম্বইয়ে হাজির হচ্ছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'লাল বল থেকে সাদা বলের ক্রিকেটে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। শক্তিশালী দল নিয়েই মুস্তাকে নামছি আমরা। প্রস্তুতিও ভালো হয়েছে।' এদিকে মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতা খেলতে আগামীকাল যখন মুম্বইয়ে পা রাখবে বাংলা দল, তার কিছু সময় পর সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন মুম্বই দল মুস্তাক আলি-র ম্যাচ খেলতে কলকাতায় হাজির হবে। স্কাই-কে নিয়ে ইতিমধ্যেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

সৈয়দ মুস্তাক আলি

রাইজিং স্টার্স এশিয়া কাপ খেলতে যাচ্ছেন দোহায়। সকালের ইডেনে অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'শাহবাজকে প্রথম ম্যাচের পর আমরা পাব না। ওকে না পাওয়া অবশ্যই ধাক্কা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ও আরও বড় জায়গায় যাচ্ছে। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করা সবসময় গর্বের।' আগামীকাল বাংলা দল মুম্বই পৌঁছে যাওয়ার পর রাতের দিকে সেখানেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা জোরে বোলার মুকেশ কুমারের। নিউজিল্যান্ডে ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে সিরিজ খেলে আগামীকাল রাতের দিকে মুম্বই ফিরছেন মুকেশ। মহম্মদ সামিকেও পাচ্ছে বাংলা। লাল বলের ক্রিকেট থেকে সম্প্রতি অবসর



সৈয়দ মুস্তাক আলির প্রস্তুতি সেরে বুধবার মুম্বই যাচ্ছেন অভিষেক পোড়েলরা।



দ্বিশতরানের পর ক্রেগ আরভিন।

শত বছরের নজির ভাঙলেন আরভিন

শারজা, ১০ নভেম্বর : গত ১০০ বছরে সবচেয়ে বেশি বয়সি ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে দ্বিশতরান করেছেন জিম্বাবোয়ের ক্রেগ আরভিন। ৪১ বছর ৮২ দিন বয়সে তিনি এই নজির গড়েছেন। তাঁর চেয়ে বেশি বয়সে দ্বিশতরানের নজির রয়েছে মাত্র দুইজনের। দক্ষিণ আফ্রিকার এরিক রোয়েন ১৯৫১ সালের ২৬ জুলাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪২ বছর ৬ দিন বয়সে দ্বিশতরান করেন। ইংল্যান্ডের জ্যাক হবস ১৯২৪-এ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৪১ বছর ১৯৫ দিন বয়সে ২০০ রানে পৌঁছেছিলেন। শারজায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্টের পঞ্চম দিনে ২০৬ রান করে অপরাজিত থাকেন আরভিন। জিম্বাবোয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ৫২৩/৫ রান তোলার পর আম্পায়াররা টেস্টে দাঁড়ি টেনে দেন। টেস্ট ড্র হয়।

ফিরে আসবই : লাবুশেন

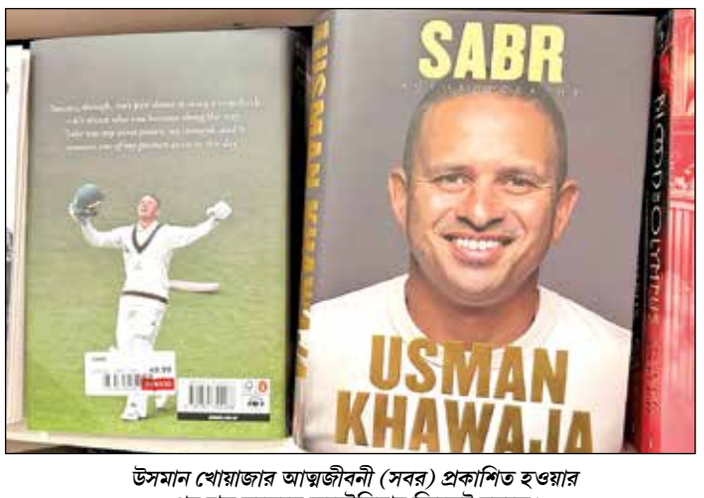
খোয়াজার দাবি ওড়ালেন স্টার্ক

মেলবোর্ন, ১০ নভেম্বর : স্যান্ডপেপার গেট কেলেঙ্কারি নিয়ে উসমান খোয়াজার দাবি উড়িয়ে দিলেন মিচেল স্টার্ক। আত্মজীবনীতে প্রাক্তন অজি ওপেনার দাবি করেন, শুধু স্টিভেন স্মিথ, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ডেভিড ওয়ার্নাররাই নন, সবার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কারণ, বল বিকৃতির ঘটনা দলের সবাই জানত। গতকাল ডেভিড ওয়ার্নার যে দাবিকে সমর্থন করলেও আজ একেবারে উলটো যুক্তি মিচেল স্টার্কের।

২০১৮ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের বিতর্কিত যে ঘটনা নিয়ে স্টার্কের দাবি, '৮ বছর আগের ঘটনা। একেক জনের ভিন্ন ভিন্ন মত থাকতেই পারে। তবে আমার অবস্থানে বদল হচ্ছে না। ২০২১-এ আমরা যৌথভাবে (স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড ও নাথান লায়োন) যে বিবৃতি দিয়েছিলাম, তার থেকে সরছি না। বল বিকৃতির জন্য মাঠে কোনও জিনিস নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না। স্টেডিয়ামের জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখার পরই জানতে পারি।'

উসমান খোয়াজা আত্মজীবনীতে আরও দাবি করেন, বিতর্কিত টেস্টের আগেও বল বিকৃতি করা হয়েছিল। যে দাবিকেও কার্যত খারিজ করে স্টার্ক বলেছেন, 'পোর্ট এলিজাবেথ টেস্টেও এমন কিছু ঘটেছিল বলে প্রথমবার শুনলাম। যারা এই নিয়ে লিখেছে (খোয়াজা), তারাই এর ব্যাখ্যা দিতে পারবে। আমি ওর বই পড়িনি। পড়ার পরিকল্পনাও নেই। নতুন মরশুম শুরু হচ্ছে। তার আগে পুরোনো বিষয় নিয়ে বলতে চাই না।'

এদিকে, অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দল (নিউজিল্যান্ড সিরিজ) থেকে বাদ পড়ার পর প্রথম প্রতিক্রিয়াতেই ফিরে আসার আত্মবিশ্বাস মানার্স লাবুশেনের গলায়। টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে প্রাক্তন এক নম্বর তারকার দাবি, 'ফিরে আসবই। এই নিয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে নামছি। এই সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। লক্ষ্য পরিষ্কার, জাতীয় দলে ফেরা। ক্রিকেটকে উপভোগ করার পাশাপাশি সেই কাজটা করতে চাই এখন।'



উসমান খোয়াজার আত্মজীবনী (সবর) প্রকাশিত হওয়ার পর ঝড় তুলেছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে।

ভালো জায়গায় পাকিস্তান

রাওয়ালপিন্ডি, ১০ নভেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষে সুবিধাজনক জায়গায় ঘরের মাঠে খেলতে নামা পাকিস্তান। ব্যাট করতে নেমে তারা ৪৩৪/৯ স্কোরে প্রথম ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। দিনের শেষে শ্রীলঙ্কার প্রথম তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে চাপ বাড়িয়েছে পাকিস্তান। মঙ্গলবার দিনের শেষে তাদের স্কোর ১১৪/৩। ক্রিজে রয়েছেন শ্রীলঙ্কার ধনঞ্জয় ডি সিলভা (২২) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৪০)।

গতকালের ২৮১/৫ স্কোর থেকে এদিন শুরুটা ভালোই করেছিল পাকিস্তান। সাউদ শাকিল গতকালের অর্ধশতরানের পর এদিন তিনি ৯৩ রানে আউট হন। ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেটে তিনি গাজি ঘোরি (৪৮) এবং আরাফাত মিনহাসের (৫২) সঙ্গে যথাক্রমে ৯৬ ও ৪৪ রান যোগ করেন। তখন ৫০০ রান অসম্ভব মনে হচ্ছিল না। তবে খেলার গতির বিপরীতে শাকিল ফিরে যাওয়ায় বেশি দূর এগোয়নি পাক ইনিংস। এরপর নিয়ন্ত্রিত পেস বোলিংয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে শ্রীলঙ্কার ৩ উইকেট ফেলে দেন সাকিব খানরা (৫৪/২)।

প্রথম জাগৃতি, দীপ, শুভ

দিনহাটা, ১০ নভেম্বর : দিনহাটা মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের ৬৫তম দ্য গ্রেটেস্ট শো-র দ্বিতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হল রিদিমিক যোগাসন ও ওয়েটলিফটিং প্রতিযোগিতা। রিদমিক যোগাসনে মেয়েদের বিভাগে প্রথম জাগৃতি আচার্য, দ্বিতীয় সোনাই দাস এবং তৃতীয় অন্বেষা সাহা। ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে মনিত বর্মন। দ্বিতীয় সূর্য সাহা ও তৃতীয় অনির্বাণ কর্মকার।

ওয়েট লিফটিংয়ে মেয়েদের বিভিন্ন বিভাগে প্রথম হন মুলটি দেবনাথ, তপতি বর্মন, স্বপ্না বর্মন, দীপ্তি বর্মন ও নিন্দনী দাস। ছেলেদের ৫৫ কেজিতে প্রথম দীপ রায়, দ্বিতীয় রাজু দাস ও তৃতীয় হয়েছে রাজদীপ অধিকারী। আদিত্য সাহা ৬০ কেজিতে প্রথম হন। ৬৫ কেজিতে শুভ পাল প্রথম, কার্তিক মহন্ত দ্বিতীয় ও শুভাশিস সাহা তৃতীয় হন। ৮০ কেজি প্রথম হন স্বরূপ পাল। সৌমিক মোদক দ্বিতীয়। দৈহিক হেভিওয়েট বিভাগে বিপ্রতীপ বর্মন, তৌহিদ খন্দকার ও রূপম দেবনাথ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন।



রিদমিক যোগাসনে প্রতিভা দেখাচ্ছেন জাগৃতি আচার্য। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা

উত্তরের খেলা

ফাইনালে সোনার বাংলা

কোচবিহার, ১০ নভেম্বর : সোনার বাংলা যুব সংঘের ৮ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল আয়োজকরা। মঙ্গলবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৩-২ গোলে জিতেছে চিলাখানা স্পোর্টিং অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। আয়োজকদের নবজিৎ নার্জিনারি, লক্ষ্মণ নার্জিনারি ও পাউলুস হেমব্রম গোল করেন। চিলাখানার গোল দুইটি রাজেশ মালি ও অভিজিৎ সিংয়ের। ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পাউলুস। ১৭ নভেম্বর ফাইনালে আয়োজক দলের বিরুদ্ধে খেলবে দলসিংপাড়া স্পোর্টিং অ্যাকাডেমি।

চ্যাম্পিয়ন কুতুবপুর

কুমারগঞ্জ, ১০ নভেম্বর : কুতুবপুর আদিবাসী সংঘের ১৬ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুতুবপুর দল। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে পরাণপুর দলকে। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলকে ট্রফির সঙ্গে আর্থিক পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

সেরা ঠাকুরপুরা

পতিরাম, ১০ নভেম্বর : নাজিরপুর যশাহার রাসছাড়াতে যুব সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ঠাকুরপুরা দল। ফাইনালে তারা হারিয়েছে পতিরাম হাইস্কুল পাড়া দলকে। দুই দল ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে আর্থিক পুরস্কার।



চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে ডেয়ারডেভিল কুইনস বারবিশা।

ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

চ্যাম্পিয়ন ডেয়ারডেভিল বারবিশা

আলিপুরদুয়ার, ১০ নভেম্বর : নর্থ বেঙ্গল ক্রিকেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম, আলিপুরদুয়ার ইউনিটের উদ্যোগে এবং ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় টেরাই ডুয়ার্স উইমেন্স ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ডেয়ারডেভিল কুইনস বারবিশা। মঙ্গলবার ফাইনালে ডেয়ারডেভিল ৮২ রানে জিতেছে আলিপুরদুয়ার জংশন যুব সংঘের বিরুদ্ধে। আলিপুরদুয়ার টাউন ক্লাব মাঠে ডেয়ারডেভিল টসে জিতে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬০ রান তোলে। কোয়েল রায় ৪১ ও গীতাঞ্জলি সুরি ৩৮ রান করেন। হৈমাবতী রায় ১৮ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। জবাবে যুব সংঘ ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৭৮ রানে থামে। সাক্ষী পান্ডের অবদান ১৪ রান। ফাইনালের সেরা মৌমিতা সরকার ৯ রানে ২ উইকেট নেন। সেরা ব্যাটার, সেরা বোলার এবং প্রতিযোগিতার সেরা হয়েছেন কোয়েল। সেরা ফিল্ডার বর্ষা রায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
কল্যাণ (পূর্ব)-এর এক বাসিন্দা



মহারাষ্ট্র, কল্যাণ (পূর্ব) - এর একজন বাসিন্দা মমতা রাজু প্যাটেল - কে

12.08.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 40H 69649 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "আমার কেনা ডিয়ার লটারির টিকিটটি যখন আমাকে এক কোটি টাকার পুরস্কার এনে দিয়েছে, তখন তা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। এই পুরস্কারের অর্থ আমার জীবনে একটি বড় প্রেরণা যোগাবে এবং আমি আগামী দিনে আমাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এটি বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজ্ঞাপনীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।